শোভা। মন্ত্রি! মন্ত্রি! পায়ে ধরি বেঁধো না মায়েরে,
রাজরাণী বড় ব্যথা পাবে কলেবরে।
[সগরাভিষেক, ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—১৩৩ পৃষ্ঠা।

Sulov Press, Jorasanko.

সগরাভিষেক

পৌরাণিক নাটক

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,

যোড়াসাঁকো।

সগরাভিষেক।

নাটক

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

(সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীচরণ ভাণ্ডারী-প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা সিমুলিয়া নাট্য-সমাজে অভিনীত।)

তৃতীয় সংস্করণ
[চতুর্থ সহস্র]

কলিকাতা।
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো।
১৩৩০

মূল্য ১।০ মাত্র।

যাঁহারা

এই নাটকের অভিনয় কল্পে

অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন,

যত্নেরও ত্রুটী করেন নাই,

সেই সকল সুযোগ্য

শ্রীযুক্ত অভিনেতৃবর্গকে

আমার এই

সগরাভিষেক

নাটক

অর্পণ করিয়া

আনন্দিত হইলাম।

ভূমিকা।

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতোক্ত সগরের বাল্যজীবনী অবলম্বন করিয়াই এই নাটকখানি বিরচিত হইল। ঘটনার কারণগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য আমাকে কল্পনার আশ্রয় বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এমন কি পুরাণোল্লিখিত মূল ঘটনাকে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত করিতে হইয়াছে। এরূপ না করিলেও উপায় ছিল না। প্রধানতঃ পাপপুণ্যের ক্রিয়া দেখানই এই নাটকের উদ্দেশ্য। তাহা কিরূপ হইয়াছে, গুণগ্রাহী পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

নাটকখানিতে আমার স্বকল্পিত ঘটনার সন্নিবেশে এ পর্য্যন্ত কোন দর্শকই আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এবং সর্ব্বত্র ইহা আদৃত হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইতি।

চাকুর, কল্যাণপুর, হাওড়া } শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু-মল্লিক কবিরত্ন, বিদ্যাভূষণ।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান, মোহ।

বাহু	...	...	অযোধ্যার রাজা
সগর	...	...	ঐ পুত্র।
মন্ত্রী	...	...	ঐ মন্ত্রী।
প্রতর্দ্দন	...	...	ঐ সেনাপতি।
অমরসিংহ	...	...	সহঃ সেনাপতি।
কুটিল	...	...	বয়স্য।
কান্তে, নিমে	...	...	কারারক্ষিদ্বয়

পরমানন্দ, চোর, দূত, প্রতিহারী, কাষ্ঠ-বাহকদ্বয়,
ঘাতকদ্বয় ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

লক্ষ্মী।

অনীতা	...	...	বড়রাণী।
সুনন্দা	...	...	ছোটরাণী।
শোভা	...	...	বড়রাণীর কন্যা।

মালিনী, লহরীবালাগণ, নর্ত্তকীগণ, বালিকাগণ,
অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

সগরাভিষেক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তরীক্ষ।

পাপ ও পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য। বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হ'তেছিস্ তুই!
অনাদর ক[illegible]ারে এ সংসার মাঝে
কে চায় [illegible]রে পাপ! অগ্রাহ্যি মাণিক
কে করে গ্রহণ তুচ্ছ শম্বুকের কণা?
অবহেলি' পদ্মরাগ বীত-অসন্তোষে
কে লয় আদরে ক'রে ঘৃণিত অঙ্গার?
পরিহরি' আলোপথ স্বেচ্ছায়, অধম!
কে ক'রে ভ্রমণ বল্ আঁধারের পথে?

পাপ। আপনারে শ্রেষ্ঠজ্ঞান সকলেই করে।
ভাল করিলি, রে পুণ্য! বাক্যের বর্ষণ।
আত্মশ্লাঘা হেরে তোর বাতুলের প্রায়,
সম্বরিতে নাহি পারি, হাসি আসে মুখে।

এত যে বকিলি তুই অজ্ঞানের মত,
এত যে দেখালি, মূঢ়! শব্দের ঝঙ্কার,
ভাবিলি কি বড় ব'লে মানিলাম তোরে?
আমি পাপ—এ জগতে, ওরে হীনবল!
কে না জানে ভালরূপে প্রভাব আমার?
কে না পূজে নতভাবে মোরে অহরহঃ?

পুণ্য। পূজে তোরে সত্য বটে, পূজে যথা লোকে
অলক্ষ্মী হেমন্তে, কিন্তু স্থূর্প বাজাইয়া
মুহূর্ত্তে ফেলিয়া দেয় বাস্তুর বাহিরে।
অন্ধকার সঙ্গে ল'য়ে ফিরিস্ সতত;
বারেক দেখিতে যেবা পায় পুণ্যালোক,
সে কি রে কুহকে তোর আর কভু ভুলে?
কে না জানে বিশ্ব-দেহে দুষ্ট ব্রণসম
জন্ম তোর, কুলাঙ্গার! [illegible] কুভাবে
যত দুরাচার সঙ্গে থাকিস্ [illegible]য়ত।
পাপীয়সী আশা তোর চির-সহচরী,
সঙ্গে ল'য়ে তারে তুই ভব-রঙ্গভূমে
কি যে খেলা খেলিস্, তা কে না জানে,পাপ?
মোহান্ধ মানবগণে দেখাস্ পলকে
কল্পনার মরুক্ষেত্রে আশা-মরীচিকা।
কুহক-আলানে বাঁধি, লোভ-ফাঁদ পাতি,
সংসার-বিপিনে রাখি কত প্রলোভন
মোহিস্ রে ভ্রান্ত জীবে। তোর মায়া ফাঁদে
বারেক যে পড়ে, পাপ, এ জগতে হায়

কে না জানে কত শান্তি চরমে তাহার!
দুরাশা-তৃষিত জনে জলধররূপে
ভুলাস্ সতত তুই, দেখাস্ কতই
নেত্রমনোরম ক্ষণঃ লালসা-বিদ্যুৎ,
কতই শুনাস্ ঘোর আশ্বাস-আরাব;
কিন্তু বারি না বরষি'—স্বভাব যেমন,
পাড়িস্ শিরেতে শেষে নৈরাশ্য-অশনি;
জ্বালিস্ প্রদীপ্ত রূপে অশান্তি-অনল।
সে অনলে আমিই রে শান্তি-বারি ভবে।
অমৃতে গরলে কিম্বা ত্রিদিবে নরকে,
তোতে ও আমাতে সদা পার্থক্য ধরায়।

পাপ। বহ্নি-পরশনে কিম্বা বৃশ্চিক দংশনে
জ্বলে যথা কলেবর, তোর বাক্য-বাণ
সেই মত মর্ম্মে মোর পশিল, পামর!
ক্ষীণ দেহ ল'য়ে, পুণ্য, মনে মনে তোর
এতদূর অহঙ্কার, এত আস্ফালন!
আমার কর্ম্মের তুই দিলি পরিচয়,
আপনার ধর্ম্ম বুঝি হ'লি বিস্মরণ?
কত সুখী মানবে করিস্ তুই ভবে?
যে লয় শরণ তোর, দিবস যামিনী
কত জ্বালা, কত দুঃখ ভোগে সেই জন!
ক্ষণেকের তরে মনে স্বস্তি নাহি পায়,
বিপদ্-বিষাদে দহে, সহে কত তাপ;
অনেকেই তাই ছাড়ি' ক্ষুদ্রাশ্রয় তোর,

সহজে আমারে ভজে, মজে মোর ভাবে
কত সুখে, কত দর্পে কাটায় জীবন।

পুণ্য। কিন্তু শেষে—লোকে যথা হলাহলপানে
জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তোরে ভ'জে, পাপ,
সেই দশা হয় তার—অব্যর্থ বচন।
পুণ্যেরে ভজিয়া লোক বিষাদ যে পায়,
তুই পাপ! মূল তার; হিংসাকারী তুই!
আমার প্রবেশ-পথে দারুণ হিংসায়
রাখিস্ ফেলিয়া কত মোহের-কণ্টক।
যাতে লোকে ধর্ম্মকর্ম্মে মন নাহি দেয়,
সেই চেষ্টা সদা তোর; কিন্তু রে পামর!
পুণ্য-পারিজাত যেই ক'রেছে দর্শন,
সে কি করে আকিঞ্চন পাপ-ঘেঁটুফুলে?
অবশ্য ধর্ম্মের পথে পথিক যে জন,
তোদের কু-ছলনায়, কপট কুহকে
কত জ্বালা সয় সদা, দেখি চক্ষে তাহা;
নাহি যাই তোর সঙ্গে করিতে কলহ,
উত্তম অধম সনে না করে বিবাদ।
জানি আমি একদিন ধর্ম্ম-পথগামী
তোর আশা-মরীচিকায় হ'য়ে প্রতারিত
অবশ্যই আসিবে সে পুণ্য-জলাশয়ে।
মেঘমুক্ত রবিসম পাপমুক্ত হ'য়ে
হইবে সে ধর্ম্মভক্তি—কষিত কাঞ্চন!
দেখাস্ যতই ছলা, তখন রে পাপ!

পূতিশবপানে যথা—তোর পানে আর
বিমুক্ত সে ভক্ত মোর ফিরে নাহি চা'বে।

পাপ। রসনা সংযত ক'রে কথা বল্, তুই ;
শারদ-নীরদসম আড়ম্বরে তোর
হতেছে দেহেতে মোর ক্রোধের সঞ্চার।
না জানিস্, অল্পমতি! পাপের প্রতাপে!
পেয়েছিস্ ধরাতলে সঙ্কীর্ণ আশ্রয়!
আমার রাজ্যের সহ তুলনাতে তোর—
সিন্ধুতে গোষ্পদ সম—সত্য কি না বল?
ক'টা ভক্ত আছে তোর এ জগতীতলে?
কত শত ভক্ত মোর না পা'স্ দেখিতে?
যে না পারে সহিবারে প্রতাপ আমার,
সেই যায় তোর কাছে লইতে শরণ।
দয়া, ক্ষমা আদি যত ক্ষীণের স্বভাব
যে না পারে বিবর্জ্জিতে, মোর রাজ্যে বাস
কভু না সম্ভবে তার। ক্ষুদ্র তৃণ যারা
অগ্নির উত্তাপ তারা সহে কতক্ষণ?
ভীরু তুই! ভয়ে মোর কাছে না আসিস্ কভু।

পুণ্য। ভয়ে তোর কাছে আমি যাই না যে কভু
মিথ্যা নয় এ বারতা ; সাধু যেই জন,
হীনের নিকটে যেতে কভু নাহি চায় ;
"নীচসহ বাস যার সে-ও নীচ হয়",
অব্যর্থ শাস্ত্রের কথা, তাই ভাবে ভয়
পাছে হীন সহবাসে হীন হ'য়ে যাই।

তুই যে নীচের নীচ, তোর কাছে যেতে
হয় কি প্রবৃত্তি কভু আমার, অধম?
দেবতা কি মিশে কভু ঘৃণ্য পশুদলে?

পাপ। অসহ্য—অসহ্য পুণ্য! বাক্য-বাণ তোর,
নিতান্তই আয়ুঃশেষ হইয়াছে এবে,
পাপের হস্তেতে তোর মরণ নিশ্চয়।

পুণ্য। অথবা পুণ্যের বলে ধরাতল হ'তে—
পাপ-নাম বিলোপের হয়েছে সময়।

পাপ। ভাল, ভাল, মাত্‌ তবে ভীষণ আহবে,
দেখা যাক্ কা'র দেহে কত শক্তি আছে।

পুণ্য। তিলেক না ডরি তায়, আয় পাপমতি!
দুরাশার চিরগর্ব্ব চূর্ণ করি তোর।

পাপ। হ' তবে অগ্রসর নিজ অস্ত্র ল'য়ে,
অপাপা অপুণ্যা রণে হবে পৃথ্বী আজি।

[উভয়ের যুদ্ধের উপক্রম]

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও পাপ—পুণ্য! সহসা এ ভাবে
এ অনর্থ সমরের সূচনা কি হেতু?

পাপ। নাহি নিবারণ, প্রভো! করুন এ দাসে,
নাশিব পুণ্যের প্রাণ আজিকার রণে।

পুণ্য। পাপের অসার দর্প সহ্য নাহি হয়,
ঘুচাইব পাপ-নাম ধরা হ'তে আজ।

কৃষ্ণ। সম্বর' ক্রোধের বেগ, করি নিবারণ!
পাপ! পুণ্য! জ্ঞানশূন্য হয়েছ দুজনে?

অমর করিয়া দোঁহে করেছি সৃজন,
বিফল আকাঙ্ক্ষা উভয়ের প্রাণনাশে ।
যাবৎ জগতে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ,
যাবৎ এ বিশ্বে র'বে অস্তিত্ব জীবের,
যাবৎ মরুৎ, ব্যোম ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ,
তাবৎ তোমরা ভবে অমর অক্ষয় ।
কি হেতু, অবোধগণ ! এ প্রয়াস তবে ?

পাপ । স্বস্থানে প্রস্থান প্রভু করুন আপনি !
পুণ্যেরে নাশিতে আজি প্রতিজ্ঞা আমার ।

পুণ্য । দূরে থাকি উভয়ের দেখুন প্রতাপ,
অচিরে পাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করি আমি ।

কৃষ্ণ । শোন পাপ ! শোন পুণ্য ! যদি অহঙ্কারে
নাহি মান' নতভাবে আদেশ আমার,
ক্রোধে ভস্মসাৎ দোঁহে করিব এখনি,
কিম্বা করি অনুমতি চক্র সুদর্শনে
ছেদিয়া দোঁহার মুণ্ড, পাড়িব ভূতলে,
সৃজিব নূতন করি' পাপ পুণ্য পুনঃ ।

পুণ্য । [করযোড়ে] ক্ষম প্রভো ! এ দাসের অপরাধ ॥

পাপ । [করযোড়ে] বাঁচান দাসেরে প্রভো ! ক্রোধ-বহ্নি হ'তে ;
কহ কি আদেশ দাস করিবে পালন ?

কৃষ্ণ । হস্ত হ'তে অস্ত্র দোঁহে কর পরিহার ।

[পাপ ও পুণ্যের অস্ত্রত্যাগ]

আজ হ'তে নিরস্ত্র তোমরা চিরতরে ।
আর না করিও কভু যুদ্ধের উদ্যম ।

স্বজিয়াছি দোঁহাকারে, বিশ্বরাজ্যে মোর,
দিয়াছি করিয়া স্থান, কর তাহে বাস।
চলিনু এখন আমি গোলোক-ভবনে ;
সাবধান—হানাহানি না করিও আর।

[প্রস্থান।

পাপ। ভাল, পুণ্য, চল্ দোঁহে যাই মর্ত্তলোকে,
দেখাইব সেখানেতে উভয়ে প্রভাব।

পুণ্য। সম্মত তাহাতে আমি চল্ দেখি যাই,
কাহারে আদর করে মর্ত্তবাসী সব ;
কারে সযতনে স্থান্ দেয় নিজ পাশে।

পাপ। পরিচয় কোন স্থানে দিব না প্রথমে,
ছদ্মবেশে নিবাসিব যেখানেই যাই।

পুণ্য। যা তোর বাসনা আমি তাতেই প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্ষণপরে মোহকে লইয়া পাপের প্রবেশ।

পাপ। প্রিয় মোহ ! মোহিবারে মম ভক্তগণে
চল তুমি ধরাতলে সঙ্গেতে আমার,
দেখাইব অযোধ্যায় প্রভাব আমার,
চিরসাথী তুমি মোর—কর সহায়তা।
পুণ্যের প্রভাব যাতে খর্ব্ব হয় ভবে,
কর সদা সেই চেষ্টা ; চল দোঁহে মিলে
আমাদের চিরশত্রু পুণ্যেরে সদলে
দূর ক'রে ধরা হ'তে, রাজ্য করি সুখে।

মোহ। চিন্তা কিবা তায়, আমাদের প্রতাপেতে
কতক্ষণ র'বে পুণ্য কার্য্যক্ষেত্রে স্থির?
যেখানে পুণ্যের গতি করিব দর্শন,
সেখানে পাতিব গিয়া কুহক-আমার।
অচিরেই মনোভীষ্ট পূরিবে মোদের।

পাপ। চল তবে, বিলম্বেতে কাজ নাই আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

জ্ঞান ও পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য। শোন জ্ঞান! পাপ সনে ঘটেছে কোন্দল;
ল'য়ে নিজ সহচর মোহ দুরাশয়ে
চলেছে সে ধরাতলে দেখাতে প্রভাব।
চল তুমি, জ্ঞান, শীঘ্র অযোধ্যার মাঝে,
দেখাব জগত-লোকে পুণ্যের প্রভাব।
যাতে পাপ ধরামাঝে নাহি পায় স্থান,
যাতে লোকে পাপ নামে করে ঘৃণা বোধ,
কর তুমি সেই চেষ্টা করি' প্রাণপণ।
অহরহঃ পাপ-পথে মোহ-অন্ধকারে
দেখাও জ্ঞানের জ্যোতিঃ, ধ্বান্তভ্রান্ত জীব
আলো দেখে ধায় যথা ব্যস্তে তার দিকে—
সেই মত মোহ-অন্ধ মানব ধরায়
জ্ঞানের আলোক দেখে আসে যেন ছুটে।

জ্ঞান। নাশিতে পাপের গর্ব্ব লাগে কতক্ষণ?
পুণ্য-বৃক্ষাশ্রয় পেলে কোন্ জন ভবে,
পাপের আতপ-তাপ করিবে সম্ভোগ?

জ্ঞানের দর্শন পেলে আর কেবা তবে
মোহের বন্ধুর পথে করিবে ভ্রমণ ?
চল পুণ্য ! ধরামাঝে সঙ্গে গিয়ে তব
ঘুচাব পাপের কর্ম্ম, চিন্তা কিবা তায়।

পুণ্য। ওই বুঝি যায় পাপ মোহে সঙ্গে ল'য়ে ;
আমরা বিলম্ব তবে করিব না আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহ ও জ্ঞানের প্রবেশ।

গান।

মোহ।—(ভবে) দেখাব পাপের খেলা।
জ্ঞান।—দুরিতের দাপ ত্বরিতে বিনাশি বসাব পুণ্যের মেলা॥
মোহ।—সাধনার পথে রাখিব আঁধারে কামনা-বাগুরা পাতি।
জ্ঞান।—আমি ধীরে ধীরে গিয়ে সে তিমিরে ছড়াব বৈরাগ্য-ভাতি॥
মোহ।—মানবে মোহিতে, ছলনা সহিতে রাখিব কুহক-ভক্ষ্য।
জ্ঞান।—(আমি) বিবেকের বলে, না দিব সকলে, করিতে তাহাতে লক্ষ্য॥
মোহ।—হিংসার আতপ ছড়াব চৌদিকে, হবে সবে ঝালাফালা।
জ্ঞান।—(আমি) প্রীতির পবন করি' সঞ্চালন জুড়াব জীবের জ্বালা॥
মোহ।—লোভের কু-আশা-কুয়াসা সৃজিয়া ধাঁধিব জীবের নিত্য।
জ্ঞান।—(আমি) বিরতি-কিরণ-করি বিকীরণ দেখাইব পথ সত্য॥
মোহ।—পাপ-নায়কের অভিনয়-ভূমি ক'রে নেব এই বিশ্ব।
জ্ঞান।—(আমি) জ্ঞানাথি-অর্পণে দেখাব চরম দৃশ্য॥
মোহ।—আশার সাগরে লহরে সৃজিব ত্রিতাপ-বেলা।
জ্ঞান।—(আমি) শম দম-বোধে সন্তোষযোগে ভাসাব শান্তির ভেলা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার রাজসভা।

বাহু, মন্ত্রী, প্রতর্দ্দন আসীন।

বাহু। মন্ত্রিন্! রাজ্যের সমস্ত কুশল ত? প্রজাগণ সুখে আছে ত?

মন্ত্রী। আপনার অপক্ষপাত শাসনে আর অপ্রতিহত প্রতাপে অযোধ্যারাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। রাজবাসিগণ নিরুদ্বেগে জীবনযাপন কর্‌ছে। শত্রুগণ অবনতমস্তকে রাজ-আদেশ প্রতিপালন কর্‌ছে। সর্ব্বদা সহস্রকণ্ঠে মহারাজের যশোগীতি গীত হচ্ছে। তাতেই অনুমান হয়, রাজ্যে কোনরূপ অমঙ্গল নাই।

বাহু। সত্য ক'রে বল, কোন বিষয় গোপন ক'রো না।

মন্ত্রী। মহারাজ! সত্যই বল্‌ছি—রাজ্যে কোন অশান্তি নাই! আপনার ন্যায় প্রতাপে রুদ্র, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ, শীতলতায় চন্দ্র, ধৈর্য্যে ধরিত্রীর ন্যায় গুণসম্পন্ন নৃপতি যে রাজ্যের পালক, সে রাজ্যে যে নিষ্কণ্টক আনন্দপূর্ণ হবে, তা আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়?

বাহু। বিশেষতঃ তোমার মত বিদ্যায় বৃহস্পতি, বুদ্ধিতে শুক্র, জ্ঞানে গর্গের ন্যায় এরূপ বিচক্ষণ মন্ত্রী যে রাজার মন্ত্রণাদাতা; আর বীর্য্যে সূর্য্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরের ন্যায় এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতি যে রাজার অনন্যসহায়, সে রাজার রাজ্যে যে নিয়ত শান্তি-স্রোতঃ প্রবাহিত হবে, তাতে আর বৈচিত্র্য কি? আচ্ছা, চৌর্য্যাদি ভয়?

মন্ত্রী। নাই বলিলেই হয়; মহারাজের কঠোর শাসন-প্রভাবে শুধু চৌর্য্য কেন, কেহই কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে সাহস করে না।

বাহু। ভাল, রাজকর্ম্মচারিগণের কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় কি ?

মন্ত্রী। আমার অধীন রাজকর্ম্মচারিগণের আমি কোনই ত্রুটী দেখি না।

বাহু। সেনাপতি! তোমার ?

প্রত। আমার অধীন রাজপুরুষগণের কোন ত্রুটী লক্ষিত হ'লে সে বিষয় তদ্দণ্ডেই মহারাজের কর্ণগোচর হ'বে।

বাহু। হাঁ আমি এইরূপই চাই।

মন্ত্রী। তবে আমার বোধ হয়, সৈন্যগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্যে কিছু শিথিল হয়েছে।

প্রত। কখনই না; একথা যিনি ভাবেন, তাঁর ভ্রম। আমি সৈন্যগণের কোনই শৈথিল্য দেখি না। তবে এখন তারা শান্তভাবে অবস্থান করছে ব'লেই কিছু ধীর ব'লে অনুমান হয়; তাতে শৈথিল্য কি? সাগর যখন তরঙ্গায়িত হয়, তখন তার যে ভাব দেখা যায়, প্রভঞ্জনের বেগ হ্রাস হ'লে যখন আর তরঙ্গের হিল্লোল হয় না, তখন আর তার সে ভাব থাকে না; কিন্তু আবার বায়ু বেগের সঙ্গে সঙ্গেই তারও সেইরূপ ভাব প্রকাশ পায়।

বাহু। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। ধীর থাক্, তাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে কার্য্যকালে যোগ্যতা দেখালেই হ'ল।

প্রত। সৌদামিনী শীতঋতুতে অদৃশ্য থাক্‌লেও বর্ষায় সে যেমন অবশ্যই নিজরূপ প্রকাশ করে, সৈন্যগণ এখন এরূপ শান্তভাবে অবস্থান কর্‌লেও যখন কোন বিগ্রহ উপস্থিত হবে, তখন তারা সেইরূপ বিক্রমেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে; সেইরূপ উদ্যমেই মহারাজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন্ কর্‌বে।

বাহু। তোমার ন্যায় সর্ব্বদর্শী সেনাপতি যাদের নায়ক, তারা যে চিরকালই কর্ত্তব্যকুশল কার্য্যোদ্যমী থাক্‌বে, তা আমি জানি! তবে দৃষ্টি রেখো, যাতে তারা অলস বা অকর্ম্মণ্য না হয়, তাতে সর্ব্বদা সতর্ক থেক। বলা যায় না, সময়ের পরিবর্ত্তনে, অভ্যাস অভাবে কর্ম্মঠও অলস হয়, সাহসীও ভীরু হয়।

প্রত। যে নির্ভীক্ সৈন্যগণের প্রচণ্ড বিক্রমে আজ সসাগরা পৃথিবীর উপর মহারাজের আধিপত্য, তাদের প্রতি এরূপ সন্দিহান হওয়া আপনার ন্যায় সুবিবেচকের কর্ত্তব্য নয়।

বাহু। না—না সেনাপতি! অসন্তুষ্ট হ'য়ো না, সন্দেহ কর্‌ছি না। অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান বা বায়ু সঞ্চালন না কর্‌লে তার তেজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে আসে। তাই তোমায় বল্‌ছি, তুমি সৈন্যগণের প্রতি তোমার সতর্ক-দৃষ্টি রেখো। আমি সৈন্যপরিচালনার ভার একমাত্র তোমাকেই প্রদান করেছি। সামরিক কার্য্য-বিভাগে তুমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তোমার অনুরোধক্রমেই আমি অমরসিংহেকে তোমার সহকারী পদ প্রদান করেছি। বর্ষে বর্ষে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে দিয়েছি। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত আর কোন স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা আছে কি?

প্রত। না, আর কোথাও দুর্গনির্ম্মাণের আবশ্যকতা নাই। স্থানে স্থানে যেরূপ কৌশলে দুর্গ স্থাপিত হয়েছে, তাতে এখন ত নয়ই, ভবিষ্যতেও এ রাজ্যে আর কখনও শত্রু আক্রমণের ভয় থাক্‌বে না।

বাহু। মন্ত্রী! রাজ্যে কোথাও জলাভাব আছে?

মন্ত্রী। না, স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান হয়েছে।

বাহু। রাজস্ব-বিভাগে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, না!

বাহু। ব্যাধির প্রকোপ ?

মন্ত্রী। নাই বল্‌লেই হয়।

বাহু। কেহ রাজ-নিন্দা করে ?

মন্ত্রী। না।

বাহু। হাঁ, এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা মন্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। আমি রাজ্যের সমস্ত ভার একরূপ তোমাদের প্রতিই ন্যস্ত করেছি। যাতে রাজত্বে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তোমাদের সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করা উচিত। তাতে শুধু সুনাম নয়, মহাপুণ্য হয়। ভাল, রাজ্যে কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্র নাই ত ?

মন্ত্রী। যে রাজার রাজ্য এরূপ সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত, এরূপ সতর্কতায় শাসিত, সে রাজার রাজ্যে ষড়্‌যন্ত্র কর্‌তে কোন্ মূর্খ সাহসী হবে ?

বাহু। দেখ মন্ত্রিন্! আমি প্রবল শত্রুর শত্রুতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ষড়্‌যন্ত্রকে অধিক ভয় করি। প্রকাশ্য দাবানলে যত না ক্ষতি হয়, গুপ্ত স্ফুলিঙ্গ হ'তে তদধিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। তুমি এ বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ্‌বে! লোকের মনের গতি স্থির করা দেবতারও অসাধ্য। তুমি যাকে সরল ব'লে জ্ঞান কর, তার অন্তর হয় ত ভীষণ খলতায় পরিপূর্ণ। যদি এমন দেখ যে, কোন ভৃত্য বা মিত্র শঠতার সহিত কার্য্য কর্‌ছে, তবে আমার আদেশের অপেক্ষা না ক'রেই তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর্‌বে। তাকে তদ্দণ্ডেই রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেবে। আজ তোমাকে এরূপ ভাবে বল্‌বার কিছু কারণ আছে। দেখ মন্ত্রিন্! আমি বাহুবলে সমস্ত নৃপতির উপর আধিপত্য স্থাপন করেছি, সেনাপতি প্রতর্দ্দনের সহায়তায় অনেক রাজ্য জয় করেছি, আর আমার যুদ্ধবিগ্রহের সাধ নাই; এইবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম-

সুখ উপভোগ করব। কেন না, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে আমাকে অতি শীঘ্রই বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হবে। যতদিন সগর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, আর ততদিন আমি সংসারে আছি। তারপর সে উপযুক্ত হ'লেই তাকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে, আর প্রাণের দুহিতা শোভাকে সৎপাত্রে প্রদান ক'রে আমি চিরদিনের জন্য পরমার্থ-চিন্তায় মন সমর্পণ করব।

মন্ত্রী। এখন থেকেই সগরকে বেশ বুদ্ধিমান্ ব'লে বোধ হয়। ভবিষ্যতে সে আপনার সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

বাহু। চতুর চালকের হস্তে পরিচালিত হ'লে অন্ধজীব যেমন পথভ্রষ্ট হয় না, চঞ্চল তরীও শৃঙ্খলায় বাহিত হয়, তোমাদের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী-সেনাপতির উপদেশ প্রাপ্ত হ'লে, সে অবশ্যই বংশ-গৌরব-রক্ষায় কৃতকার্য্য হবে।

পাপ ও পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য। আসিয়াছি, মহারাজ! আমরা দুজনে,
তব রাজ্যে করিতে বসতি।
অনুমতি করহ মোদেরে—
কাহারে আশ্রয় দিতে মানস তোমার?

বাহু। তোমরা কে, অগ্রে আমায় পরিচয় দাও।

পাপ। পরিচয় দিব না এখন;
কার্য্যে পরে পরিচয় অবশ্য পাইবে।

বাহু। ভাল, তোমাদিগকে আশ্রয় দিলে প্রজার কি উপকার হবে?

পাপ। আমারে আশ্রয় দিলে, রাজ্যবাসী তব
মহানন্দে র'বে সদা বিলাস কৌতুকে।
সাধিবে সকল কার্য্য পরম উৎসাহে,
ডরিবে না গুরুতর যে কোন ক্রিয়ায়।

যাতে হবে আপনার অভীষ্ট-পূরণ,
যাতে হবে আপনার মনের হরষ,
অনা'সে করিবে তাহা নানা বুদ্ধি-বলে।

পুণ্য। আমারে আশ্রয় দিলে, রাজ্যবাসী তব
হবে সবে নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মভীরু অতি
বিলাস কৌতুক ত্যজি' দয়া তিতিক্ষায়
কঠোর সন্ন্যাসে কিম্বা বিষয়-বিরাগে
যাপিবে জীবন সদা নিশ্চিন্ত অন্তরে।

বাহু। তাই ত, দু'জনের যে রকম ভাব দেখ্‌ছি! একজনকে আশ্রয় দিলে প্রজাগণ সর্ব্বদাই নানারূপ কৌতুকে বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন কর্‌বে, আর একজনকে আশ্রয় দিলে বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ব্রত প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে বিরাগীর ন্যায় কালাতিপাত কর্‌বে, তবে এখন আমি কারেই বা আশ্রয় দিই! সংসারীর বিলাস বাসন সবই চাই; নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্যভাবে সংসার জনমানবশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়। আবার শুধু বিলাস কৌতুকের আনন্দই নির্ম্মল আনন্দ নয়। বৈরাগ্য, নিষ্ঠা প্রভৃতি না থাক্‌লেও রাজ্য কখন শান্তিপূর্ণ হয় না। আর জগতে সকলেই যে বিরাগী বা বিলাসী হবে, তাও অসম্ভব। তবে একজনকে আশ্রয় দিয়ে যে রাজ্যকে কেবল বিলাসস্রোতেই প্লাবিত করব বা আর একজনকে আশ্রয় দিয়ে সংসারকে নিষ্কাম বৈরাগ্যের মহাশ্মশানে পরিণত করব, তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে আমি দু'জনকেই আশ্রয় দিই।

পরমানন্দের প্রবেশ।

পরমা।— গীত।

একটা আঁধার, একটা আলো।
একটা মন্দ, একটা ভাল।

বাহু। পেরো! কি বল্‌ছিস্‌?

পরমা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

একটী সুধা, একটি গরল, কোন্‌টী খাবে বল।
একটী কুটীল, একটী সরল, কোন্‌ পথে-বা চল॥

বাহু। পাগল, উন্মত্ততার আবেশে যা' আসে মুখে তাই বকে!

পরমা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

একটীতে সুখ, একটীতে দুঃখ, সঙ্গে ল'য়ে এল।
একটী হাসায়, একটী কাঁদায়, কোন্‌টী বোঝ ভাল॥

প্রত। পেরো যেন সময়োপযোগী কথা বল্‌ছে ব'লেই, বোধ হয়।

পরমা — [পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ]

একটী সম্পদ্‌, একটী বিপদ্‌, কেউ সাদা কেউ কাল।
(এরা) দুভাবে দুজন এসেছে ক'রে কত ছল॥

[প্রস্থান।

বাহু। মন্ত্রি! তুমি কি বল, দু'জনকে আশ্রয় দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ কি না?

মন্ত্রী। আমার মতে তাই ঠিক।

প্রত। আপনি ইচ্ছা কর্‌লে আশ্রয় নাও দিতে পারেন।

বাহু। সেটা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নয়। ওরা যখন আমার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে এসেছে, তখন আশ্রয় দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। যাও আগন্তুকগণ! আমি তোমাদের উভয়কেই রাজ্যে অবস্থান কর্‌বার অনুমতি প্রদান কর্‌লাম।

[পাপ ও পুণ্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী ও সেনাপতি! আমি তোমাদের প্রতি যে সকল ভার সমর্পণ করেছি, স্থিরমনে শ্রবণ কর।

মন্ত্রী। মহারাজ কি তা হ'লে আজ থেকেই অবসর গ্রহণ কর্‌বেন?

বাহু। হাঁ, আজ থেকেই। তোমার প্রতি রাজস্ব আর বিচার-বিভাগের ভার অর্পণ কর্‌লেম। রাজ্যের আয়-ব্যয়-সুখ-সমৃদ্ধি তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বে। যে অপরাধে লোকের প্রাণদণ্ড বিহিত, কেবল সেই অপরাধের বিষয় আমার কর্ণগোচর কর্‌বে। কেননা সে দণ্ডে একমাত্র রাজারই অধিকার আছে। অবশ্য, তোমায় যে আমি সে অধিকার প্রদানে অসম্মত, তা নয়; তবে এরূপ বিচার রাজার অজ্ঞাতে সাধিত হ'লে লোকে রাজধর্ম্মের নিন্দা কর্‌বে। তদ্ভিন্ন অপরাপর সকল অপরাধের বিচারই তুমি নিজে সম্পন্ন কর্‌বে। প্রতর্দ্দন! তোমার প্রতি সৈনিক-বিভাগের সকল ক্ষমতা অর্পিত হ'ল। সেনা-বিভাগের তুমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা রইলে। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে যে কোন সেনা বা সেনানীকে অপরাধের লঘুগুরুত্ব হিসাবে দণ্ড দিতে বা কর্ম্মচ্যুত কর্‌তে অধিকারী হ'লে। ফলকথা, সৈনিক-বিভাগের সমস্ত কার্য্যই তোমার আদেশে পরিচালিত হবে। সেনা সেনানী সকলেই তোমার আজ্ঞাধীন রইল।

প্রত। দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আস্‌ছেন।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।— গান।

(সবে) বদনে সদা হরি বল।
তরিতে ভবনদী, হরিতে পাপ-ব্যাধি,
ও নাম নিরবধি, জীবের সম্বল॥
সত্য-প্রেমযোগে, চিত্ত-অনুরাগে,
নিত্যময়ে ডাক তত্ত্ব-গুণ-রাগে,
অনিত্য মায়াত্যাগে, আমিত্ব-বিরাগে,
প্রমত্ত প্রেমানন্দে অবিরল।

বাসনা-ঝঙ্কারে রসনা-নিক্কণে,
ঘোষণা কর হরিনাম প্রতিক্ষণে,
ভাবের পলকে মাতাও অনুক্ষণে,
ভক্ত ভাবগ্রাহী ভাবুক সকল॥

বাহু। আসুন, আসুন, দেবর্ষি! আসুন প্রণাম করি।

[সকলের প্রণাম]

নারদ। কল্যাণমস্তু।

বাহু। দেবর্ষি! আপনাদের অনুগ্রহে আমার সংসার আনন্দময় হয়েছে। আমি পুত্র-কন্যারত্ন লাভ ক'রে আপনাকে ভাগ্যবান্ ব'লে জ্ঞান করেছি। আলো না থাক্‌লে গৃহ যেমন অন্ধকার দেখায়, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় না হ'লে আকাশ যেমন তমসাচ্ছন্ন থাকে, এতদিন পুত্র-কন্যা না থাকায় আমার সংসারও তেমনি নিরানন্দ ব'লে বোধ হচ্ছিল; আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি অতীত সময়েও পুত্র কন্যার মুখ দর্শন ক'রে পরম সুখী হয়েছি।

নারদ। পুত্র-কন্যা গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ। সরোবরে পদ্ম বিকসিত না হ'লে সরোবরের যেমন সৌন্দর্য্য হয় না, সংসারে পুত্র-কন্যা না থাক্‌লে সংসারও তেমনি শোভাহীন অরণ্য ব'লে বোধ হয়। শুধু তাই নয়, পুন্নাম নিরয়-হ্রদে পুত্রই মানবের নিস্তার-তরণী। মহারাজ! পুত্র-কন্যা লাভ কর্‌বার জন্য তুমি অনেক নরনির্জ্জরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়েছ; সেই আশীর্ব্বাদেই আজ তোমার সর্ব্বগুণবান্ পুত্রলাভ ঘটেছে। গরলেও যখন তার অনিষ্ট হয় নি, তখন বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাগ্যবান্ পুত্র সগর কর্ম্ম-গৌরবে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার কর্‌বে। সগর হ'তে জগতের কোন এক অলৌকিক কাণ্ডের সংঘটন হবে।

বাহু। আমি অভিলাষ করেছি, কিছুদিন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ কর্‌বার পর সগরকে রাজ-পদে অভিষিক্ত ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌ব। আমার সে সময়ও হয়েছে। সময়ে পুত্রলাভ ঘট্‌লে এতদিন অবশ্যই আমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কর্‌তাম, কিন্তু যতদিন সগর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, এখনও আমায় বাধ্য হ'য়ে ততদিন সংসারে অবস্থান কর্‌তে হবে।

নারদ। বানপ্রস্থ অবলম্বনই নৃপতিদের শেষজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ঈশ্বরের কৃপায় বাহুবলে আজ তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর। তুমি যা' কর্‌বে, ভবিষ্য নৃপগণের তাই আদর্শ হবে। তবে যতদিন সগর রাজধর্ম্মে শিক্ষিত না হয়, ততদিন তোমার অপেক্ষা করা উচিত। কেননা, অযোগ্য অবস্থায় পুত্রকে রাজদণ্ড প্রদান কর্‌লে রাজ্যের মহা অমঙ্গল সংঘটিত হ'তে পারে। আর সেই সব শ্রুতিগোচর হ'লে তোমারও যোগ-সাধনার অভিনিবেশ ভঙ্গ হওয়া সম্ভব।

বাহু। আমি এখন থেকেই নিজে সগরকে সরল রাজনীতি সকল শিক্ষা দিচ্ছি। সে এই অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করেছে। স্থির করেছি, বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি সকল শিক্ষা দেবার জন্য তাকে কুলগুরু বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ কর্‌ব।

নারদ। হাঁ, তিনিই তোমাদের কুলগুরু। শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁর হস্তে সমর্পণ কর্‌লে সগর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকল বিদ্যায় বিদ্বান্ হ'তে পার্‌বে।

বাহু। দেবর্ষি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; ভূত, ভবিষ্যৎ সকলই জানেন। সগরের লক্ষণ দেখে তার ভবিষ্য জীবন কিরূপ ব'লে বোধ হয়?

নারদ। সকল নৃপতির যেরূপ হ'য়ে থাকে, তার ভবিষ্য জীবনও সেইরূপ। লক্ষণে বোধ হয়, সগর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হবে, তার

প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত কম্পিত থাক্‌বে। কিন্তু প্রথম জীবনেই সে কোন অরাতি-সঙ্কটে পতিত হবে। তবে দৈবানুগ্রহে নিজের গুণে সে সঙ্কট হ'তে সে সহজেই উদ্ধার লাভ কর্‌বে। তার বংশ হ'তে জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সংঘটন হবে।

প্রত। সে কি, ঋষিরাজ?

নারদ। তা এখন বলা যায় না।

বাহু। আশীর্ব্বাদ করুন, সে যেন চিরকালই শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়। দেবর্ষি! এরূপ সময়ে এখানে পদার্পণ করায় আপনার কোন উদ্দেশ্য আছে কি?

নারদ। যোগে দেখ্‌লাম—একখণ্ড বিপদ্-মেঘ কুচক্র-বায়ুভরে অযোধ্যার দিকে উড়ে আস্‌ছে। এরূপ কুলক্ষণ দর্শন ক'রে মন আমার বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে, তোমাকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য এখানে এলাম, নতুবা আর আমার অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নাই।

বাহু। দেবর্ষি! তাতে কি আমাদের রাজ্যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটা সম্ভব?

নারদ। ঘট্‌তেও পারে, সাবধান থাক্‌লে নাও ঘট্‌তে পারে। মানবের ভাগ্য-গগনে কখন যে কিরূপ ঝঞ্ঝার আবির্ভাব হয়, তা' কে বল্‌তে পারে? আকাশে রাহু-কেতু-উল্কা প্রভৃতি অমঙ্গল উদয়ের মত মানবের অদৃষ্টেও শোক—তাপ—বিপদ্ প্রভৃতি অনর্থের প্রতিনিয়ত উদয়-অনুদয় হচ্ছে—কেই বা তার সন্ধান রাখে!

বাহু। ঋষিরাজ! অপরিচিত দুই ব্যক্তি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাদিগকে রাজ্যে অবস্থান কর্‌বার অনুমতি প্রদান করেছি।

নারদ। পরিচয় গ্রহণ না ক'রে তাদিগকে রাজ্যে আশ্রয় দিয়ে তুমি বড় ভাল কাজ কর নি।

বাহু। তাদের দ্বারা কি কোন অনিষ্ট হবে?

নারদ। বলা যায় কি! কার মনে কি আছে, তা ত তুমি জান না।

বাহু। আমি ইচ্ছা করলে তাদিগকে রাজ্যে অবস্থান করতে না-ও দিতে পারি।

নারদ। আর কি তারা তোমায় দর্শন দেবে? কোশলরাজ! এ কথা স্থির জেনো, বিশেষ বিবেচনা না ক'রে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করলে তাতে অশুভই ঘটে থাকে। যাক্, সে কথা এখন ছেড়ে দাও। আমি তোমার পুত্রকে কোন শিক্ষা বা দীক্ষা প্রদান করতে ইচ্ছা করি, তুমি তাকে আমার নিকটে নিয়ে আস্‌বার আদেশ প্রদান কর।

বাহু। ঋষিরাজ! আপনি আমার পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করবেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য! সগর বোধ হয় অন্তঃপুরে আছে; আসুন, বিশ্রামাগারে আপনার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে আমি নিজেই এনে তাকে এখনই আপনার হস্তে সমর্পণ করছি।

জনৈক চোরকে ধৃত করিয়া অমরসিংহের প্রবেশ।

অমর। মহারাজ! এ দুর্ব্বৃত্ত চোর, চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত, দণ্ডের আদেশ প্রদান করুন।

চোর। [করযোড়ে] আজ্ঞে, আমি জীবনে কখনও চুরি করি নি; আমি এইমাত্র রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলুম, সেখানে কার একটা জিনিষ প'ড়েছিল, কে দুজন অচেনা লোক এইদিক্ থেকে সেই পথে যাচ্ছিল, তাদের একজন আমাকে বললে, "বোকা! দেখ্‌ছিস্ কি? জিনিষটা নিয়ে নে।" আর একজন বললে, "নিস্ নে, ধরা পড়্‌বি।" আগেকার

লোকটা বল্লে, "কেউ দেখ্‌তে পাবে না, নিয়ে পালিয়ে যা"। আমি তার কথায় জিনিষটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময়ে প্রহরীরা আমাকে ধ'রে সেনাপতি মহাশয়ের হাতে তুলে দিলে।

নারদ। যে দুজনকে তুমি রাজ্যে অবস্থান কর্‌বার অনুমতি প্রদান করেছ, তাদেরই একজনের প্ররোচনায় অবোধ চৌর্য্যপাপে লিপ্ত হয়েছে।

বাহু। মূর্খ! জানিস্ না, এ পাপে কি শাস্তি?

চোর। আমি আর কখনও এমন কাজ কর্‌ব না, আমায় ক্ষমা করুন।

বাহু। অমর, একি আর কখনও কোন অপরাধ করেছে?

অমর। আজ্ঞে না।

বাহু। যা, এবার আমি তোরে ক্ষমা কর্‌লাম; পুনর্ব্বার চুরি কর্‌লে কঠিন দণ্ড প্রদান কর্‌ব।

[চোরের প্রস্থান।

মন্ত্রী! সেনাপতি! সভা ভঙ্গ ক'রে তোমরা স্বস্থানে যাও। দেবর্ষি আসুন!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর

অনীতা আসীনা।

অনীতা। বিফল কৌশল সমুদয়!
সাধ ভক্ষণের কালে, লোকে নাহি জানে,
বিষ দিনু খাদ্যের সহিত,
না হইল গর্ভপাত, সপ্তবর্ষপরে
প্রসবিল সপত্নী সন্তান-সুকুমার।
স-গরল জনম বলিয়া
নাম তার হইল সগর।
যখনি শুনিনু কর্ণে প্রসবের কথা,
তখনি শিরেতে মোর হ'ল বজ্রাঘাত;
ফুরাইল চিরতরে অন্তরের আশা,
দেখিতে দেখিতে শিশু দ্বিগুণ বাড়নে
অষ্টম বৎসরে এবে কৈল পদার্পণ।
আর কিছুদিন পরে শুভদিনে কোন
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে সগর।
জননী সুনন্দা তার হবে রাজমাতা;
পরম আনন্দে র'বে সন্তানের সহ।
আর আমি অভাগিনী—বিধি বাম মোরে—
দাসীর সমান থাকি এ রাজ-সংসারে

হৃদে সহি চিরপুষ্ট হিংসার অনল,
মনস্তাপে বহিব এ হেয় দেহভার।
সুনন্দারে সকলেই 'রাজমাতা' ক'বে,
দাস দাসী সবে তার হবে অনুগত;
অধীনা ভাবিয়া কেহ অবজ্ঞায় কভু,
ফিরেও না চাবে একবার মোর পানে?
শোভা মম জ্যেষ্ঠা কন্যা সংসার-মরুতে
সেই ত রাজার পূর্ণ আনন্দ-লতিকা,
তারে বঞ্চি' রাজপদ কনিষ্ঠ সগরে,
এ বিচার—অবিচার—একান্ত অন্যায়!
হেন রাজ-বিধানেরে ধিক্ শতবার!
যেই মূর্খ স্বার্থপর কপট বঞ্চক
রচিল এ হেন পক্ষপাত রাজ-বিধি,
পাইলে সাক্ষাৎ কভু, মূর্খতা নির্দ্দেশি'
করিতাম মুখে তার শত পদাঘাত।
প্রথম সন্ততি শোভা, জ্যেষ্ঠ সগরের;
ন্যায্য মত এই রাজ্য শুধু প্রাপ্য তারি।
সেই হবে কাঙ্গালিনী, সগর ভূপতি,
ওহো, সহস্র ভুজঙ্গে যেন দংশে কলেবর!
আমি বিদ্যমানে দিব না তা হ'তে কভু!
জানাব রাজারে স্পষ্ট মনোভাব মোর;
তায় যদি নরপতি করে অবহেলা—
দাবাগ্নিরূপিণী হ'য়ে অতি আহ্লাদের
সংসার-কানন তাঁর করি' ছারখার

জুড়াইব তবে মম জীবনের জ্বালা।
কিছুদিন অপেক্ষায় থাকি,
দেখা যাক্ কি হ'তে কি হয়।

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। বড় মা! ফুল এনেছি।

অনীতা। এনেছিস্ বটে, কিন্তু আজ আমার মনের গতি তত ভাল নয়।

মালিনী। কেন, কি হয়েছে, মা?

অনীতা। সে কথা তোকে আর কি বলব? রাজসংসারের জটিলতা তুই কি বুঝ্‌বি?

মালিনী। কেন মা! আপনাদের সংসারে অভাব কি?

অনীতা। অন্য অভাব না থাক্‌লেও একটা জিনিষের সম্পূর্ণ অভাব।

মালিনী। সে কি, বড় মা?

অনীতা। সুবিচার।

মালিনী। সে কি মা! রাজসংসারে যদি সুবিচার না থাকে, তবে সুবিচার আর কোথায় থাক্‌বে? লোকের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আপনারাই করেন, তবে আপনাদের সংসারে আবার অবিচার!

অনীতা। মালিনি, সে বড় জটিল কথা। সে রহস্য ভেদ করা তোদের মত দরিদ্রার সাধ্য নয়। রাজভোগে, রাজরাণী হওয়ায় যে কি অশান্তি, কত যন্ত্রণা, তোরা তা কি বুঝ্‌বি?

মালিনী। রাণী মা! আপনাদের আবার অশান্তি! আমরা গরীব, এক মুঠো অন্নের কাঙ্গালিনী, জগতে আমরাই যত দুঃখের ভাগিনী।

অনীতা। অজ্ঞানে! আমি তোদের চেয়েও দুঃখিনী, তোদের চেয়েও তাপিনী।

মালিনী। বড় মা! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আজ আপনার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?

অনীতা। সপত্নীবিদ্বেষ।

মালিনী। কই, আমি একদিনও ত আপনার এমন ভাব দেখি নি?

অনীতা। আগুন কণা ছিল, ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করেছে। আজ থেকে আবার তাতে আহুতি পড়্‌ল।

মালিনী। বড় মা! যদি বল্‌তে বাধা না থাকে, তবে আমাকে বুঝিয়ে বলুন; আমি বড় সন্দেহে পড়্‌লুম। আপনার দেহ যেন দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে; বর্ণ—বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আপনার মুখের ভাব দেখ্‌লে মনে হয়, যেন অন্তরে কোন ব্যথা লেগেছে।

অনীতা। যে-সে ব্যথা নয়, কাঁটার ব্যথা নয়—শেলের ব্যথা! মালিনি, তুই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্‌, তোকে বল্‌তেও পারি, কিন্তু তুই নীচজাত, তায় অবলা, কি জানি—যদি সে কথা কারও কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলিস্‌!

মালিনী। বড়মা! আমাকে আপনি অবিশ্বাস্‌ করেন? আমি যে ছোটরাণীমার চেয়েও আপনাকে ভক্তি করি।

অনীতা। সে ভক্তি আর বেশীদিন থাক্‌বে না, সময়ের গুণে সবই লোপ পাবে।

মালিনী। বড় মা! অমন কথা বল্‌বেন না।

অনীতা। দেখ্‌, মালিনি! তোরা ভাবিস্‌ আমি বড় সুখিনী, অযোধ্যাপতির প্রধানা মহিষী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মত অনুতাপিনী আর নাই।

মালিনী। কেন রাণী-মা, মহারাজ কি আপনার প্রতি বিরাগ কর্‌ছেন?

অনীতা। মুখে না কর্‌লেও অন্তরে করেছেন—কার্য্যে করেছেন। তা না হ'লে আমাকে পথের ভিখারিণী ক'রে তাঁর সুনন্দাকে চিরসুখিনী কর্‌তে সাধ কেন ?

মালিনী। সে কি কথা! এমন অবিচারের কারণ কি ?

অনীতা। পক্ষপাতিত্ব, নৃশংস রাজধর্ম্ম পালন। আমি শুন্‌লাম, মহারাজ আজ রাজসভায় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম উপভোগ কর্‌বার পর সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে রাজ-পদ দিয়ে আমাকে পথের ভিখারিণী সাজিয়ে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌বেন।

মালিনী। সে কি, বড় মা!

অনীতা। রাজ্য, ধন পরিত্যাগ ক'রে বনে গিয়ে যোগসাধনা কর্‌বেন।

মালিনী। সগরকে রাজা ক'রে মহারাজ কি আপনাকে ধন-রত্ন থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন ?

অনীতা। প্রকাশ্যে না করুন—প্রকারান্তরে। বুঝে দেখ, সগর রাজা হ'লে সুনন্দা রাজমাতা হবে; দাস দাসী সকলেই তারই অনুগত থাক্‌বে, রাজ্য ধন তাদেরই করায়ত্ত হবে। অবশ্য মহারাজ যে আমাকে রাজভোগে বা রাজপুরীতে থাক্‌তে নিষেধ কর্‌বেন, তা নয়। তবে এই সব সহ্য কর্‌তে না পেরে কাজেই আমাকে রাজপুরী পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

মালিনী। আপনি না হয়, মহারাজের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বেন।

অনীতা। মালিনি! যে আমাকে অতুল ধন-রত্নের মধ্যে থেকেও সুখী করেনি, সে কি আমায় বনে নিয়ে গিয়ে সুখী কর্‌বে? ঐশ্বর্য্যের সুকোমল শয্যায় যদি সুখী হ'তে না পারি, তবে সন্ন্যাসের প্রস্তর-শয়নে কি সুখী হ'তে পার্‌ব ?

মালিনী। মহারাজ আপনার কাছে এমন কোন ভাব প্রকাশ করেছেন কি ?

অনীতা। তা না করলেও তাঁর ভাবগতিকে তা' বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। প্রথমতঃ দেখ—সুনন্দা পুত্র সন্তান প্রসব করা থেকে তিনি তার কাছেই অধিকক্ষণ থাকেন। তার পুত্রকেই আমার কন্যার অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন।

মালিনী। তাই ত! তবে কি করলে আপনি শান্তি পাবেন ?

অনীতা। ম'লে; আমার এই অনুতপ্ত দেহ আগুনে ভস্মীভূত হ'লে।

মালিনী। সে কি মা! অমন কথা কি বল্‌তে আছে!

অনীতা। মালিনি! আমি অপুত্রবতী হ'লে মহারাজ যখন আমার নিকট দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন আমি সানন্দে তাঁর সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—একা আছি, দুজন হ'লে পরম সুখে থাক্‌ব। তখন বুঝ্‌তে পারি নি যে, সপত্নী রাহুরূপে এসে আমার শান্তিশশীকে চিরতরে গ্রাস কর্‌বে! অমাবস্যারূপে আমার সুখের পূর্ণিমা-রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌বে - সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ-বীজ এনে আমার সর্ব্বাঙ্গে বপন কর্‌বে!

মালিনী। মহারাজকে পুনর্ব্বার বিবাহ কর্‌তে অনুমতি দিয়ে আপনি অন্যায় কাজ করেছেন।

অনীতা। স্বহস্তে গরল ভক্ষণ করেছি। শান্তি-কুসুমে সপত্নীরূপ কীটকে স্থান দিয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য নিজেই নষ্ট করেছি! জগতে রমণীর যতপ্রকার শাস্তি আছে, সকল শাস্তি অপেক্ষা সপত্নীত্বই কঠিন শাস্তি। এর চেয়ে বরং বৈধব্য-শাস্তি অনেকাংশে কোমল। সপত্নী-যন্ত্রণাই মর্ত্তে রমণীর নরকভোগ।

মালিনী। বলেন কি বড় মা! আপনার এত অশান্তি হয়েছে?

অনীতা। সে ভাব তোকে কথায় জানাতে পারি না। আমার প্রাণের যন্ত্রণা সেই ঈশ্বর জানেন। মালিনি! বজ্রাঘাত, নিদাঘের রৌদ্র-তাপ, অগ্নির দাহ-শক্তি, সব সহ্য হয়, কিন্তু সতীনের গর্ব্ববাক্য নিতান্ত অসহ্য!

মালিনী। কেন, ছোটরাণী-মা কি আপনাকে কর্কশ বাক্য বলেন?

অনীতা। এখন না বল্‌লেও দু'দিন পরে অবশ্যই বল্‌বে। রাজার জননী হ'লে সাপিনীর মত বাক্য-দংশনে দিবানিশি জ্বালিয়ে মার্‌বে। মালিনি রে! আমি বেশ বুঝ্‌ছি, এইবার আমার মহা দুর্দ্দশার দিন নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। মালিনি! আমার প্রাণের জ্বালা আর কত বল্‌ব।

মালিনী। তাই ত বড় মা! আমি ভাবি, গরীবের ঘরেই যত অশান্তি, তা এখন দেখ্‌ছি, রাজ-সংসারেও খুব অশান্তি আছে!

অনীতা। অশান্তি-কণ্টক পায়ে ফুটে নি জগতে এমন নর-নারী কেউই নাই। সপত্নীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে থাকার চেয়ে স্বামীসহ জীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করাও মহাসুখ। লোকে ধনীকে সুখী ভাবে, আমি কিন্তু বলি দরিদ্র-জীবনই সুখের জীবন। সপত্নী-বিদ্বেষভাগিনী রাণীর চেয়ে কুটীরবাসিনী ভিখারিণীও সুখিনী।

মালিনী। বড়মা! সগর-শোভাতে কিন্তু বড় ভাব। যেন দুটী এক বোঁটার ফুল।

অনীতা। এক বোঁটার ফুল—কোনটী আদরে আহরিত হ'য়ে রাজ-শয্যার শোভা বর্দ্ধন করে, আর কোনটী হয় ত বৃন্তচ্যুত হ'য়ে অযত্নে শুষ্ক হয়। সেই মত এই দুটী ফুলের একটী রাজ-আদরে আদরিত হ'য়ে চিরসুখে অবস্থান কর্‌বে, আর একটী অনাদরে মলিন হ'য়ে যাবে। মালিনি! আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে, তোর সেই গানটী গা'ত, মা!

মালিনী।— গান।

পোড়া বিধির নাই বিবেচনা।
সুখের কাজে করেছে সব, দুখের সূচনা॥
গন্ধে ভরা গোলাপ ফুলে কাঁটা দিলে কি ভুল ভুলে,
সুধা রাখ্‌লে স্বর্গে তুলে, ক'রে বঞ্চনা।
কীটকে রাখ্‌লে কুসুম-বাসে, চাঁদকে দিলে রাহুর গ্রাসে,
সোণার কমল জলে ভাসে, একি লাঞ্ছনা॥
মণি দিলে ফণীর শিরে, খনির মাঝে রাখ্‌লে হীরে,
আগুন দিলে অগাধ নীরে, হায় কি শোচনা।
মুক্তা র'য় শুক্তির উদরে, বজ্র থাকে নীরধরে,
পাষাণ হ'তে বারি ঝরে, কি ছার রচনা॥

অনীতা। মালিনি! তোর এই গানটী কোন ভাবুকের রচনা। পাণ্ডিত্য না থাক্, মধুর ভাব আছে।

মালিনী। বড়মা, আমি তবে এখন আসি?

অনীতা। যাবার সময় মন্ত্রীকে একবার এখানে ডেকে দিয়ে যাস্। বলিস্, বড়মা তোমাকে অন্তঃপুরে ডেকেছে।

[মালিনীর প্রস্থান।

সগরের প্রতি বিদ্বেষ করা বৃথা। তার অপরাধ কি! সে এখন রাজার হাতের খেলার পুতুল; তাকে যেমনভাবে নাচাবে, সে সেইরূপ-ভাবেই নাচ্‌বে; যেমনভাবে সাজাবে, তেমনি ভাবে সাজ্‌বে। রাজাই স্বার্থপর! রাজাই পক্ষপাতী!

সুনন্দার প্রবেশ।

অনীতা। সুনন্দা! মহারাজ কি এখনও অন্তঃপুরে আসেন নি?

সুনন্দা। কই, আমার কাছে ত যান্ নি; আমি ভেবেছিলাম, তোমার কাছে এসেছেন।

অনীতা। না, না, আমার কাছে আস্‌বেন কেন? আজকাল বরং তোর কাছেই তিনি বেশী থাকেন।

সুনন্দা। কই, আমি ত তা, বুঝ্‌তে পারি না।

অনীতা। আনন্দে থাকিস—লক্ষ্য রাখিস্‌ না।

সুনন্দা। আমার মনে হয়, যেন তিনি তোমার কাছেই অধিকক্ষণ থাকেন।

অনীতা। ওটা তোর লোক দেখান ন্যাকামী।

সুনন্দা। না, না দিদি! রাগ কর্‌ছ কেন? আমি ত রাগের কথা কিছু বল্‌ছি না।

অনীতা। নয়ই বা কিসে? মহারাজ তোর কাছে অধিকক্ষণ থাকেন, তা' কি তুই জানিস্‌ না? আজ কাল তাঁরও আর আমার প্রতি তত অনুরাগ নাই।

সুনন্দা। তবে তিনি কার প্রতি এত অনুরাগী?

অনীতা। ঈশ্বর জানেন।

সুনন্দা। দিদি! ঠিক কথাই বটে; আজকাল তাঁর মন যেন সর্ব্বদা উদাসীর মত দেখি। তিনি আর আগেকার মত বেশী বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন, "বয়স হ'য়েছে, সংসারের কোলাহল-কলরব আর ভাল লাগে না।"

অনীতা। তোকে তবু এত কথা বলেন, আমায় ত কিছুই বলেন না।

সুনন্দা। কেন দিদি, তাঁর সঙ্গে কি তোমার মনোমালিন্য ঘটেছে?

অনীতা। তাঁর মনের ভাব আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌ব? সুনন্দা! আমার সম্বন্ধে তিনি তোকে কিছু বলেন না কি?

সুনন্দা। না; আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না। তোমার

প্রতি তাঁর কোন বিরাগভাব ত দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু তাঁর মন যে আগেকার চেয়ে কিছু চঞ্চল হ'য়েছে, এটা ঠিক।

অনীতা। তিনি কি তোর সঙ্গেও ভালরূপ কথাবার্ত্তা ক'ন্ না?

সুনন্দা। আগেকার মত না; তবে আমার সগরকে বড় ভাল-বাসেন।

অনীতা। [স্বগত] সগরকে ভালবাস্‌লে তার মাকে ভালবাসে বই কি! [প্রকাশ্যে] আমার শোভাকে?

সুনন্দা। হাঁ, শোভাকেও।

অনীতা। তবে বোধ হয়, সগরের মত নয়?

সুনন্দা। তিনি যখন পিতা, তখন পুত্র-কন্যা দুজনকেই সমান স্নেহ করেন। ঐ বুঝি মহারাজ তাদিগে নিয়ে এইখানে আস্‌ছেন।

সগর ও শোভাকে ক্রোড়ে লইয়া বাহুর প্রবেশ।

বাহু। কে বলে রে শশী আকাশেই আছে, আর কোথাও নাই! কে বলে সুধা স্বর্গেই মিলে, আর কোথাও মিলে না! শশী আকাশেও আছে—ভূতলেও আছে। সুধা স্বর্গেও থাকে—মর্ত্তেও থাকে। এই দেখ, আমার কোলে আজ পূর্ণশশীর উদয় হয়েছে। সেই শশীর বদন-মণ্ডল হ'তে দিবানিশি বচনামৃত বর্ষিত হচ্ছে। এ শশীর সঙ্গে আকাশের শশীর তুলনা চলে না। কেননা, সে শশীর অভ্যুদয় আছে, সে শশী কলায়-কলায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমার এ শশীর অভ্যুদয় নাই, কলায় কলায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সে শশী সমল, এ শশী অমল। সে চাঁদে শোভা আছে, আমার সগর-চাঁদেও শোভা আছে। তবে এ শোভায় আর সে শোভায় অনেক প্রভেদ। সে শোভা চাঁদের উদয়ে প্রকাশ পায়, আমার এ শোভা চাঁদের আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সে চাঁদের আর সে

শোভার উদয়ের সময় আছে ; সে চাঁদ কেবল নিশীথেই প্রকাশ পায় ; আমার এ চাঁদের আর এ শোভার প্রকাশের সময় নাই, দিবানিশি পূর্ণভাবে প্রকাশিত আছে। চিরকাল সংসারকে বারিহীন মরুভূমি ব'লে বর্ণনা করেছি ; এখন জান্‌ছি, পুত্রকন্যাই তাতে সুশীতল জল। অশান্তি অনুতপ্ত মানব-চাতককে শান্ত কর্‌বার জন্য বিধাতা অপত্যরূপ বারিধারা সৃজন করেছেন। অনীতে! দেখ দেখি, আজ আমার কত আনন্দ! আমার যুগল অঙ্কে সগর-শোভার কত শোভা! যাদের জন্য বিরলে ব'সে কত সাধনা করেছি, কত দেবদেবী পূজেছি, নিরাশা-তমসাচ্ছন্ন বাহু-আকাশের বক্ষে আজ তারা শশী-শোভারূপে কেমন শোভিত হয়েছে! পুত্র-কন্যারূপ পারিজাত-কুসুম না থাকায় আমার সংসার-উদ্যান সৌন্দর্য্য-বিহীন প্রান্তর ছিল ; দেখ দেখি, আজ সেই প্রান্তর কেমন নন্দনকাননে পরিণত হয়েছে! এতদিনের পর আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে।

সগর। বাবা! আপনি কাকে বেশী ভালবাসেন, দিদিকে না আমাকে?

বাহু। সগর, তোমার এরূপ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার কারণ কি?

সগর। বড় মা বলেন, আপনি আমাকে বেশী ভালবাসেন।

বাহু। না, আমি শোভাকে বেশী ভালবাসি। ছিঃ অনীতে! বালকের কাছে এরূপ কথা বলে? এ সব কথায় মনে বিদ্বেষ জন্মাবে যে!

অনীতা। না, না, আমি কৌতুক করেছিলাম।

বাহু। এমন অসংলগ্ন কৌতুকে আবশ্যক কি? সুনন্দা! দেবর্ষি নারদ এসেছেন, তিনি সগরকে নীতি শিক্ষা দিবেন। তুমি শীঘ্র ক'রে সগরকে কিছু খাইয়ে দাও।

সুনন্দা। আয় সগর! খাবি আয়।

[সগরকে লইয়া প্রস্থান।

অনীতা। মহারাজ! আমি শুন্‌লাম, আজ থেকে না কি আপনি রাজকার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন?

বাহু। হাঁ।

অনীতা। রাজকার্য্য পরিচালনার ভার কাকে অর্পণ করেছেন?

বাহু। মন্ত্রীকে আর সেনাপতি প্রতর্দ্দনকে।

অনীতা। আপনার এত শীঘ্র অবসর গ্রহণের কারণ কি?

বাহু। আমি কিছুদিন বিশ্রামসুখ উপভোগ কর্‌বার পর প্রাণাধিক সগরকে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌ব।

অনীতা। আর আমার শোভাকে?

বাহু। কোন সৎপাত্রে সমর্পণ কর্‌ব।

অনীতা। [স্বগত] মিথ্যা নয়, যা' শুনেছি সমস্তই সত্য। [প্রকাশ্যে] কেন, শোভাকে সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী কর্‌লে হয় না?

বাহু। পুত্র বর্ত্তমান্ থাক্‌তে কন্যাকে রাজপদ প্রদান্ করা ন্যায়-সঙ্গত নয়।

অনীতা। কেন, শোভাও ত আপনার কন্যা, বিচারমত রাজপদ তারই প্রাপ্য। এক বৃক্ষের দুটী শাখা কেউ অধিক রসের ভাগী হবে, এ কোন্ ধর্ম্ম?

বাহু। ছিঃ অনীতা! অজ্ঞানের বশে সনাতন রাজধর্ম্মের নিন্দা ক'রো না।

অনীতা। শোভাকে রাজপদ প্রদান কর্‌তেই বা বাধা কি?

বাহু। শোভাকে রাজপদ প্রদান কর্‌লে রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হবে। নৃপতিগণ আমাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদ ব'লে উপহাস কর্‌বে। রাজ্যভার বহনের শক্তিতে জগদীশ্বর কেবল পুরুষকেই শক্তিমান্ করেছেন, রমণী তাতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শোভা। না মা! আমার কথা ছেড়ে দাও, সগরই রাজা হবে।

অনীতা। এটা আপনার পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্বের ফলে সুনন্দা চিরসুখিনী হবে, আমি কাঙ্গালিনী হব।

বাহু। কেন?

অনীতা। সগর রাজা হ'লে সুনন্দাই রাজমাতা হবে। রাজ্য, ধন, জন সমস্তই তারই হস্তগত হবে।

বাহু। তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষী, সগর অবশ্য তোমাকেও আবশ্যকমত ধনরত্ন প্রদান কর্‌বে।

অনীতা। সগর কর্‌বে! আপনি ত তার কোন উপায় ক'রে যাচ্ছেন না?

বাহু। অনীতা! তোমার মনে আজ এরূপ অসংযুক্ত ভাবের আবির্ভাব দেখ্‌ছি কেন?

অনীতা। সগর আর সুনন্দার প্রতি আপনার সমধিক স্নেহ আর অনুরাগ দেখে, আমি আমার শোভার ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি

বাহু। তুমি সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর বাহুর ধর্ম্মপত্নী, তোমার আবার চিন্তা কি? আর সগর বা সুনন্দার প্রতি আমার অধিক অনুরাগ, এ ভ্রান্ত ধারণাকে তুমি কি জন্য হৃদয়ে স্থান দিয়েছ? তুমি যদি এরূপ কুভাব হৃদয়ে পোষণ কর, আমার অবর্ত্তমানে রাজ-সংসারে মহা অশান্তি সংঘটিত হবে। তাতে তোমারই পরিণাম নিদারুণ দুঃখময় হবে।

অনীতা। আপনি আজ বল্‌বেন কেন, তা' আমি অনেক দিন থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছি। [স্বগত] আমার অনুভবে আর কোন সন্দেহ নাই।

বাহু। বড় রাণি! আমার সংসার নিরাশা-সৈকত মরুভূমি ছিল, বিধাতার কৃপায় তাতে পুত্র কন্যা দুটী আনন্দ-পাদপ উৎপন্ন হয়েছে, এ দুটী যাতে চিরজীবি হয়, এখন ভগবানের নিকট সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা কর।

অনীতা। সে প্রার্থনা ত সর্ব্বদাই করছি; তবে আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার সংসার-মরুতে আমার শোভাই ত প্রথম আনন্দলতা, তবে তার অপেক্ষা আপনি সগরকে ভালবাসেন কোন্ বিচারে?

বাহু। আমি যে সগরকে শোভার অপেক্ষা ভালবাসি, তা' তুমি কিরূপে বুঝ্‌লে?

অনীতা। আপনি সর্ব্বদাই সগরের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। সগরকে একদণ্ড কাছ-ছাড়া করেন না।

বাহু। তাতে আমি সগরের প্রতিই অধিক স্নেহবান্, তোমার ও বিশ্বাস ভ্রম। সগরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌বার কারণ—আমার চারিদিকে শত্রু; কি জানি, কে কখন তার অনিষ্ট সাধন ক'রে আমার চির আশা-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করবে। তুমিও ত জান, সগর যখন গর্ভস্থ, তখন তাকে বিনাশ করবার জন্য জানি না কোন্ পাপমতি গোপনে সুনন্দাকে বিষ প্রদান করেছিল। অনীতা! আমার একমাত্র পুত্র সগর হ'তেই সূর্য্যকুল রক্ষা হবে; সেইজন্যই আমি তাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখি। আর ভবিষ্যতে সেই রাজদণ্ড গ্রহণ করবে, তাই নিকটে রেখে তাকে সময়ে সময়ে সরল রাজনীতি সকল শিক্ষা দিই।

অনীতা। বেশ, আপনি যদি আমার সকল কথাই উপেক্ষা করেন, তবে আমি আর এ রাজ-সংসারে থাকতে চাই না। শোভাকে নিয়ে বনবাসিনী হব।

বাহু। ওঃ! তোমার মনে বিদ্বেষ জন্মেছে! বড় রাণি! ভবিষ্যৎ ভাব'। হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ো না। কোটরস্থ অগ্নি যেমন বৃক্ষকে দগ্ধ করে, অন্তরস্থ হিংসাও তেমনি মানবকে দাহ করে। তোমার ও আগুনে তুমি নিজেই দগ্ধ হবে, সগরের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। যাই, এখন সগরকে দেবর্ষির নিকট ল'য়ে যাই।

[প্রস্থান।

অনীতা। সন্দেহের কারণ কি আর!
স্বকর্ণে ত শুনিনু সকলি।
ভাল নরপতি!
দেখিব কিরূপে তুমি বঞ্চি' অনীতারে
সুখী কর প্রাণের মহিষী সুনন্দায়।
অবলা ভাবিয়া যদি কর উপহাস;
নহি আমি বুদ্ধিহীনা, স্ববুদ্ধির বলে
মুকুলে দলিব তব আশার কুসুম।
জানাইব মনোভাব আর একবার,
তায় যদি নিরপেক্ষ বিচার না কর—
অলক্ষ্যে পশিয়া তব সাধের উদ্যানে
কালভুজঙ্গিনী-রূপে করিব দংশন।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। রাণী-মা কি হেতু মোরে ডেকেছেন আজ?

অনীতা। আছে কোন গোপনীয় কথা,
গোপনে বলিব চল।
যা শোভা, গৃহেতে তুই।

[সকলের প্রস্থা।।

ক্ষণপরে মন্ত্রী ও অনীতার পুনঃ প্রবেশ।

মন্ত্রী। কহি মনে ভয় মাতঃ!
এ হেন ঘৃণিত কার্য্য করিতে এ ভাবে।

অনীতা। নাহি ভয়—কেহ না জানিবে,
গোপনে গোপনে হবে সঙ্কল্প-সাধন।
নামে মাত্র র'ব আমি রাণী,
রাজকার্য্য রাজ্যভার তোমাতেই র'বে।

মন্ত্রী। কঠিন ব্যাপার! না পারি বলিতে
হয় কি না হয় সমাহার।
অন্তরে ভাবনা বড় হয়, মা! আমার—
পাছে কোনরূপে মহারাজ শুনেন এ সব।

অনীতা। রাজত্বের ভার তুমি পেয়েছ স্বকরে,
একে একে সবাকারে কর হস্তগত।
তারপর হ'লে পরে পূর্ণ আয়োজন,
জ্বালাও বিদ্রোহ-বহ্নি মুহূর্ত্ত ভিতরে—
জল দিতে নাহি যেন পায় অবসর।
মন্ত্রি! কত অবিচার ভাব' শোভার উপর—
কত প্রবঞ্চনা দেখ আমার সহিত!
কে পারে সহিতে ভবে হেন কুটীলতা?
বিহিত ইহার কিবা হয় সমুচিত?

মন্ত্রী। কিরূপে নির্ণয় তাহা করিব এখন,
অসাধ্য নরের কিছু নাহিক ধরায়।
অসম্পূর্ণ নহে কিছু চেষ্টায়—উদ্যমে।

অনীতা। চেষ্টা কর, অবশ্যই ফলিবে সুফল।
চেষ্টায় মানব লঙ্ঘে অসীম সাগর;
আমরা এ ক্ষুদ্র নদী নারিব লঙ্ঘিতে?
ভাসাও বুদ্ধির ভেলা,
হেলায় চলিয়া যাব কামনার পারে।

মন্ত্রী। করিব একান্ত চেষ্টা শোভার মঙ্গলে;
করিব প্রাণান্ত যত্ন আপনার তরে।

অনীতা। সাবধানে মনোভাব জ্ঞাপনিবে সবে,
কৌশলে বুঝিয়া অগ্রে অন্তরের গতি,
তবে এ গুপ্ত-মন্ত্রণা করিবে প্রকাশ।

গীতকণ্ঠে পরমানন্দের প্রবেশ।

পরমানন্দ।— গান।

এখানে আসিয়া, বিরলে বসিয়া,
করিছ হাসিয়া, মন্ত্রণা ভয়ানক।
না জান পাপাশয়, এত পাপ নাহি সয়,
নরকে প্রবেশয়, বিশ্বাস-হন্তারক।

অনীতা। পেয়ো! তুই কার আদেশে অন্দরে প্রবেশ কর্‌লি তুই কি জানিস্ না যে, এখানে প্রবেশ নিষেধ?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কি মোহ-আবেশে, নিষেধ প্রবেশে,
বোঝ মনোনিবেশে, কেবা আত্মীয়বেশে,
মুখে অমৃতভাষী, অন্তরে বিষরাশি,
সে যদি নহে দোষী, আমিই কি প্রতারক।

মন্ত্রী। আমি কোন বিশেষ কারণে এসেছি।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

তোমারো বিশেষ কারণ, আমারো বিশেষ কারণ,
নতুবা অকারণ, কে করে কালহরণ,
জান কি—কি কারণ, এ দেহে ঘটে মরণ,
সেই দিন কর স্মরণ, বড় বিপজ্জনক ॥

অনীতা। দেখ পেরো, তুই আজকাল কারো মুখের উপর কথা বল্‌তে ভয় করিস্ না। তুই সব কাজেই বাজে বকিয়ে মারিস্!

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

এ কথা যদি বাজে, কাজ কি বাজে কাজে,
প্রাণ হরে মেঘের বাজে, সে বাজে নাহি বাজে,
আমি যে বকি বাজে, শুনে তোর প্রাণে বাজে,
ঢোলে যে বোল্ বাজে, নহে সে অনর্থক ॥

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। রহস্য বিষম!
দেখা যাক্ ভাগ্যের প্রভাব।

[প্রস্থান।

শোভার প্রবেশ।

শোভা। মা, তোর এখনও কথা কওয়া শেষ হয় নি?

অনীতা। তুই আবার কি জন্য এলি?

শোভা। তুই এতক্ষণ ধ'রে কি কথা কইছিলি?

অনীতা। তোরই কথা। থাক্, তোর তা শুনে কাজ নাই—কি খাবি চল্।

[প্রস্থান।

[ঐকতান বাদন]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিক্ষাগার।

নারদ ও সগর আসীন।

নারদ। এই নিভৃত কক্ষেই তোমায় শিক্ষা আর দীক্ষা দান কর্‌ব। বল সগর, তুমি কোন্ নীতি শিক্ষা কর্‌বে?

সগর। বাবা যে নীতি-শিক্ষা দিতে বলেছেন।

নারদ। জগতে অনেক প্রকার নীতি আছে। যেমন রাজনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞাননীতি, ধর্ম্মনীতি।

সগর। এর মধ্যে যে নীতি আগে শেখা প্রয়োজন, আপনি আমাকে সেই নীতিই শিক্ষা দিন্।

নারদ। তা হ'লে অগ্রে তোমায় জ্ঞাননীতি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কেন না, প্রথমে জ্ঞানলাভ না কর্‌লে অন্য নীতি শিক্ষা করা সহজ হয় না। জ্ঞাননীতির পর সমাজনীতি, সমাজনীতির পর রাজনীতি, তার পর ধর্ম্মনীতি। এক হিসাবে এ সব যেন স্তরে স্তরে সোপানরূপে সাজান আছে। শিক্ষারূপ গৃহে প্রবেশ কর্‌তে হ'লে এইগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম কর্‌তে হয়। তবে সগর, তোমার ন্যায় বালকের পক্ষে এ সব নীতি কিছু কঠিন।

সগর। জ্ঞাননীতি কি?

নারদ। পিতামাতার সেবা, গুরুজনকে ভক্তি ভাইভগ্নীর প্রতি ভালবাসা, এই সব।

সগর। সমাজনীতি ?

নারদ। সামাজিক ব্যাপার শিক্ষা, সমাজ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ।

সগর। রাজনীতি ?

নারদ। কিরূপে রাজ্য পালন কর্‌তে হয়, প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্‌তে হয়, কি উপায়ে শক্রগণকে বশে রাখ্‌তে হয়, কোনরূপ অরাতি-সঙ্কটে কি ভাবে রাজ্য-তরণীর কর্ণচালনা কর্‌তে হয়, এই সব শিক্ষাই রাজনীতি।

সগর। আর ধর্ম্মনীতি ?

নারদ। প্রৌঢ়তার শেষে বৃদ্ধদশায় পরকাল চিন্তাই ধর্ম্মনীতি।

সগর। আমাকে কি এ সবই শিক্ষা কর্‌তে হবে ?

নারদ। হাঁ, রাজ্যশাসন কর্‌তে গেলে, তোমাকে এগুলি অবশ্যই শিক্ষা কর্‌তে হবে। শুধু এগুলি কেন,—এই সব নীতিরও আবার অনেক উপনীতি আছে, একে একে সেগুলিও শিক্ষা করতে হবে। আর দীক্ষার কথা অন্যরূপ।

সগর। সে কি ?

নারদ। সাধনা। সে পথ প্রকার হিসাবে অপেক্ষাকৃত সহজ।

সগর। আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

নারদ। মনে কর, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে—রাজনীতি শিক্ষা না ক'রে, কোন দেবতার আরাধনা কর্‌বে; গুরুর নিকট সেই আরাধনার উপদেশ গ্রহণ করাকেই দীক্ষা বলে।

সগর। শিক্ষা আর দীক্ষা এ দুটী পথের কোন্‌টী সহজ ?

নারদ। বৎস! সে সব বড় জটিল কথা। তবে তুমি যাতে বুঝ্‌তে

পারবে, আমি তোমাকে সরলভাবে তা-ই বল্‌ছি। এই দুটীর একটী আর্থিক একটী পরমার্থিক; একটী জলজন্তুপূর্ণ হ্রদে অবগাহন, আর একটী বৃষ্টিধারায় দেহ ধৌতকরণ।

সগর। যেটী সহজে আয়ত্ত হবে, আপনি তা-ই প্রদান করুন।

নারদ। তবে অগ্রে দুইটীই তোমায় একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিই। রাজনীতি শিক্ষা কর্‌লে পরে রাজ্যধনের অধিকারী হবে; কোটী কোটী মানবের উপর আধিপত্য কর্‌বে। তবে তাতে অনেক অশান্তি, অনেক বিপদ্ আছে; লোকগঞ্জনা, শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্য-আক্রমণ, প্রজা-বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ, শোণিতপাত, দস্যুভয় প্রায়শঃ হ'য়ে থাকে; রাজাকে এ সব সহ্য কর্‌তে হয়। এ সব চিন্তায় রাজা সর্ব্বদা চিন্তিত; আর সাধনার কেবল এক চিন্তা, মনে মনে অথবা প্রেমভরে ইষ্টদেবের নামোচ্চারণ। সাধনাতেও অবশ্য অনেক বাধা আছে; কিন্তু গুরুর নিকট উপদেশ লাভ কর্‌লে, সে বাধা সহজেই অতিক্রান্ত হওয়া যায়।

সগর। কিরূপে ঋষিবর?

নারদ। যেমন পথে দুটো-একটা কাঁটা প'ড়ে থাক্‌লে একটু সতর্ক দৃষ্টিতে গমন কর্‌লেই আর পায়ে ফুট্‌তে পারে না। সাধনাপথে যে মোহরূপ কণ্টকবৃক্ষ থাকে, গুরুর উপদেশরূপ অস্ত্রেই তা উন্মূলিত হয়।

সগর। তবে আমাকে দীক্ষাই দিন্।

নারদ। দীক্ষাও ধর্ম্মভেদে নানা প্রকার।

সগর। সে আবার কেমন?

নারদ। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মে শিবসাধনা, শক্তি-আরাধনা, গণপতিপূজা, বিষ্ণুভজনা। এর ভিতরেও সহজ-অসহজ আছে।

সগর। কোন্‌টী সহজ?

নারদ। বিষ্ণুভজনা, হরিসাধনা। শিব, শক্তি, গণপতির সাধনায় আয়োজন কর্‌তে হয়, হরিসাধনায় কিছুই আয়োজন কর্‌তে হয় না, কেবল মুখে তাঁর নাম কর্‌লেই হ'ল।

সগর। তবে দিন্, প্রভো! আমাকে হরিসাধনাতেই দীক্ষা দিন্।

নারদ। উত্তম আকাঙ্ক্ষা, নিষ্কাম অভিলাষ, মহতী বাসনা; এস গুণবান্ সগর! আমি তোমাকে হরিনামেই দীক্ষা দিই।

গান।

এস এস সগর, গুণের গুণসাগর,
(আজ) দীক্ষা দিই তোমায় হরিনাম সাধনে।
(এ নাম) ত্রিতাপ করে দূর, সেবিত সাধুর,
বিধুর সুধা হ'তে মধুর শতগুণে॥
যে নাম পঞ্চানন পঞ্চমুখে ধরে,
শুক-সনকাদি সাধেন সাদরে,
(এ নাম) সাধ রে সাধ রে, নশ্বর অধরে,
নবনীরধরে ডাক রে বদনে।
কেবল কর সার হরির উপাসনা,
তার কাছে কি ছার অসার রূপাসোণা,
(এ নাম) কর রে ঘোষণা, ত্যজ কুবাসনা;
রসনায় রস'না নামামৃত পানে॥

সগর। দীক্ষা দিন্, ঋষিরাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

নারদ। তবে অগ্রে রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর।

সগর। কেন, রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে কি দীক্ষা গ্রহণ হয় না?

নারদ। হবে না কেন, যার যা অঙ্গ। মনে কর যোগধর্ম্মাবলম্বী যোগী জটার পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুকুট ধারণ কর্‌লে সাজে কি? রাজপরিচ্ছদ

বিলাসের উপকরণ, দীক্ষার অযোগ্য। অবশ্য, তুমি এখন তা নাও কর্‌তে পার, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন দীক্ষার ভাব তোমার হৃদয়ঙ্গম হবে, তখন আর কারেও ব'লে দিতে হবে না—সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের মত ঐ সব অসার বসন-ভূষণকে অসহ্যবোধে তুমি আপনিই বর্জ্জন কর্‌বে!

সগর। তবে আমি এখনই পরিত্যাগ কর্‌ছি, কিন্তু কি পরিধান কর্‌ব।

নারদ। এই আমার নামাবলী নাও।

[সগরের বসনত্যাগ ও নামাবলী পরিধান]

সগর। বলুন, আর কি কর্‌তে হবে?

নারদ। আর কিছু কর্‌তে হ'বে না।

সগর। এইবার তবে দীক্ষা দিন্।

নারদ। তোমায় আমি আপাততঃ কেবল একটী মধুর নাম প্রদান কর্‌ব, তুমি নিয়ত মুখে তা-ই উচ্চারণ কর্‌বে। বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল।

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! দেখুন দেখুন দেবর্ষি! তিনবার মাত্র উচ্চারণ কর্‌তেই আমার নয়ন হ'তে আবেগে প্রেমাশ্রু পতিত হচ্ছে; হৃদয়ে যেন কি এক অপূর্ব্বভাবের আবির্ভাব হচ্ছে।

নারদ। তড়িৎ-স্পর্শে দেহ যেমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তোমার সুধামাখা হরিনাম কর্ণে শ্রবণ ক'রে আমার অন্তরও তেমনি প্রেমভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। বল, বল সগর! আবার বল, হরিবোল!

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! মরি মরি কি মধুর নাম! ঋষিরাজ! আমার নিয়তই মুখে বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। যত বল্‌ছি, আমার প্রাণ যেন পুলকে পরিপূর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে!

নারদ। সুধাংশুর অংশু স্পর্শে সমুদ্রের বেগ যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, অকৃত্রিম ভক্তিকণ্ঠে তোমার মুখের মধুর হরিনাম শ্রবণের ইচ্ছাও আমার তেমনি ক্রমশঃ বলবতী হচ্ছে। বল, বল সগর! আবার বল।

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নারদ। বড় মধুর! বড় মধুর! তুমি ধন্য! আর তোমার ন্যায় গুণবান্ ভক্তকে দীক্ষা প্রদান ক'রে আমিও আজ ধন্য!

সগর। দেবর্ষি! আর আমায় কি কর্‌তে হবে?

নারদ। আর তোমায় কিছুই কর্‌তে হবে না, কেবল মুখে এই নামটী সর্ব্বদা উচ্চারণ কর্‌বে।

সগর। আমার এ সাধনা কতদিনে পূর্ণ হবে?

নারদ। তা' বলা যায় না; সে তোমার ভাগ্য আর সাধনা শক্তি।

সগর। এ সাধনার পরিণাম কি?

নারদ। আরাধ্য দেবতার সারূপ্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য লাভ। তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ সেই অনন্ত দেহে বিলীন হবে, তোমার প্রেমরূপ বারি-প্রবাহ সেই প্রেমার্ণবের অনন্ত সলিলে মিলিত হবে, তোমার প্রাণরূপ ক্ষুদ্রবিন্দু সেই প্রাণসিন্ধুর বিশাল তরঙ্গে নীত হবে—তা-ই তোমার এ সাধনার পরিণতি।

সগর। ঋষিবর! আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

নারদ। আকাশের দেহে তারকা যেমন শোভা পায়, সাধনান্তে তুমিও তেমনি সেই বিরাটাকাশে শোভিত হবে।

সগর। এই এক নামোচ্চারণের ফলেই কি সব হবে?

নারদ। হাঁ, এইটীই মূলমন্ত্র। বীজ রোপণ ক'রে তাতে জল সেচন কর্‌লে প্রথমতঃ সেই বীজ হ'তে অঙ্কুর হয়। সেই অঙ্কুরই আবার ক্রমশঃ

কাণ্ডরূপে পরিণত হ'য়ে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে মুকুল, পরে সেই বীজই ফলরূপে ফলিত হ'য়ে জগৎকে জানায়—আমিই প্রথম, আমিই শেষ। আমিই আদি, আমিই অন্ত। বৎস! আমি তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে সেইরূপ এই নাম-বীজ রোপণ কর্‌লাম। এই বীজই ক্রমে জ্ঞানরূপ অঙ্কুরে আবির্ভূত হ'য়ে প্রেমরূপ কাণ্ডে পরিণত হবে। পরে বিবেক-বৈরাগ্য-শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হ'য়ে মোক্ষরূপ ফল ধারণ কর্‌বে। কিন্তু তুমি দেখ্‌বে, সেই নামই সেই ফল। তাই যখন সে ফল উপভোগ কর্‌তে যাবে, তখন জীবকে উচ্চকণ্ঠে বল্‌বে, "জীবগণ! যদি মুক্তি-ফল পাবি, তবে ভক্তি-বারি দিয়ে হৃদয়-ক্ষেত্রে হরিনাম রূপ বীজ রোপণ কর্। দিবানিশি বদনভ'রে মুখে হরি হরি ব'লে ডাক্।"

সগর। দেবর্ষি! আমাকে যে নাম প্রদান কর্‌লেন, এ কার নাম?

নারদ। প্রেমময় মাধবের নাম।

সগর। তিনি কে?

নারদ। যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করেছেন, তিনি নানা-রূপে জীবের জীবন রক্ষা করেন, পক্ষিগণ অস্ফুট কণ্ঠে যাঁর প্রেমগান করে, অনন্ত আকাশ যাঁর অনন্তশক্তি বিকাশ করে, সামান্য পতঙ্গদেহে যাঁর অচিন্ত্য লীলা-চাতুর্য্য প্রকাশিত—তিনি সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্। যক্ষ রক্ষ, নর কিন্নর, দেব দানব যাঁর স্তব করে, যাদুকরের করের পশুর মত আমরা যাঁর আদেশে সর্ব্বদা পরিচালিত, যিনি মাতারূপে প্রসব ক'রে পিতারূপে জীবকে পালন করেন, যিনি কর্ণধার রূপে এই অসীম বিশ্ব-তরণীকে চালন করেন—তিনি সেই বিশ্বাশ্রয় নারায়ণ।

সগর। তিনি সাকার না নিরাকার?

নারদ। কখন সাকার, কখন নিরাকার।

সগর। তাঁর সাকারের রূপ কেমন?

নারদ। রূপের তাঁর স্থিরতা নাই। মূর্ত্তিভেদে তিনি নানারূপ।

সগর। সে কেমন ?

নারদ। যেমন একই আলো—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচ খণ্ডে আবৃত হ'লে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে।

সগর। তার কারণ ?

নারদ। কোন সাধক, কোন ভক্ত হয় ত তাঁকে শ্যামরূপে দেখ্‌তে অভিলাষ কর্‌লেন, তিনি সেই রূপেই তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কর্‌লেন। কেহ হয় ত কালীরূপে দেখ্‌তে সাধ কর্‌লেন, তিনি অমনি সেই রূপেই দর্শন দিলেন। এই রূপে ভক্তরূপ কাচখণ্ডে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ নানারূপে প্রতিফলিত হয়।

সগর। তিনি আছেন কোথায় ?

নারদ। ঐ যে তিনি সূর্য্যরূপে বীর্য্য দেখাচ্ছেন। বায়ুরূপে স্পর্শ কর্‌ছেন। ঐ যে পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত আছেন, ঐ যে তিনি বৃক্ষরূপে দয়া আর লতারূপে প্রেম শিক্ষা দিচ্ছেন। ঐ যে তিনি বারিরূপে বিনয় আর বৃষ্টি-ধারারূপে স্নেহধারা বর্ষণ কর্‌ছেন। সগর তিনি নাই কোথায় ? তিনি জলে আছেন, স্থলে আছেন, শূন্যে আছেন, অরণ্যে আছেন, লতায় আছেন, পাতায় আছেন। জগতের সকল বস্তুতেই তাঁর অবস্থিতি। আমাদের দেহ-ঘটে তিনি প্রাণ-বারিরূপে বিরাজ কর্‌ছেন। সগর! দয়াল হরি যে সকল ঘটেই আছেন।

গান।

(তাঁর কি) জান না সন্ধান করুণা-নিধান,
নিদান-বন্ধু হরি আছেন সর্ব্বঘটে।
(তোমার) কই রে সন্নিধান, কর প্রণিধান,
(তাঁর) গুণের অবদান, সুবিধান বটে।

যত্র তত্র তাঁরে ভাবে যায় রে দেখা,
পত্র-পুষ্প-ফলে নামের তথ্য লেখা,
নেত্র মুদে হের নিত্য প্রেমমাখা,
(তাঁর) মোহন চিত্র আঁকা, আপন চিত্তপটে।
সূর্য্যরূপে তার বীর্য্য বিভাসিত,
সুধাকর-করে স্নেহ প্রকাশিত,
অনন্ত আকাশে বুদ্ধি বিকসিত,
লীলায় দৃশ্য বিশ্ব-নটে ।—
সুজন স্বরূপে দেখান স্ব-রূপ
সুজন সহজে বোঝে তাঁর স্বরূপ,
(তায়) সন্দেহ কিরূপ, হরি বিশ্বরূপ,
(তিনি) প্রাণ-বারিরূপী প্রাণীর দেহ-ঘটে।

সগর। তবে আপনার উপদেশ মত আমি দিবানিশি মুখে হরি হরি হরি ব'লে ডাক্‌ব। কিন্তু আমার সাধনা যে, সিদ্ধ হবে, তা' আমি কখন বুঝ্‌তে পার্‌ব ?

নারদ। ভক্তিভরে কায়মনে ডাক্‌তে ডাক্‌তে যখন ভাবে তন্ময় হ'য়ে যাবে, প্রেমরূপ মণির আলোকে তোমার মোহ-অন্ধকার অন্তর্হিত হ'য়ে বাহ্য বস্তুর দর্শন অন্তরাল হ'য়ে কোন এক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নয়নপথে পতিত হবে, যখন সেই নিত্যময়ের নাম উচ্চারণ কর্‌তে পুলকে ভাবের রোমাঞ্চ হ'য়ে উঠ্‌বে, যখন তোর তুমিত্ব বিস্মৃত হ'য়ে আত্মীয়-স্বজন, ধন-রত্ন, সংসারের ভোগ-বিলাসবাসনা অনিত্য—অসার ব'লে অনুমিত হবে, তখনি বুঝ্‌বে যে, তোমার সাধনা পূর্ণ হ'তে আর অধিক বিলম্ব নাই!

সগর। একটু সরল ক'রে বলুন।

নারদ। ঊর্দ্ধে উত্থিত হ'তে হ'তে যেমন ভূমণ্ডল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর, শেষে একেবারেই অদৃশ্য হয়; সাধনার পথ অতিক্রম কর্‌তে কর্‌তে যখন এই অনিত্য জগৎ তোমার দৃষ্টি হ'তে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হ'তে থাক্‌বে—তখন।

সগর। আর কখন সিদ্ধ হ'ল ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌ব?

নারদ। তন্ময় হ'য়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন দেখ্‌বে যে, তুমি যেন একটী ক্ষুদ্র প্রবাহরূপে এক মহাসাগরে মিলিত হ'লে; অথবা চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্ম হরি যেদিন তোমায় সামীপ্যে আকর্ষণ কর্‌বেন, কিম্বা জনক যেমন আদরে সন্তানকে অঙ্গে ধারণ করেন, আর সন্তানও অনুরাগে জনক-দেহে স্থান গ্রহণ করে, তেমনি সেই বিশ্বাশ্রয় ভগবান্ যেদিন তোমায় সাদরে সাযুজ্য প্রদান কর্‌বেন, তখন বুঝ্‌বে যে, তোমার সাধনা সিদ্ধ হ'ল। থাক্, এখন ও সব গুরুতর কথার আলোচনায় কোন ফল নাই। তুমি অগ্রে এই সকল গুণের অধিকারী হও, তার পর তোমাকে একে একে সমস্তই বুঝিয়ে দেবো। সগর! এই নাম করার সঙ্গে তাঁর স্তব করাও আবশ্যক; এস, তোমাকে স্তব কর্‌তে শিখিয়ে দিই। বল—জয় নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে!

সগর। জয় নিত্যনিরঞ্জন বিশ্বপতে!

নারদ। জয় রাধিকারঞ্জন দীনগতে!

সগর। জয় রাধিকারঞ্জন দীনগতে!

নারদ। সব বিপদ্-ভঞ্জন দুঃখহারী!

সগর। সব বিপদ্-ভঞ্জন দুঃখহারী!

নারদ। নব নীরদগঞ্জন রূপধারী!

সগর। নব নীরদগঞ্জন রূপধারী!

নারদ। নর-নির্জ্জর-অর্চ্চিত মুররিপু!

সগর। নর-নির্জ্জর-অর্চ্চিত মুররিপু!

নারদ। ধর চন্দনচর্চ্চিত বরবপু!

সগর। ধর চন্দনচর্চ্চিত বরবপু!

নারদ। বটপত্রশায়ী বিভো নটবর!

সগর। বটপত্রশায়ী বিভো নটবর!

নারদ। ভব-বারিনিধি-তট-কর্ণধর!

সগর। ভব-বারিনিধি-তট-কর্ণধর!

নারদ। ভুলে যেয়ো না, স্মরণ রেখো।

সগর। দেবর্ষি! অগ্নি-প্রবেশে অঙ্গারের যেমন মালিন্য নষ্ট হ'য়ে রূপান্তর ঘটে, আপনার নিকট তত্ত্ব শিক্ষা ক'রে মনে হচ্ছে—আমারও যেন তা-ই ঘট্‌বে।

নারদ। সগর! দীক্ষা পূর্ণ হ'লে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়।

সগর। আদেশ করুন, কি দেবো?

নারদ। এখন নয়—সগর, এখন নয়।

সগর। বলুন, কি দিতে হয়, আমি তা' সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌ব।

নারদ। লোকে তরণী নির্ম্মাণ করে কেন, জান?

সগর। সাগর পার হবে ব'লে।

নারদ। সগর! তোমার অকৃত্রিম ভক্তি-আহ্বানে সেই দয়ার সাগর হরি যেদিন দর্শন দিয়ে তোমাকে মায়ার সাগর পার কর্‌তে আস্‌বেন, সেইদিন সগর, সেই নবনাগরকে তোমার সঙ্গে আমাকেও এই ভব-সাগর পার ক'রে দিতে ব'লো। দক্ষিণাস্বরূপ সেই লক্ষ্মীনাথকে একবার আমার নয়নপথের পথিক ক'রে দিও। সগর! তোমার কাছে আর আমি অধিক চাই না।

গান।

চাই না অধিক, ওরে প্রাণাধিক,
অন্ত আকিঞ্চন নাহি রে সম্প্রতি।
পরমার্থ লাগি, পরম বিরাগী,
(আমি) চরম-পথে যাবার মাগি রে সঙ্গতি।
(তোর) বাসনা তুষিতে যদি দক্ষিণাতে,
দেখা পেলে আমার দেখাস্ লক্ষ্মীনাথে,
ধনের নই কামী রে দীনের সেই স্বামীরে,
করিব আমি রে, নয়ন-পথের পথী॥
ত্রিলোক-পালক, গোপিকাবল্লভ,
গোলোক-বালক, সাধকসল্লভ,
(তাঁর) পরম দুর্ল্লভ, চরণ পল্লব,
(যেন) বিধান করেন গুণ-নিধান মম-প্রতি॥

সগর। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার সাধনা শীঘ্র পূর্ণ হয়।

নারদ। উর্ব্বর ক্ষেত্রেই বীজ রোপিত হয়েছে, শীঘ্রই ফল ধর্‌বে। সগর! আর একবার তেমনি ক'রে ভক্তিমাখা স্বরে হরি হরি ব'লে ডাক'।

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নারদ। আহা! বালককণ্ঠে হরিনাম শুন্‌তে বড়ই মধুর! রাজা বাহু পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতিতে এমন সুকৃতী পুত্র লাভ করেছে! পুণ্যবলে এই বালক যে ভবিষ্যতে অনেক সুকীর্ত্তি স্থাপন কর্‌বে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানগরিমাই তার পূর্ব্ব লক্ষণ।

শোভার প্রবেশ।

শোভা। দেবর্ষি! সগরকে শিক্ষা দিলেন, আমাকেও শিক্ষা দিন্‌।

নারদ। শোভা! তুমি বালিকা, তোমার এ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তুমি গৃহে থেকে গৃহ-কর্ম্ম শিক্ষা কর, ভবিষ্যতে কাজ হবে।

শোভা। সগর! তুই রাজবসন খুলে ফেলে ও কি বসন পরিধান করেছিস্?

সগর। দেবর্ষি আমাকে রাজবসনের পরিবর্ত্তে নামাবলি পর্‌তে বলেছেন।

শোভা। এ বেশে তোকে কতদিন থাক্‌তে হবে?

সগর। সাধনার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত।

শোভা। সগর! আজ তুই কি শিক্ষা লাভ কর্‌লি?

নারদ। শিক্ষা দিই নি, দীক্ষা দিয়েছি।

সগর। দিদি! শিক্ষার পথ কুটিল দেখে আমি দীক্ষা গ্রহণ করেছি।

শোভা। কই, কি দীক্ষা নিয়েছিস্?

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

শোভা। দেবর্ষি! দিন্—আমাকেও ঐ দীক্ষা দিন্।

নারদ। সংসারের শোভাদায়িনী বালিকার প্রতি এ দীক্ষা প্রযুজ্য নয়। বিশেষতঃ তোমার মত রাজকুমারীর।

শোভা। সগর সাধনা কর্‌বে, আমি তবে কি কর্‌ব? আমাকে কিছু দিন্?

নারদ। আমি তোমাকে একটী পুতুল দিচ্ছি, গ্রহণ কর। [শোভাকে পুতুল প্রদান] তুমি এই পুতুলটী পূজা ক'র্‌য়ো, হাতে ক'রে নাচিয়ো।

শোভা। আহা! পুতুলটী বড় সুন্দর! দেবর্ষি, কি দিয়ে পূজা কর্‌ব?

নারদ। ফুল দিয়ে।

শোভা। এ পুতুল পূজা কর্‌লে, নাচালে কি হবে?

নারদ। মনে অপার আনন্দলাভ ঘটবে। পূজা কর্‌তে কর্‌তে পুতুলের ভাবে বিভোর হ'য়ে যাবে। নাচাতে নাচাতে তন্ময়ভাবে দেখ্‌বে, যেন পুতুল তোমার নয়ন-পুতুল হ'য়ে নৃত্য কর্‌ছে। ক্রমে যখন আরও অধিকতর তন্ময় হবে, তখন দেখ্‌বে, যেন তুমি, আমি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ পুতুলের হাতের পুতুল হ'য়ে গেছি। তোমার মত ঐ পুতুলও যেন আমাদিগকে হাতের পুতুল ক'রে নাচাচ্ছে।

শোভা। কেমন ক'রে পূজা কর্‌ব?

নারদ। যেমন ক'রে লোক ঠাকুর পূজা করে, যেমন ক'রে শিব-পূজা কর—তেম্‌নি ক'রে।

শোভা। কি ব'লে পূজা কর্‌ব?

নারদ। বল্‌বে, "পুতুল আমি পূজা কর্‌ছি, তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর"। পূজান্তে লোকে যেমন দেবদেবীর নিকট বর প্রার্থনা করে, তুমিও তেম্‌নি এই পুতুলের নিকট বর প্রার্থনা কর্‌বে।

শোভা। কি বর প্রার্থনা কর্‌ব?

নারদ। যা' তোমার অভিরুচি হবে; তবে যদি আমার উপদেশ নাও, তবে এই বর প্রার্থনা ক'রো যে, "পুতুল! যেন তোমার মত আমার একটী ছেলে হয়"। শোভা! লজ্জিতা হ'লে যে?

শোভা। দেবর্ষি! পুতুল কি কথা কয় না?

নারদ। কওয়াতে পার্‌লে কয়। কিন্তু সে বড় কঠিন ব্যাপার!

শোভা। আমি পুতুলের কি নাম রাখ্‌ব? কি ব'লে ডাক্‌ব?

নারদ। যা' ব'লে ডাক্‌লে তোমার প্রাণে আনন্দ আস্‌বে, তাই ব'লে ডাক্‌বে। যে নাম রাখ্‌তে সাধ হবে, তুমি সেই নাম রাখ্‌বে।

শোভা। কোন্ নামটী রাখ্‌লে ভাল হয়, আমায় ব'লে দিন্।

নারদ। তবে ওর 'গোপাল' নাম রাখ। স্নেহভাবে ভজনার পক্ষে এইটীই বড় মধুর নাম।

শোভা। আমি ঐ নামই রাখ্‌লুম। আজ থেকে গোপাল পূজা কর্‌ব।

নারদ। [স্বগত] ঠাকুর! তুমি জগৎকে নাচাও, আজ আমি তোমাকে বালিকার হাতের পুতুল ক'রে দিলাম, আজ তোমাকে এই বালিকাকে দিয়ে নাচাব। [প্রকাশ্যে] সগর! শোভা! তোমরা অন্তঃপুরে যাও, আমি এখন স্বস্থানে চল্‌লাম, আবার সময়ে আস্‌ব। সগর! যাবার সময় একবার আমাকে হরিনাম শ্রবণ করাও।

সগর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নারদ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[প্রস্থান।

সগর। চল দিদি! গৃহে যাই।

শোভা। সগর! আমি আজ থেকে আর তোর সঙ্গে খেল্‌ব না, এই গোপালকে সর্ব্বদা পূজা কর্‌ব। হাতে তুলে নাচাব। মালা গেঁথে তোকে না দিয়ে গোপালের গলায় পরিয়ে দেবো।

সগর। দিদি! তুমি পুতুল পেয়ে আমায় কি ভুলে গেলে?

শোভা। ভুলে যাই নি; তবে তোর সঙ্গে খেলা করার চেয়ে এই পুতুলকে পূজা করতে আমার বড় সাধ হচ্ছে। সগর, তুই গৃহে যা, আমি গোপালের পূজার জন্য উপবন থেকে ফুল তুলে আনি।

[উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

প্রতর্দ্দন ও অমরসিংহের প্রবেশ।

প্রত। অমরসিংহ! তুমি যদি আমার আদেশ অমান্য ক'রে স্বেচ্ছামত কাজ কর, তা হ'লে আমি তোমাকে আমার সহকারী-পদ হ'তে অপসৃত ক'রে সেই পদে অন্য কারেও নিযুক্ত করব।

অমর। আমি ইচ্ছা ক'রে এ কাজ করি নি, মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে করেছি।

প্রত। সামরিক বিভাগে হস্তক্ষেপ করায় মন্ত্রীর কোন অধিকার নাই। মহারাজের নিয়োগমত আমিই যুদ্ধ-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যুদ্ধসংক্রান্ত অথবা সেনাঘটিত যে কোন কথা তুমি আমাকেই জিজ্ঞাসা করবে। তুমি আমার অধীন, মন্ত্রী তোমার কেউ নয়।

অমর। যদি মন্ত্রী মহাশয় কোনরূপ আদেশ করেন, আমি কি সে আদেশ অমান্য করব?

প্রত। সৈনিক-বিভাগের কথা হ'লে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, আমার আদেশ না নিয়ে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে যদি অন্য সংক্রান্ত হয়, তাতে আমি তোমায় নিষেধ করি না।

অমর। মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু বলেন যে, তিনিই মহারাজের প্রতিনিধি-রূপে রাজ্য শাসন করছেন।

প্রত। রাজত্ব সম্বন্ধে বটে, যুদ্ধ সম্বন্ধে নয়।

অমর। তিনি বলেন, রাজ-সংসারের সকল কর্ম্মই তাঁর আজ্ঞাধীন।

প্রত। সে বিষয়ে আমি বুঝ্‌ব। তুমি আমার অধীন ব'লে তিনি স্বীকার করেন কি না ?

অমর। তা' করেন। তবে আমি ভাবি যে, যখন সকল কর্ম্মই তাঁর আদেশ-সাপেক্ষ, তখন তাঁর কোন আদেশ অমান্য করা আমার অকর্ত্তব্য।

প্রত। তোমাকে আমি বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছি, তত্রাচ তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ?

অমর। মনে করুন, তিনি আমায় আদেশ কর্‌লেন যে, আজ তিনি নিভৃতে দশ সহস্র সৈনিকের যুদ্ধ-কৌশল দর্শন কর্‌বেন, তখন আমি কি কর্‌ব ?

প্রত। তোমার কি করা কর্ত্তব্য ?

অমর। তিনি যখন সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখন তাঁর আদেশ পালন করাই আমি কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করি।

প্রত। আমি তোমাকে উপযুক্তজ্ঞানে মহারাজকে অনুরোধ ক'রে সামান্য সৈনিকের পদ হ'তে আমার সহকারী পদে উন্নীত করেছি; কিন্তু এখন জান্‌ছি—তুমি সে পদের উপযুক্ত নও। তোমার বুদ্ধি অতি স্থূল। বিশেষতঃ আজকাল আমার অমতেই অনেক কার্য্য ক'রে থাক।

অমর। আপনার অমতে আমি কোন্ কাজ করেছি ?

প্রত। তোমায় আমি পূর্ব্বাপর নিষেধ করেছি, তত্রাচ তুমি কার আদেশে মন্ত্রীকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সৈন্যগণের বাস-গৃহ প্রদর্শন করেছিলে ?

অমর। দুর্ভাগ্যক্রমে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, তাতে আমি এমন কি অন্যায় কাজ করেছি ?

প্রত। অতি অন্যায় কাজ করেছ। প্রথম অন্যায়—আমার

আদেশ অবহেলা; দ্বিতীয় অন্যায়—ক্ষমতার অতীত কাজ করা। যাক্ অতঃপর আমি তোমার ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব কর্‌ব। আজ থেকে সৈন্যগণের উপর আর তোমার কোন আধিপত্যের অধিকার নাই। আমি তোমাকে প্রতিদিন সৈন্যসংক্রান্ত যে কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌ব, তুমি মাত্র তা-ই কর্‌বে। অবশ্য তুমি যদি এমন ভাব' যে, আমার এরূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা নাই, তা হ'লে—মন্ত্রী কেউ নয়, তুমি মহারাজের নিকট আবেদন কর্‌তে পার।

অমর। এরূপ হীনভাবে থাকার চেয়ে বরং আমার রাজ-কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করাই মঙ্গল।

প্রত। তুমি একজন সামান্য সৈনিক ছিলে। আমি তোমার আনুগত্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে কূট-যুদ্ধ-কৌশল সকল শিক্ষা দিয়েছি; সেই শিক্ষার ফলেই আজ তুমি বীরসমাজে বীর ব'লে পরিচিত হয়েছ। কিন্তু জানি না, কার প্ররোচনায় তুমি তোমার সেই অতীত অবস্থা বিস্মৃত হ'য়ে আমার সঙ্গে অসরলতায় অগ্রসর হয়েছ। নির্ব্বোধ! ভাব' না যে, তুমি এখনও আমার আদেশের অনন্যাধীন।

অমর। [স্বগত] বার বার তুচ্ছজ্ঞান! বার বার অতীত অবস্থার নির্দ্দেশ—আন্দোলন, নিতান্ত অসহ্য!

প্রত। আচ্ছা থাক্, এবার আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম, সাবধান! পুনরায় আমার আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য ক'রো না। এখন স্বকার্য্যে যাও।

[অমরসিংহের প্রস্থান।

যাই, আমিও দেখি সৈন্যগণ কিরূপভাবে অবস্থান কর্‌ছে।

[প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। উপযুক্ত অবসর কার্য্যসাধনায়।
পেয়েছি সুযোগ যদি, ভয়ে কি হেলায়
ছাড়িব না কোনক্রমে এ সুখের পথ।
হাতের নিকটে রত্ন দিয়েছেন বিধি,
উপেক্ষিলে আর নাহি মিলিবে জীবনে।
মূঢ় যে, সে যাজ্ঞাধনে করি অবহেলা
অবশেষে দগ্ধ হয় পরিশোচনায় ;
তবে কেন হ'ব আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বোধ!
নিয়োজিব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অভীষ্ট-সাধনে ;
লূতা যথা পল্লবেক করিয়া আশ্রয়
তন্তুতে সমগ্র বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন করে,
বড়রাণী উপলক্ষ করিয়া আমিও
একে একে সবাকারে করি হস্তগত,
কৌশলে কোশল ল'ব অধিকার করি'।
প্রথমে কুটিলে ক'ব সঙ্কল্প রাণীর ;
লোভী সেই, দেখাইয়া ধনলোভ তারে
করিব সহজে বশ ; ধনের কুহক
কখনো সে ধনলোভী নারিবে লঙ্ঘিতে!
তার পর প্রতর্দ্দন—তারে নাহি হবে,
নয় সে সন্তুষ্ট তত আমার উপর,
বিশেষ সে নৃপতির প্রিয়পাত্র অতি—
কি জানি, জানিতে পেলে এ সব সন্ধান,
সমস্তই ক'রে দিবে রাজার গোচর!

থাক্, তার অজ্ঞাতেই সাধিব এ কাজ।
তবে চাই একবার অমরসিংহেরে
কোনরূপে আনিতে এ বুদ্ধির ভিতর
অতি কৌশলের সহ রাণীর দোহা'য়ে
যত চেষ্টা আবশ্যক, দিবারাত্রি ধরি'
বুঝাব তাহারে সদা কুটিল ও আমি,
তাতেও কি আসিবে না বশে সে মোদের ?
কখনো আদেশ মম করেনি লঙ্ঘন,
জানি, অতি অনুগত অমর আমার।
অবশ্যই মম বাক্য করিবে পালন।
তারে যদি একবার পারি জড়াইতে
এ চক্রান্তে, দু'দিনেই সিদ্ধ হবে কাজ।
তার পর বিধি যদি কভু দিন দেন্—
নিজ বুদ্ধি-বলে সবে করিয়া বঞ্চনা
আমিই ভুঞ্জিব একা অযোধ্যার সুখ।
এমন কি বড়রাণী, কন্যা শোভা তার,
তাদেরও প্রতারিত করিব শেষেতে।
তবে হ'তে হবে পরে প্রত্যবায়ভাগী,
ভীরু লোকে নিন্দা মোর করিবে নিয়ত।
করুক্, তা ব'লে তুচ্ছ লোকনিন্দা-ভয়ে
সুবর্ণ-সুযোগ হেন ছাড়িব না আমি।
কাঁটা ফুটিবার ভয়ে কে কোথায় ভবে
সহজে বিরত হয় কমল তুলিতে ?
কাদা না মাখিলে অঙ্গে মালিন্যের ভয়ে

বহুমূল্য মুক্তা-লাভ কার ভাগ্যে ঘটে ?
আমার এ বুদ্ধি কিন্তু না জানাব কায়,
যাবৎ না যেতে পারি আশা-নদী পারে।

মোহ ও জ্ঞানের প্রবেশ।

গান।

মোহ।—সুখের দেশেতে যাবে এস মোর সঙ্গে।
জ্ঞান।—যেয়ো না, যেয়ো না, শেষে পড়িবে তরঙ্গে॥
মোহ।—কুসুমের মালা গেঁথে দিব তব গলায়।
জ্ঞান।—মরিবে জ্বলিয়া অহি-দংশনের জ্বালায়॥
মোহ।—রতন-মুকুতা কত পরাইব রঙ্গে।
জ্ঞান।—মোহের কাঁটা ফুটে ব্যথা পাবে অঙ্গে॥
মোহ।—শুনিবে শ্রবণে সদা বিহঙ্গ-কূজন।
জ্ঞান।—বিহঙ্গের স্বর নয়, অশনি-গর্জ্জন॥
মোহ।—কাটাবে সতত কাল প্রমোদ-প্রসঙ্গে।
জ্ঞান।—প্রমোদে প্রমাদ হবে, মরিবে আতঙ্কে॥
মোহ।—দেখাব নয়ন-পথে শান্তি-সরোবর।
জ্ঞান।—তা ত নয় ভ্রান্তির মরুময় প্রান্তর॥
মোহ।—আশার লহরী তায় উঠে কত ভঙ্গে।
জ্ঞান।—নিরাশায় দগ্ধ করে মানব কুরঙ্গে॥

[জ্ঞান ও মোহের প্রস্থান।

মন্ত্রী। কে এরা এরূপভাবে গাহিয়া সঙ্গীত
পলকে অদৃশ্য হ'লো না পারি চিনিতে!
সঙ্গীতের ভাবে হেন অনুমান হয়,
কেহ বলে "এস চ'লে সঙ্গে যাবে মোর"।

কেহ বলে "যেয়ো নাক ঘটিবে প্রমাদ"।
কেহ বলে "দেখাইব সুখের সাগর"।
কেহ বলে "সুখ নয় আশা-মরীচিকা,"
উভয়ের দেখি যেন চির বৈরভাব।
কার কথা সত্য ব'লে করি বা বিশ্বাস ?
প্রারম্ভেই সন্দেহ বিষম !
নাহি জানি কি হ'তে কি হয় !

পাপের প্রবেশ।

পাপ। কি চিন্তায় চিন্তান্বিত অমাত্যপ্রবর !
মনে মনে করিয়াছ যে সুখের আশা,
চেষ্টা কর, অবশ্যই হইবে পূরণ।
কারো বাক্য, কারো মানা, শুনিও না কাণে।
সুখের পথেতে থাকে অনেক কণ্টক,
কত মায়াধর সদা ঘটায় ব্যাঘাত ;
নাহি ভয়, নির্ভয়ে স্বকাজ সাধ তুমি।

পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য। যে কার্য্যে অনেক বাধা, অনেক সন্দেহ
পূর্ব্বাপর বিবেচনা করি ভালমতে
বুদ্ধিমান্ তবে তায় করে হস্তক্ষেপ।
কণ্টক-আকীর্ণ পথ করি পরিহার
সহজ পথেতে যায় জ্ঞানী সদাশয়।
তাই বলি, মন্ত্রিবর ! শোন মোর কথা,
দুরাশা হৃদয়মাঝে দিয়ো না'ক স্থান।
নিম্ববৃক্ষে আম্রফল কভু নাহি ফলে !

মন্ত্রী। কি দুরাশা হৃদে আমি করেছি পোষণ,
কেমনে জানিলে তুমি ! কে বলিল তোমা ?

পুণ্য। কোন কথা কারেও বলিতে নাহি হয়,
সকলের মনোভাব বুঝে থাকি আমি ;
মুখেতে প্রকাশ কিন্তু না করি কখন।
মন্ত্রি ! তুমি আমার মঙ্গলবাক্য ধর,
অমৃত ত্যজিয়া ভ্রমে খেয়ো না গরল।

পাপ। বুদ্ধি ঘটে থাকে যার, চিরদিন সেই
গরল হইতে লভে অমৃতের গুণ।
ইহকাল না করিয়া সুখের, শান্তির,
কে হেন নির্ব্বোধ ব'সে পরকাল ভাবে ?
পরকাল আছে কোন্ তমিস্রাভিতরে,
বিজ্ঞানে অস্তিত্ব তার না করে স্বীকার।
তাই বলি, মন্ত্রি, মিথ্যা পরকাল ভয়ে
স্বাধীনতা-কোহিনুর ত্যজ' না হেলায়।

মন্ত্রী। কিবা নাম, কোথা ধাম দেহ পরিচয়।
বিষম সন্দেহ হ'ল বাক্যে তোমাদের।

পুণ্য। সর্ব্বদেশে আমাদের সর্ব্বত্র বসতি।
বলিয়াছি রাজ-সভা মাঝে—
পরিচয় দিব না এখন।
জীবে আমি একবার দিই দরশন,
কিন্তু যে অজ্ঞানে মোরে করে অনাদর,
আর কভু নাহি যাই সান্নিধ্যে তাঁহার।

[প্রস্থান।

পাপ। পলকে পলকে সদা সঙ্গে ফিরি আমি,
ছায়ারূপে নিয়তই দিই দরশন।
করিলেও অনাদর—এত গুণ মম,
সহজে তাহারে নাহি করি পরিহার।
ভয় নাই চির সাথী হইব তোমার।

মন্ত্রী। জগতে কে মিত্র আর কে শত্রু,
এ রহস্য বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার!
ইহকাল পরকাল লোকে বলে বটে,
আমি কিন্তু মনে এই করি অনুমান,
পরকাল ব'লে কিছু নাহি পৃথিবীতে।
পরকাল কবিদের অলীক কল্পনা—
পরকাল ভীরুদের রক্ষার উপায়।
করেছি সঙ্কল্প যাহা অচল অটল—
কারো বাক্য, কারো মানা শুনিব না কাণে।
ওই বুঝি এইদিকে আসিছে কুটীল।

কুটিলের প্রবেশ।

মন্ত্রী। কুটিল! এস, এস; চাতক যেমন জলের অন্বেষণ করে, আমিও তেমনি তোমায় অন্বেষণ কর্‌ছি!

কুটিল। আজ্ঞে, আমি ত তা' জান্‌তে পেরেছি। আপনাকে এত ভালবাসি যে, আমি জল, নিজেই চাতকের নিকট উপস্থিত হয়েছি।

মন্ত্রী। দেখ কুটিল, তুমি আমায় ভালবাস, আমিও তোমায় ভালবাসি।

কুটিল। আর আপনার দয়াতেই ত বেঁচে আছি।

মন্ত্রী। কুটিল, তোমাকে আমার অনেকগুলি গোপনীয় কথা বল্‌বার আছে। তুমি যদি কারেও না বল, তা হ'লে আমি তা' তোমার নিকটে প্রকাশ করি।

কুটিল। আজ্ঞে, আপনার কথা আমি প্রকাশ কর্‌ব! নিঃসন্দেহে বলুন।

মন্ত্রী। তোমার কাছে আমি একটা যুক্তি নেব।

কুটিল। আমার এমন কি যোগ্যতা আছে যে, আপনাকে যুক্তি দেবো? কামার কি কখন বিশ্বকর্ম্মাকে শিল্প শেখাতে পারে?

মন্ত্রী। দেখ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌ব না।

কুটিল। সেটাও আপনার দয়া! কি বলুন না?

মন্ত্রী। মনে কর, কোন মূল্যবান্ জিনিষ হাতের কাছে আস্‌ছে, কি করা উচিত?

কুটিল। তৎক্ষণাৎ ধারণ করা উচিত। ভালই হ'ক্, মন্দই হ'ক্, হাতের কাছে পাওয়া গেলে কি কিছু ছাড়্‌তে আছে? [জনান্তিকে] আমি দেখ না, মালিনী বেটী হাতের কাছে আস্‌তেই কেমন গোপনে গোপনে হাতিয়ে ফেলিছি।

মন্ত্রী। ঠিক কথাই বলেছ।

কুটিল। ব্যাপারটা কি যদি বাধা না থাকে, বলুন না।

মন্ত্রী। না, না, তোমাকে বল্‌তে বাধা! তোমায় আমার অবক্তব্য কি আছে? তবে কি জান, তুমি মহারাজের বয়স্য, তাই একটু সঙ্কোচ হয়।

কুটিল। যে কোন কথা হ'ক্, আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ কর্‌বেন না। মহারাজের বয়স্য হ'লেও, আমি আপনাকে মহারাজের মতই

ভক্তি করি। মাছ পুকুরে থাক্‌লেও তার জীবন যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, আমিও তেমনি রাজ-সংসারে থাক্‌লেও আপনার অনুগ্রহের ভরসাই চিরদিন করি।

মন্ত্রী। কুটিল, তুমি আমায় যথেষ্ট ভক্তি কর, তা আমি জানি। আর সেইজন্যই আমিও তোমায় অত্যন্ত বিশ্বাস করি। তবু কি জান, লোকের মনের ভাব বোঝা যায় না। তা' না হ'লে—সে অবশ্য তোমাদেরই সুখের কথা, তোমাদেরই লাভের বিষয়, তত্রাচ তোমাকে হঠাৎ বল্‌তে আমাকে চিন্তা কর্‌তে হচ্ছে।

কুটিল। যদি আমারই সুখের কথা হয়, তবে আমাকে বল্‌তে চিন্তা কি? লোকে নিজের লাভের বিষয় কি অপরের কাছে প্রকাশ করে? আমি কি এমনই মূর্খ যে, যে হাঁড়ীতে ভাত রাঁধি তাতেই লাঠী মার্‌ব?

মন্ত্রী। তোমাকে আগে আভাসেই জিজ্ঞাসা করি। কুটিল! আমি যদি কোন রাজ্যের—রাজাই মনে কর, হই, তুমি তার মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত আছ কি না?

কুটিল। সহস্রবার—লক্ষবার! ঈশ্বর কি এমন দিন দিবেন?

মন্ত্রী। চেষ্টা কর্‌লে কি না হয়?

কুটিল। যদি এমন কোন সুযোগের সন্ধান থাকে, চেষ্টা করুন না; আমিও প্রাণপণে আপনার সাহায্য কর্‌ব।

মন্ত্রী। দেখ বয়স্য! অদৃষ্টবাদীদের মতে কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাক্‌লে কোন কাজ হয় না। ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, সে সব চালনা কর্‌লে—আমি বেশ বল্‌তে পারি, হয় না জগতে এমন কাজ নাই।

কুটিল। তা সত্য বটে। [জনান্তিকে] এই দেখ-না, দুদিন না চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তেই মালিনীকে গেঁথে ফেলেছি।

মন্ত্রী। কারেও প্রকাশ করবে না ত? তা হ'লে সমস্ত বিস্তৃতভাবে বলি।

কুটিল। আমি ব্রাহ্মণ, এই পৈতা স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, কারেও বল্‌ব না।

মন্ত্রী। দেখ, বড় রাণীমার ইচ্ছা—কোনরূপ চক্রান্ত দ্বারা মহারাজকে, ছোটরাণী আর সগরের সহিত রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত করেন। অথবা তাদিগকে হত্যা ক'রে অযোধ্যারাজ্যের ভার আমাদের করে অর্পণ করেন।

কুটিল। আজ্ঞে, একি সত্য! না আমার মন পরীক্ষা করছেন?

মন্ত্রী। ছিঃ ছিঃ, আমি কি তোমার সঙ্গে কখন কৌশল করেছি? অবশ্য এতে আমার বিশেষ কোন লাভ নাই, লাভ তোমার আর অমরসিংহ যদি সাহায্য করে ত, তার। কেননা রাণীমা বলেছেন, রাজ্য হস্তগত হ'লে তিনি নামে মাত্র রাণী থাক্‌বেন, প্রকৃত পক্ষে আমরাই রাজ্য শাসন কর্‌ব। এত বড় রাজ্যের সকল কাজ যে আমি একা করতে পার্‌ব, তা অসম্ভব; সুতরাং তোমাকে আমার সহকারী-পদ প্রদান করা হবে। অমর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করলে তাকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করা যাবে।

কুটিল। তার চেয়ে, আপনি অযোধ্যার রাজা আর আমি আপনার মন্ত্রী, তা' যদি হ'তে পারি, তা হ'লে আর সুখের অবধি থাকে না। [জনান্তিকে] মালিনী বেটী যত পয়সা চায় দিয়ে দিই—একেবারে চালোয়া!

মন্ত্রী। কুটিল, তোমার মনের তেজ আমার চেয়েও প্রবল; আমি এমন লোকেরই সহায়তা প্রার্থনা করি। কুটিল, আগে একটা শাখাতেই আরোহণ করা যাক্, পরে ক্রমে ক্রমে সকলগুলিতেই পদার্পণ করা যাবে।

কুটিল। আজ্ঞে, তা বই কি! ইঁদুর আগে একটা গর্ত্ত ক'রেই ক্ষেতে ঢোকে; তারপর গোটা ক্ষেতটাকেই গর্ত্তে গর্ত্তে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে! [জনান্তিকে] আমিও তা' হ'লে, মালিনী ত আছেই, আরও দুটো-একটা খটাশাক্কির যোগাড় দেখি।

মন্ত্রী। কেমন, তুমি এতে সাহায্য করতে স্বীকৃত আছ ত?

কুটিল। শতবার-সহস্রবার।

মন্ত্রী। দেখ বয়স্য! এখন তুমি রাজ-সংসারে থাকতে পাও, যদি কোন রকমে সকলে মিলে এই আশা-নদী সিঞ্চন করতে পারি, তা হ'লে যে রত্ন পাওয়া যাবে, তা কি আমি একাই নেব?

কুটিল। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর অবিবেচনা হবে?

মন্ত্রী। এখন ও কথা ছেড়ে দাও। বীজ রোপণ করতে-করতে ফলভোগের হিসাব নিতান্ত বাতুলতা। দেখ, প্রথমে অমরসিংহকে কোন রকমে আমাদের দলস্থ করতে হবে। আজ তুমি আমি দুজনে মিলে তার কাছে এর প্রস্তাব করব; সে কি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হবে?

কুটিল। যাতে অস্বীকৃত না হয়, তার বিশেষ চেষ্টা করব। সে অনেকটা ধর্ম্মভীরু বটে।

মন্ত্রী। আমাদের যুক্তিপূর্ণ বাক্যেও কি তার ভাবান্তর হবে না?

কুটিল। কেন হবে না! আগুনের মুখে পড়লে কাঁচা কাঠও হ'লে যায়—মাটী পুড়ে অন্য রং হয়।

মন্ত্রী। তবে তার ধর্ম্মভীরুতা ঘুচাতে কতক্ষণ?

কুটিল। আচ্ছা, প্রতর্দ্দন?

মন্ত্রী। সাবধান! এর বিন্দুবিসর্গও তাকে জানতে দিয়ো না।

কুটিল। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! বড় রাণীর এত বিদ্বেষ হবার কারণ কি?

মন্ত্রী। মহারাজ শোভাকে না দিয়ে ভবিষ্যতে সগরকেই রাজপদ প্রদান কর্‌তে অভিলাষ করেছেন ; সেইজন্যই তাঁর মনঃকষ্ট ঘটেছে।

কুটিল। আমাদের পক্ষে ভালই হয়েছে। বানরে মৌচাক ভাঙ্গে, পিপ্‌ড়ে তার মধু ভোগ করে। যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, কিরূপভাবে বিদ্রোহ উপস্থিত করা যাবে?

মন্ত্রী। প্রথমে অমরসিংহকে হস্তগত ক'রে তার দ্বারা সৈন্যগণকে বশ কর্‌তে হবে। আমি দেখে এসেছি, সৈন্যগণ তার একান্ত অনুগত। তারপর তুমি-আমি ত আছিই, সকলে একযোগে রাজ-বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌ব।

কুটিল। মহারাজ, সেনাপতি প্রতর্দ্দন, এরা ত তা হ'লে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা কর্‌বে ; আমরা কি তাদিগকে জয় কর্‌তে পার্‌ব?

মন্ত্রী। অগ্রে তার উপায় ক'রে, চারিদিক্ আবদ্ধ রেখে, তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

কুটিল। তা' বই কি, একেবারে চিঁড়ে, দই, কলার যোগাড় ক'রে ফলারে বসা যাবে।

মন্ত্রী। ঐ বুঝি অমর আস্‌ছে!

অমরসিংহের প্রবেশ।

অমর। মন্ত্রী মহাশয়! আমি অতি শীঘ্রই রাজ-কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌ছি।

মন্ত্রী। কতদিনের জন্য?

অমর। একেবারেই।

মন্ত্রী। কেন?

অমর। সে অনেক কথা। আমার মতে দাসত্বের দ্বারা রাজ-ভোগে জীবনধারণ করা অপেক্ষা অনশন অথবা ভিক্ষাও বরং সুখের।

মন্ত্রী। অমর, সহসা তোমার এরূপ বিরাগের কারণ কি ?

অমর। আজ আমি সেনাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত হয়েছি। তাই স্থির করেছি—এরূপ ঘৃণিত পরাধীনতা পরিত্যাগ ক'রে যে কোন স্বাধীন উপায়ে জীবনযাপন করব।

মন্ত্রী। কি জন্য তুমি লাঞ্ছিত হয়েছ ?

অমর। তাঁর আদেশ না ল'য়ে আপনাকে সৈন্যগণের যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করেছিলাম ব'লে।

মন্ত্রী। কেন, প্রতর্দ্দন কি মনে করে যে, সামরিক-বিভাগে আমার কোন অধিকার নাই ?

অমর। তিনি তা-ই বলেন। তিনি বলেন, সৈনিক-বিভাগের তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

মন্ত্রী। কার আদেশে ?

অমর। মহারাজের আদেশে।

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে সৈন্যশাখার কর্ত্তৃত্ব দিয়েছেন ব'লে কি, সে ভাবে যে সে আমার অধীন নয় ? সৈনিক-বিভাগে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই ?

অমর। মহারাজ কাকে কিরূপ অধিকার দিয়েছেন, সে বিষয় আপনারাই অবগত আছেন।

মন্ত্রী। প্রতর্দ্দনের বিনা আদেশে তুমি আমায় দুর্গ প্রদর্শন করিয়েছিলে, এইজন্যই সে তোমায় লাঞ্ছনা করেছে, না তোমার অন্য কোন ত্রুটী ছিল ?

অমর। না, অন্য কারণ আর কিছুই নাই।

মন্ত্রী। প্রতর্দ্দন তা হ'লে উন্মাদ হয়েছে। যদি সামান্য মাত্র স্বাধীনতা-লাভ ক'রেই তার এত অহঙ্কার হ'য়ে থাকে, তবে আমি অচি-

শীঘ্রই তাকে সকল অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর্‌ব। আমি যখন মহারাজের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন কর্‌ছি, তখন আমার সকল বিষয়েই সমান কর্ত্তৃত্ব আছে।

অমর। আমি আপনাদের উভয়ের মন রক্ষা কর্‌তে গিয়ে যেরূপ তিরস্কার ভোগ করেছি, তাতে এরূপ ঘৃণিত অধীনতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করেছি।

মন্ত্রী। অমর, তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। অতঃপর যাতে আর সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে না পারে, আমি তারই ব্যবস্থা কর্‌ছি। আমি যখন সহায় আছি, তখন তোমার চিন্তা কি?

অমর। চিন্তা করি না; যখন যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করেছি, আপনার আশীর্ব্বাদে যেখানে যাব—সেইখানেই আদর পাব। সেনাপতি মহাশয় আমায় সযত্নে যুদ্ধ-কৌশল সকল শিক্ষা দিয়েছিলেন তাই, নতুবা আপনি কি মনে করেন যে, অধীন হ'লেও ক্ষত্রিয়-সন্তান অমরসিংহ সশস্ত্রে এত অপমান সহ্য করে? এরূপ অন্যায় তিরস্কার সহ্য করার পরিবর্ত্তে তখনি শোণিতপাত না ক'রে নিবৃত্ত হয়?

কুটিল। তুমি ধৈর্য্যশীল ব'লে সাম্‌লে গেছ, আমরা হ'লে এক কাণ্ডই হ'য়ে যেতো।

মন্ত্রী। অমর! তোমায় কোথাও যেতে হ'বে না। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি প্রতর্দ্দনকে স্থানান্তরিত ক'রে তোমাকেই প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান কর্‌ব।

অমর। ক্ষমা করুন, অমরসিংহ সে আশা করে না।

মন্ত্রী। তুমি সে আশা না কর, আমাদের ত বিবেচনা আছে। আমি জানি, অযোধ্যারাজ্যের সৈন্যাপত্যের যোগ্যতা তুমি সম্পূর্ণ লাভ করেছ। এমন কি তুমি প্রতর্দ্দনের অপেক্ষাও উপযুক্ত হয়েছ।

অমর। প্রশংসা করবেন না, আমি যে সামান্য সৈনিক ছিলাম, এখনও তা-ই আছি।

কুটিল। তা কি কথা হ'ল? জল যখন বিন্দু থাকে, তখন জল-বিন্দুই বলে; যখন স্রোতরূপে প্রবাহিত হয়, তখন প্রবাহ; যখন তার চেয়ে বৃহদাকার ধারণ করে, তখন নদ, তার চেয়ে বড় হ'লে সাগর; আর যখন অসীমরূপে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন মহাসাগর নামে অভিহিত হয়—তখন আর তাকে বিন্দু বলা শোভা পায় না। সেইরূপ, তুমিও সামান্য সৈনিক ছিলে বটে, যোগ্যতার গুণে ক্রমে ক্রমে সহকারী সেনাপতির পদ লাভ করেছ; এখন আবার প্রধান সেনাপতির উপযুক্ত হয়েছ, এখন আর তোমাকে কিছুতেই সামান্য সৈনিক বলা যায় না। কোন সুবিবেচক নৃপতির নিকট থাকলে এতদিন অবশ্যই তুমি প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হ'তে।

অমর। না, না, আপনি মহারাজকে অবিবেচক বলবেন না, সে আমার ভাগ্য।

মন্ত্রী। দেখ অমর! তুমি যখন আমার একান্ত অনুগত, তখন অবশ্যই আমি তোমায় উন্নতি ক'রে দেবো।

অমর। সেনাপতি মহাশয় কিন্তু বলছেন যে, যদি আমি আপনার আদেশে কার্য্য করি, তা হ'লে তিনি আমাকে তাঁর সহকারী-পদ হ'তে অপসৃত করবেন।

মন্ত্রী। বাতুলতা আর কারে বলে! তোমায় সে অপসৃত করে কি, আমি তাকে অপসৃত করি, তুমি তাই দেখ।

অমর। আমার জন্য আপনার চেষ্টা ক'রে কাজ নাই। শেষে আমাকে নিয়ে হয় ত আপনাদের মধ্যে একটা আত্ম-বিরোধ উপস্থিত হ'য়ে রাজ্যের মহা অনর্থ সংঘটিত হবে; আমি নিজেই পদত্যাগ করব।

মন্ত্রী। অমর! তুমি কি আমাকে এত নির্ব্বোধ বিবেচনা কর? তুমি স্থির জেনো, আমি যতদিন বিদ্যমান থাক্‌ব, শুধু এক প্রতর্দ্দন কেন, এমন শত শত প্রতর্দ্দন চেষ্টা ক'রেও রাজ্যের কোন অনিষ্ট করতে পার্‌বে না। ভেক যতই চীৎকার করুক্, মেঘগর্জ্জনের কাছে সে চীৎকার অতি তুচ্ছ! ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথামত কাজ কর্‌তে প্রস্তুত কি না?

অমর। সেনাপতি মহাশয়ের আদেশমত সামরিক-বিভাগ-সম্বন্ধে আপনার কোনরূপ আদেশ প্রতিপালন করা আমার ক্ষমতার অতীত।

মন্ত্রী। না, না, সে ভাবের কথা বল্‌ছি না; আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ব'লে তুমি বিশ্বাস কর কি না?

অমর। তা অকাপট্যে বিশ্বাস করি।

মন্ত্রী। আমি যদি তোমার মঙ্গলের জন্য কোনরূপ চেষ্টা পাই, তুমি তাতে সাহায্য কর্‌তে পার কি না?

অমর। তা' অবশ্যই পারি।

মন্ত্রী। সে বিষয়ে আমি তোমায় যে উপদেশ দেবো তা' তুমি পালন কর্‌তে প্রস্তুত ত?

অমর। তাতে যদি কারও অনিষ্ট বা মনঃকষ্ট না ঘটে, তবে নিশ্চয়ই প্রস্তুত।

মন্ত্রী। দেখ অমর! যাতে কারও কোন অসুখ হয় না, জগতে এমন সুখ বা এমন কার্য্যই কিছুই নাই।

কুটিল। তা' নিশ্চয়। দেখ না, সূর্য্য-কিরণ সকলের পক্ষে সুখের হ'লেও পেচকের তা অসহ্য। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে জগৎ পুলকিত হ'লেও কমলিনী বিষণ্ণ।

মন্ত্রী। কিন্তু সে কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ আর সাহস আবশ্যক।

অমর। এমন কি কাজ আমায় জানাবেন?

মন্ত্রী। জানাব বই কি। তবে তুমি তাতে সাহসী হও কি না, তাই সন্দেহ।

অমর। মন্ত্রী মহাশয়! মৃত্যুই জীবের ভয়ের অন্ত। ক্ষত্রিয়-সন্তান তাতেও যখন ভীত নয়, তখন জগতে এমন কোন্-কার্য্য আছে, যে কার্য্যে সাহসের অভাবে অমরসিংহ পশ্চাৎপদ হবে?

কুটিল। বটেই ত, মন্ত্রী মহাশয়ের এ কথা বলাই ভুল। ক্ষত্রিয়-সন্তান সাহসে বঞ্চিত! সর্পশিশু কখন দংশন-শক্তিশূন্য হয়?

মন্ত্রী। দেখ অমর, বড় রাণীমার আদেশমত আমি তোমার নিকট একটি গুরুতর প্রস্তাব কর্‌ব, তুমি ভয়ে বা চিন্তায় যেন সে প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান ক'রো না।

অমর। অমরসিংহের হৃদয়ে ভয় কখন স্থান পায় না।

মন্ত্রী। অবশ্য তাতে আমার কোনও স্বার্থ নাই, ভবিষ্যতে তোমরাই লাভবান্ হবে। তবে আমি যে তাতে হস্তক্ষেপ করেছি, সে কেবল তোমাদের উপকারে আর রাণীমার আদেশ প্রতিপালনে।

অমর। আমিও ত তাঁর অন্নভোজী কর্ম্মচারী, জ্ঞাপন করুন, তাঁর আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন কর্‌ব।

মন্ত্রী। কারেও বিশেষরূপে পরীক্ষা ক'রে তিনি তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন কর্‌তে বলেছেন। তুমি আমার চির-বিশ্বাসী, তোমায় আর অবিশ্বাস কি? দেখ, মহারাজ শোভাকে না দিয়ে ভবিষ্যতে সগরকে রাজপদ দিতে ইচ্ছা ক'রে বড় অন্যায় কার্য্য কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন।

অমর। এতে আর অন্যায় কি? পুত্রই ত রাজপদ পেয়ে থাকে।

মন্ত্রী। তা' পায় বটে, তবু এতে বড়-রাণীমা'র একটু মনঃকষ্ট ঘটা সম্ভব নয় কি?

অমর। তা' তিনিই বল্‌তে পারেন, আমি ভেবে পাই না।

মন্ত্রী। বড়-রাণীমা নিজেই আমার কাছে সে ভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—থাক্, সে কথা তোমার অপ্রিয়ও হ'তে পারে।

অমর। হ'লেও তাতে আমি দুঃখিত হব না!

মন্ত্রী। মহারাজ অবলা ভেবে যেমন তাঁদের প্রতি অবিচার কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন, তিনিও সেইরূপ তোমার, আমার কুটিলের সাহায্যে অযোধ্যারাজ্যকে আপনার হস্তগত কর্‌তে উদ্যোগ কর্‌ছেন।

অমর। মহারাজ বর্ত্তমানে তাঁর সে আশা পূর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

মন্ত্রী। অবশ্য—তুমি আমি সহায়তা কর্‌লে হ'তে পারে বই কি।

অমর। মহারাজ স্বেচ্ছায় যদি না দেন্, তাঁর সকল চেষ্টাই বৃথা।

মন্ত্রী। মহারাজ স্বেচ্ছায় যদি না দেন্, তোমাকে আমাকে আর কুটিলকে পক্ষভুক্ত ক'রে তিনি রাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌বেন।

অমর। হাস্‌বার কথা; জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে শলভের যে দশা হয়, তা হ'লে পরিণামে তাঁরও সেই দশা হবে।

মন্ত্রী। কেন অমর! তুমি আমি ঐকান্তিকভাবে সাহায্য কর্‌লে কি বড়-রাণীমা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে পারি না?

কুটিল। যদি পশ্চাৎপদ না হন্, নিশ্চয়ই পারেন, দুদিনেই পারেন।

মন্ত্রী। বড়-রাণীমা তাও বলেছেন, তিনি রাজ্যেশ্বরী হ'লে তোমাকে মুখ্য সেনাপতির পদ প্রদান কর্‌বেন।

অমর। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত যথার্থ ই তিনি প্রলাপ বকেছেন।

মন্ত্রী। উপহাসের কথা নয়, আমি তোমায় যা' বলি, তা শোন। তুমি তোমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে শীঘ্র হস্তগত কর। তারপর যে কোন মুহূর্ত্তে সুযোগক্রমে আমরা একযোগে রাজবিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বড়-রাণীমা যখন সহায় আছেন, তখন আর আমাদের চিন্তা কি?

অমর। ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আমাকে এরূপ পাপকর্ম্মে উৎসাহ দেবেন না।

মন্ত্রী। অমর! ভবিষ্যতে তা হ'লে আমরা স্বাধীনভাবে পরম সুখে অযোধ্যারাজ্য উপভোগ কর্‌তে পার্‌ব।

অমর। নীচ যারা, ধর্ম্মাধর্ম্মে জ্ঞানশূন্য সদা,
পাপকর্ম্মে অবিচল, পাশবপ্রকৃতি,
নাহিক যাদের নিন্দা, লোক-লজ্জা ভয়,
এ সব তাদেরি কাজ ; ক্ষত্রিয় সন্তান
হেন ঘৃণ্য আচরণে না করে বাসনা।
মন্ত্রিবর! ক্ষমুন আমায়,
অধর্ম্ম-অর্জ্জিত ধনে দরিদ্র অমর
লোষ্ট্রতুল্য হেয়জ্ঞান করে চিরকাল।
এ হেন নৃশংস কর্ম্মে হ'লে অগ্রসর,
মহাপাপে অনুতাপে দহিব সতত।
লোকে ক'বে প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক,
প্রাণান্তে অনন্তকাল নরকে ডুবিব।
যাবৎ রহিবে পৃথ্বি, এ কুকীর্ত্তি মোর
ঘুষিবে জলদ স্বরে ; অমর এ নামে
ঘৃণায় করিবে নরে নাসিকা কুঞ্চন।
চন্দ্রেতে কলঙ্ক যথা, ভারত-পুরাণে
আমার ঘৃণিত কার্য্য বিশেষণ-যোগে
রহিবে অক্ষয়ে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে।
পড়িবে পাঠক সবে, দিবে অভিশাপ।
ছিঃ ছিঃ মন্ত্রি! এ প্রবৃত্তি পশুতেই সাজে।

মন্ত্রী। অমর! তুমি ভীত হ'য়ো না, আমার উপদেশ মত কাজ কর, অচিরেই অযোধ্যা-রাজ্যের প্রধান সেনাপতিত্ব লাভ কর্‌বে।

অমর। মন্ত্রিমহাশয়! সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সব কর্ম্মের মুক্তি আছে, কিন্তু এ দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই।

মন্ত্রী। যারা ভীরু, হীনবল, কাপুরুষ, নির্ব্বোধ, তারাই অলীক পাপের ভয়ে আপনার সুখ-পথকে পরিত্যাগ করে। দুখ আর সুখ, এই ত জগতে পাপ-পুণ্য। যে দুঃখী সেই পাপী, আর যে সুখী সেই পুণ্যবান্।

কুটিল। একেবারে খাঁটী কথা; আমাদের মত বোকারাই 'পাপ' 'পাপ' ক'রে সব মাটী ক'রে দেয়।

মন্ত্রী। অমর! মনঃস্থির কর। আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হও, অতি শীঘ্রই সুখের সীমায় অধিরোহণ কর্‌বে।

গীতকণ্ঠে পরমানন্দের প্রবেশ।

পরমানন্দ।— গান।

ভুলো না ওর প্রলোভনে, ও ত নহে অন্তরঙ্গ।

কুটিল। ঐ পেরোপাগলাটা এসে বকৃছে।

মন্ত্রী। তাই ত, এ কোথা থেকে এল! হাঁরে! কি বকৃছিস্?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

সময় পেলে ফণা তুলে দংশিবে ভুজঙ্গ।

মন্ত্রী। পেরো ত বড় জ্বালাতন কর্‌তে লাগ্‌ল, দেখ্‌তে পাই।

কুটিল। তাইত, ঠোঁটভাঙ্গা পাখীর মত ও যে সকল কাজেই ঠোকর্ দিতে লাগ্‌লো।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আমিই না হয় হ'লাম এখন ঠোঁটভাঙ্গা বিহঙ্গ।

তোর শকুনির ঠোঁটের কঠিন ঠোকর ছিঁড়ে খেলি রে অঙ্গ॥

কুটিল। শুন্‌লে শুন্‌লে, পাগল বেটার অমঙ্গলের কথা শুন্‌লে।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ঘোর অমঙ্গল ঘটিয়েছ সব জুটিয়েছ কুসঙ্গ।

অমর। পাগল! তুমি কি বল্‌ছ?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

চাও যদি ভাই, তুমি আপন মঙ্গল এই বেলা দাও ভঙ্গ॥

অমর। নিতান্ত পাগলামী নয়!

মন্ত্রী। পেরো! তোকে নিষেধ কর্‌ছি—তুই আর আমাদের রাজ্যে থাকিস্ নে। আমাদের রাজ্যে থাক্‌বার তোর কোনও অধিকার নাই; আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

কার অধিকার থাক্‌বে কোথা কে বুঝে এ রঙ্গ।

মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, সুখের খেলা সাঙ্গ॥

[প্রস্থান।

অমর। পেরোর যুক্তিপূর্ণ কথা শুন্‌লে ওকে প্রকৃত পাগল ব'লে বোধ হয় না।

মন্ত্রী। অমর, আজ তোমার মনের গতি বড় চঞ্চল। যাও, কল্য কোন সময়ে এ বিষয়ের পরামর্শ করা যাবে। আমার অনুরোধ—এ কথা কারও নিকট প্রকাশ ক'রো না। এস কুটিল! আমরাও যাই

কুটিল। হাঁ, চলুন, [জনান্তিকে] আমি একবার মালিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

গীতকণ্ঠে বালিকাগণের প্রবেশ।

বালিকাগণ।— গান।

প্রমোদ-কাননে, কুসুম-মিলনে, দেখ লো মলয়-প্রেম-রঙ্গ।
পীযূষমধুর মকরন্দ-সুরভি লভি হয়যে পরশে কম-অঙ্গ।
বীণা-বেণু গঞ্জন, জন-মনোরঞ্জন, গুঞ্জন-গায়ক ভৃঙ্গ।
সমীরণতাড়নে, বঞ্চিত চুম্বনে, গুপ্ত প্রণয়-রসভঙ্গ॥
উনাস বিকসিত, হাস্য বিশোভিত, প্রবাহিত সুষমা-তরঙ্গ॥
ভাবাবিষ্ট চিত, ভাবুক বিমোহিত, বাঞ্ছিত-পুষ্প-প্রসঙ্গ।

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। এই যে বালিকারা উপবনে ফুল তুল্‌তে এসেছে।

১ম বালিকা। মালিনি! শোভা আসে নি?

মালিনী। না।

২য় বালিকা। আর এলেই বা হবে কি? সে আর এখন আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না; কি পুতুল পেয়েছে, তাকে নিয়েই দিনরাত আমোদ করে।

৩য় বালিকা। সে আবার তাকে পূজা করে। মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দেয়!

মালিনী। পুতুলকে সে এত ভালবাসে যে, গোপাল ব'লে ডাক্‌লে অজ্ঞান হয়! শোভা আস্‌বে এখন, তোমরা আর একটী গান ক'রে ফুল তুলে নিয়ে যাও।

বালিকাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ললিত মধুরে, পিক কুহরে, কুসুমেষু আসি জীবন হরে,
মরি, মরি, মরি, কি করি কি করি, প্রবাস-নিবাসী প্রাণেশ্বর।
শান্ত শীতল, মলয় অনিল, বরষে প্রবল বৈশ্বানর॥
এস ধীরে ধীরে, মনোমন্দিরে, প্রেমবল্লভ প্রেমিকবর;—
অন্য না জানি, তব প্রেমাধিনী, বিষম বাজিল বিরহ-শর।
কেমনে পাশরি, অহরহ স্মরি, পীযূষপূরিত চন্দ্রাধর,—
কবে যে আসিবে, দাসীরে তুষিবে, শুকাল যৌবন-রস-সাগর॥

মালিনী। ঐ বুঝি শোভা আস্‌ছে।

পুতুলহস্তে শোভার প্রবেশ।

শোভা। মালিনী-দিদি! দেখ—দেখ, আজ আমার গোপাল যেন সত্যসত্যই হাস্‌ছে! কেমন হাসি-হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে!

১ম বালিকা। শোভা, আমরা তোকেই এতক্ষণ খুঁজ্‌ছিলাম। তোর দিন দিন বয়স হচ্ছে, তুই এখনও পুতুলখেলা ভুল্‌তে পার্‌লি না?

২য় বালিকা। দুদিন বাদে ঘটা ক'রে হবে শোভার বিয়ে।

৩য় বালিকা। বর আস্‌বে হাতী চেপে মাথায় টোপর দিয়ে॥

৪র্থ বালিকা। দুদিন বাদে মলয়-বায়ে ফুট্‌বে লো তোর কলি।

১ম বালিকা। গন্ধ পেয়ে আকুল হ'য়ে ছুট্‌বে কত অলি॥

২য় বালিকা। লুঠ্‌বে মধু, রসের বঁধু, খেল্‌বে পরাণ খুলে।

৩য় বালিকা। আদর ক'রে হৃদয় প'রে রাখ্‌বে সদা তুলে॥

শোভা। সহচরিগণ! আর তোমরা আমার সঙ্গে অমন ক'রে রহস্য ক'রো না। আর আমার ওসব রহস্য ভাল লাগে না। আমি

যেদিন থেকে গোপাল পেয়েছি, সেইদিন থেকে এক গোপাল ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

৪র্থ বালিকা। আর একটু বয়স হ'ক্, কিছুদিন হ'ক্ গত।

১ম বালিকা। দেখা যাবে তখন লো তোর মনের তেজ কত॥

২য় বালিকা। রসে যখন ভর্‌বে হৃদয়, উঠ্‌বে দেহ কেঁপে।

৩য় বালিকা। দেখ্‌বো লো তুই মনের ভাব রাখিস্ কিসে চেপে॥

৪র্থ বালিকা। ফুল তুলেছি চল্ আমরা ফিরে যাই বাসে।

১ম বালিকা। কি জানি সই! পোড়া ভূতে নজর দেবে শেষে॥

[বালিকাগণের প্রস্থান।

শোভা। মালিনী-দিদি! মালা গেঁথেছ?

মালিনী। গেঁথেছি।

শোভা। কই দাও।

মালিনী। এই নাও। [মালা প্রদান]

শোভা। তুমি আজ্‌কাল আর ভাল মালা গাঁথ্‌তে পার না। তোমার মন যেন আগেকার চেয়ে চঞ্চল হয়েছে। আমি এমন খারাপ মালা গোপালের গলায় পরাব না। ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে নিজ-হাতে মালা গাঁথি গে।

[প্রস্থান।

মালিনী। তাই ত, সকলেই ঐ কথা বলে, আজকাল কি সত্যি-সত্যিই আমি আর ভাল মালা গাঁথ্‌তে পারি না! না,—বোধ হয় লোকের চোখ খারাপ হ'য়ে গেছে। তা' না হ'লে আমার হাতের মালা ভাল লাগে না! মালা গেঁথে গেঁথে আজ আমার দশগণ্ডা বয়েস হ'ল, আমি কি না মালা গাঁথ্‌তে জানি না! তবে ঐ বামুন-ঠাকুরের সনে ভাব ক'রে মনটা কখন কখন তার দিকে যায়; তা সে আর কতক্ষণ?
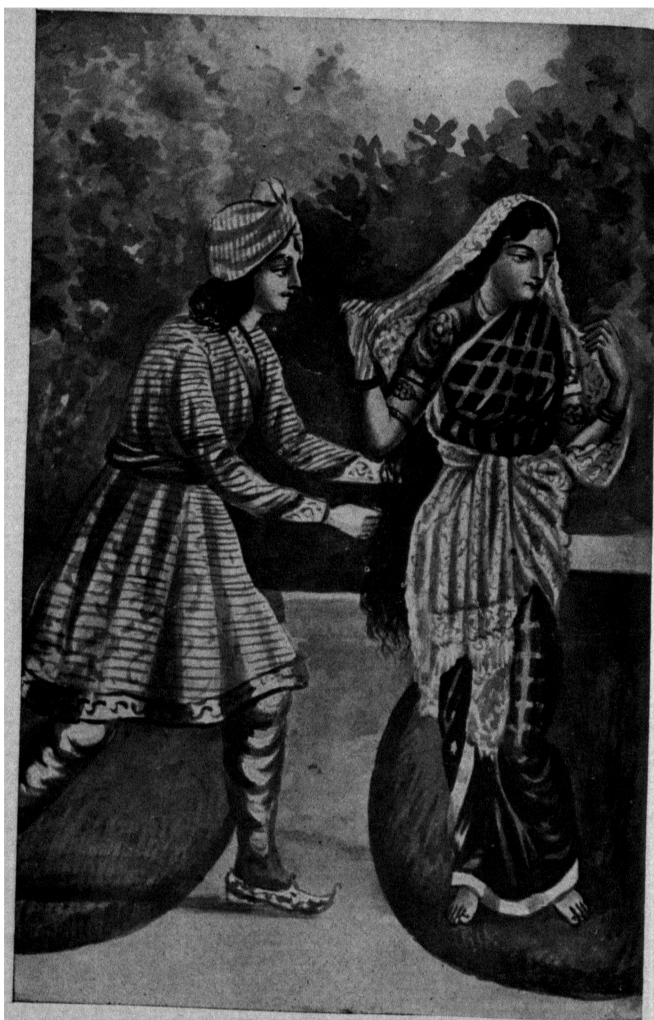
কুটিল। মালিনি! সুখশালিনি! দুঃখজ্বালিনি! শতপালিনি!

[সগরাভিষেক, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক—৮৩ পৃষ্ঠা।

Sulov Press, Jorasanko.

তাতেই অম্‌নি সব মালা খারাপ হ'য়ে যায়! দিন দিন লোকের রুচিও দেখ্‌ছি উল্‌টে যাচ্ছে।

কুটিলের প্রবেশ।

কুটিল। মালিনি! ও মালিনি!

মালিনী। ঐ যে বল্‌তে-না-বল্‌তেই আস্‌ছে।

কুটিল। মালিনি! সুখশালিনি! দুঃখজ্বালিনি! শতপালিনি! ঝাঁটাচালিনি! যেন লিনীর গাঁদি লেগে গেছে!

মালিনী। কি ব'ক্‌ছ?

কুটিল। তোর নামের বিশেষণের সমাবেশ কর্‌ছি!

মালিনী। আজ আবার এলে যে?

কুটিল। তোর ঐ শামুকপারা মুখখানি দেখ্‌তে মনটা আমার কেমন ক'রে উঠ্‌ল, তাই এলুম।

মালিনী। তাই ত, তা হ'লে তুমি আমায় বড় ভালবাস দেখ্‌ছি।

কুটিল। 'বড়' বলিস্‌ কি, অতি বড়। তোকে আমি যা' ভালবাসি, মহিষমর্দ্দিনীই জানেন।

মালিনী। এত ভালবাসা থাক্‌লে হয়!

কুটিল। একি আর মাটির রেখা, রে মণি! যে দু'দিনেই মিলিয়ে যাবে? এ পাথরের লেখা, আঁসবঁটির ছেঁকা, অমর, অক্ষয়—একি যাবার, মালিনি?

মালিনী। মুখে অমন সবাই বলে।

কুটিল। বিশ্বাস করিস্‌ নে, এই শোন্‌, আমি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো সরিতশ্চ মহীতলে।
চন্দ্রার্ক গগনে যাবৎ তাবৎ ভালবাসা মালিনীর সঙ্গে॥

মালিনী। দেখো, শেষে যেন দাগা দিয়ো না।

কুটিল। আমাকে কি আর নাগাসন্ন্যাসী পেলি যে, আজ আছি, কাল নেই? রাজবাড়ীতে শিকড় গেড়েছি, কার সাধ্য আর তোলে।

মালিনী। মহারাজ তোমাকে বড় ভালবাসেন নয়?

কুটিল। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে! আমি মহারাজের বয়স্য, আমাকে পায় কে? কেবল তোর ভাগ্যের জোরে প'ড়ে মরেছি বই ত নয়।

মালিনী। আচ্ছা ঠাকুর! এত মেয়ে থাক্‌তে তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন বল দেখি।

কুটিল। ওরে উপদেশে আছে—

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন!

কি জানিস্, খালি সুন্দরী দেখ্‌লেই হয় না, ভাগ্যের জোর থাক্‌লে, ছে'য়ের ভিতরেও রত্ন পাওয়া যায়।

মালিনী। দেখ, তোমার সঙ্গে আলাপ করা থেকে আর যেন আমার কোন কাজে মন নেই। ভাল মালা গাঁথ্‌তে পারি নি ব'লে লোকে বড় নিন্দে করে। যথার্থই আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে।

কুটিল। হবার কথা যে! প্রণয়-সাগরের কামরূপ-তরঙ্গে তোর মনোরূপ তরণী দিনরাত হাবুডুবু খাচ্ছে, আমি মাঝি হ'য়ে, প্রেমরূপ দাঁড় বেয়ে তোকে শান্তিপুরে তুলে দেবো।

মালিনী। পরের সঙ্গে প্রণয় করা কিছু নয়, শেষকালে পোস্তে মর্‌তে হয়।

কুটিল। তোর দেখ্‌ছি, ন্যায়েও কিছু অধিকার আছে?

মালিনী। বলি, এ কথা ঠিক কি না?

কুটিল। ঠিক বৈ কি, কবিরাই ত বলেছে—

কীর্ত্তনের সুরে।

পরের পিরীতি, চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া লইয়া, হিয়ার ধরিতে
দাহন দ্বিগুণ হয়।

মালিনী। ও আবার কি হচ্ছে ?

কুটিল। শোন্ না, ছুটো পিরীতের আঁখর শোন্ না।

[কীর্ত্তনের সুরে]

পিরীতি-মিরিতি তুলি তৌলাইয়া
পীরিতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি-বিয়াধি যার জনময়ে
সে নাহি জীয়েক আর ॥
(তবে) কে বলে পিরীতি ভাল, কে বলে পিরীতি ভাল,
মালিনীর সহ পিরীতি করিয়া
(আমার) নয়ন বসিয়া গেল ॥

মালিনী। তবে এমন পিরিতে দরকার কি ?

কুটিল। আরে! হাতে মুষলী পড়্বার ভয়ে, তবে কি লোক ধান ভাণে না ? মালিনি! পিরীতে কত মজা, আর কিছুদিন সবুর কর্, তা হ'লে বুঝ্তে পার্বি।

মালিনী। পুরুষ ভোমরার জাত, বিশ্বাস কি ? কেবল নূতন নূতন ফুল খুঁজে বেড়ায়।

কুটিল। বেড়ায় বটে, শেষে আবার সেই পুরাণ ভিন্ন গতি হয় না। নদীতে যখন জোয়ার হয়, তখন নদীর জল কত দিক্ দিয়ে কত

দিকে চ'লে যায় ; কিন্তু ভাটা পড়্‌লেই সব জলকে আবার সেই নদীতে এসেই পড়্‌তে হয়। আমি যা-ই করি, মালিনি! তুই আমার প্রথম সোহাগিনী, তোকে কি আমি ভুল্‌তে পারি? আর আমিও তোর পয়লা বৌণী, তুইও যেন আমায় ফাঁকি দিস্‌ নে।

মালিনী। তুমি আমার নাড়ুগোপাল, তোমাকে আমি ফাঁকি দেবো?

কুটিল। কি জানিস্, ছাড়া পাখী নূতন বাগান দেখ্‌লেই উড়ে বসে।

মালিনী। ছাড়া কুকুরগুলোও ছুঁতো হাঁড়ি দেখ্‌লেই মুখ দেয়।

কুটিল। আর দেখ্‌—বাজীকর মাথায় ভার নিয়ে নানারূপ কৌশল দেখায়, তার মনের লক্ষ্য কিন্তু সেই ভারেতেই থাকে। আমি তেম্‌নি সারাদিন মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে নানারূপ মন্ত্রণা করি, আমার মন কিন্তু তোর দিকেই সটান্‌ প'ড়ে থাকে।

মালিনী। আর কুমুদিনী যেমন চাঁদ ভিন্ন আর কিছু জানে না, আমিও তেম্‌নি তোমা ভিন্ন আর কারেও ভাবি না।

কুটিল। দেখ্‌ দেখি দুজনে কেমন ভাব!

মালিনী। এ ভাবের অভাব হবে না ত?

কুটিল। এ কি ছেঁচা জল, মালিনি, যে দুদিনেই শুকিয়ে যাবে? এ সাগরের জল। তোতে আমাতে কত ভাব, তুই এখনও তা হ'লে ভাল বুঝ্‌তে পারিস্‌ নে। শোন্‌, তোকে একটা কবিতে ক'রে উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিই ;—

তোতে আমাতে কেমন ভাব, (যেমন)
বাঁদরের মুখে কাঁচা আঁব, চিটে গুড়ে ঝুনো ডাব।
আদায় আর কাঁচকলায়, নেড়ায় আর বেলতলায়।
তেঁতুল আর দুধে, আর—(হাস্য)

মালিনী। আ মর্, মুখে আর কথা নাই যে?

কুটিল। —ওঝা আর ভূতে।

খড়ে আর আগুনে, লাউ আর বেগুনে।

তেলে আর জলে, সাপ আর নেউলে।

মালিনী। মর্ ডেগ্‌রা! খুব ত উপমা দেখ্‌ছি! সাপে আর নেউলে ভাব বুঝি?

কুটিল। এই ঠিক—এই রকম। আরও একটু সরল ক'রে বুঝিয়ে দেবো?

মালিনী। থাক্ ঢের হয়েছে, আর বুঝ্‌তে হবে না।

কুটিল। কাকেই বা শোনাই, মালিনি! পায়রার গলায় ধানের মত আমার পেটের ভিতর কবিতাগুলো গজ্ গজ্ কর্‌ছে—মস্তিষ্কে ভাব-রসের দল প'ড়ে গেছে!

মালিনী। কেন, মহারাজ কি আর শোনেন না?

কুটিল। তিনি এখন ইন্দ্রধনু হয়েছেন, সকল সময় দেখা দেন্ না!

মালিনী। না, তোমাকে আর ভালবাসেন না?

কুটিল। জহুরী কি কখন রত্নের অনাদর করে? যাক্, তুই এখন একটি গান শোনা দেখি।

মালিনী। আমি কি আর গান গাইতে পারি? আমি আর গান শিখ্‌লুম কবে?

কুটিল। আহা! তোর গান যেন আমার কাণে মধু ঢেলে দেয়! তুই গা, কেউ না শোনে আমি শুন্‌ব।

মালিনী। আমি গাইলে তুমি ও গাইবে ত?

কুটিল। দেখা যাবে এখন।

মালিনী।— গান।

মালী বিনে মরু হ'লো আমার সাধের বাগান।
এ সময়ে আপন হ'য়ে কে দেয় জল যোগান ॥
জুট্‌ল না'ক ভ্রমরা-বঁধু, লুট্‌ল না যৌবনের মধু,
শুকিয়ে গেল শুধু শুধু, দুঃখে দহে প্রাণ।
রাখ্‌লেম সোহাগ-মালা গেঁথে, কেউ না পর্‌লে যতনেতে
মলিন হ'ল রেতে রেতে, কপালের ভোগান ॥

কুটিল। আহা, অতি মধুর! অতি মধুর! যেন—

মালিনী। যেন কি?

কুটিল। যেন পাৎখোলা ভাজা।

মালিনী। এইবার তুমি গাও।

কুটিল। তোর ও কোকিল-কণ্ঠের কাছে আমার হাঁড়িচাঁচার গলা কি ভাল লাগ্‌বে?

মালিনী। লাগ্‌বে এখন; দেখ, যে যাকে ভালবাসে, সে তার রাংকে সোণা দেখে।

কুটিল। তবে শোন্—

গান।

(আমায়) দে গো ময়ূরপাখা এঁটে।
(আমি) কেন মরি খেদে, মালিনীর পা সেধে,
উড়ে যাব গাছে উঠে ॥
প্রেমের খেলা আমি খেল্‌ব যতদিন,
মালিনীর প্রিয় হ'ব ততদিন,
(এমন) বদন-নলিন হইবে মলিন
(আমার) পিরীতের গুঁতোর চোটে।

মানী সেজে যেদিন ঘটাব প্রমাদ,
অঞ্চলে ঢাকিয়ে রাখ্‌ব বদনচাঁদ
মানের শেষে মেগে নেব অপরাধ,
(ধ'রে) যুগল চরণ সেঁটে।

মালিনী। আ-মর্! ও কি গান?

কুটিল। রাগিণী ঘড়্ঘড়ে বিভাস্, তাল চাট্‌গেঁয়ে ঠুংরী।

মালিনী। ঐ দেখ, মহারাজ আর সেনাপতি মহাশয় বুঝি উপবনে আস্‌ছেন।

কুটিল। তাই ত, ওরা টের পাবে নাকি!

অদূরে বাহু ও প্রতর্দ্দনের প্রবেশ।

বাহু। প্রতর্দ্দন, তুমি কি জন্য আজ উপবনে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছ?

প্রতর্দ্দন। আমার কিছু জানাবার আছে, তাই আপনাকে নিবেদন কর্‌ব।

কুটিল। আঃ, এগুলো এত অপরিষ্কার হ'য়ে রয়েছে, তুই দেখিস্ নে?

বাহু। কে ও বয়স্য! এখানে যে?

কুটিল। আজ্ঞে, মহারাজ আজ উপবনে আস্‌বেন ব'লে আমি আগেই এসে সব পরিষ্কার করাচ্ছি।

বাহু। আমি উপবনে আস্‌ব, তুমি তা কেমন ক'রে জান্‌লে? আমি ত কারও নিকটে এ কথা প্রকাশ করি নি?

কুটিল। কি জানেন নিদাঘে অনেক দিন জল না হ'লে দারুণ উত্তাপ দেখে চাতক যেমন বুঝ্‌তে পারে যে, আজ মেঘ হবে; অনেক দিন মহারাজের দর্শন না পাওয়ায় মনটা আমার বড় আকুল হয়েছিল,

তাতেই অনুমানে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যে, মহারাজ আজ উপবনে আস্‌বেন।

প্রতর্দ্দন। মালিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ পাতাও নি ত?

কুটিল। আঃ, ছিঃ ছিঃ, ছোট জাত ছুঁলে নাইতে হয়, মালা বেচে খায়, বুড়ি বল্‌লেই চ'লে, কুরূপা—

প্রতর্দ্দন। কি জানি, অভাবে সবই হয়।

কুটিল। আহা ফুলের মধু খায় ব'লে কি হাজার অভাব হ'লেও ভ্রমর বাব্‌লা গাছে বসে? তবে, আপনারা এমন সময়—

বাহু। আমাদের কোন গোপনীয় কথা আছে, তোমরা একবার স্থানান্তরে যাও।

কুটিল। তা' যাচ্ছি, চল্‌ রে বেটী মালিনি! স্থানান্তরে চল্‌।

[কুটিল ও মালিনীর প্রস্থান।

বাহু। সেনাপতি! তুমি কি বল্‌বে বলেছিলে?

প্রতর্দ্দন। মহারাজ রাজকার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করা অবধি রাজ-কর্ম্মচারিগণ যেন ক্রমশঃ স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে উঠ্‌ছে। প্রজাগণ আর রাজ-বন্দনা করে না; চোরতস্করাদির ভয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, এ রাজ্যে যা কখনও ছিল না, একে একে তা সমস্তই সংঘটিত হচ্ছে। এই সব লক্ষণ দেখে আমার বোধ হয়, রাজ্যে অতি শীঘ্রই একটা মহা অনর্থ উপস্থিত হবে।

বাহু। কেন, কর্ম্মচারিগণ কি এ সব বিষয়ে লক্ষ্য করে না?

প্রতর্দ্দন। কর্‌লে এরূপ বিশৃঙ্খল ঘট্‌বে কেন? তারা সকলেই আজকাল কর্ত্তব্যে অবহেলা কর্‌তে আরম্ভ করেছে।

বাহু। আমি মন্ত্রীকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেছি, তারও ত এ সব লক্ষ্য করা উচিত।

প্রতর্দ্দন। তিনি অমরসিংহকে আমার আদেশ মত কার্য্য কর্‌তে

প্রকাশ্যভাবে পরামর্শ দেন্। অমর সেইজন্য আজকাল আমার একান্ত অবাধ্য হ'য়ে উঠেছে।

বাহু। যদি তা-ই হয়, তবে তাকে পদচ্যুত ক'রে সেই পদে তুমি তোমার মনোনীত অন্য কারেও নিযুক্ত কর্‌তে পার।

প্রতর্দ্দন। আমি সেরূপ ইচ্ছা করি না। কারও অন্নে ধূলি নিক্ষেপ কর্‌তে প্রতর্দ্দন চিরদিনই সকাতর; তবে যে সব অন্তর্রহস্য আমার কর্ণগত হয়েছে, আমি তা-ই মহারাজের কর্ণগোচর কর্‌ছি।

বাহু। ভাল, আর কি কি শৈথিল্য তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

প্রতর্দ্দন। সৈন্যগণকে রীতিমত যুদ্ধ-শিক্ষা দেওয়া হয় না।

বাহু। সৈনিক-বিভাগ ত তোমারই অধীন, তবে সে বিষয়ে অনুযোগ করা তোমারই কলঙ্কের কথা।

প্রতর্দ্দন। সৈনিক-বিভাগ আমার অধীন—তা সত্য, কিন্তু আজ-কাল এরূপ যথেচ্ছাচার ঘটেছে যে, আমি যা আদেশ করি, তার অনুরূপ না হ'য়ে অন্যরূপেই কার্য্য হ'য়ে থাকে।

বাহু। যাতে এরূপ না ঘটে, তুমিই ত তার প্রতিবিধান কর্‌তে পার।

প্রতর্দ্দন। আজকাল সৈন্যগণ আমা অপেক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের অধিক অনুগত।

বাহু। তার কারণ?

প্রতর্দ্দন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে না জানিয়েই সেনা নিবাসে প্রবেশ ক'রে সৈন্যগণের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা করেন।

বাহু। তবে হয় ত সৈন্যগণের গতি-বিধি লক্ষ্য কর্‌তে যায়?

প্রতর্দ্দন। সৈন্যগণের গতি-বিধি লক্ষ্য করা সম্বন্ধে তাঁর এমন কি অভিজ্ঞতা আছে?

বাহু। তা থাকৃতেও পারে।

প্রতর্দ্দন। তিনি যেদিন থেকে সৈন্যগণের সহিত বাক্যালাপ কর্‌ছেন, সেইদিন থেকেই সৈন্যগণ আমায় উপেক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করেছে।

বাহু। এরূপ হবার কারণ?

প্রতর্দ্দন। আমি এমনও শুন্‌লাম, তিনি প্রায়ই অমরসিংহকে আর বয়স্যকে আপনার আবাসে আহ্বান ক'রে তিনজনে মিলে কি গুপ্ত পরামর্শ করেন।

বাহু। সে পরামর্শ ভাল কি মন্দ, তা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

প্রতর্দ্দন। অনুমানে ত ভাল ব'লে বোধ হয় না। যদি আপনি এমন ভাবেন যে, তারা কোন কর্ম্মের শৈথিল্য অনুভব ক'রে তার প্রতিকারের চেষ্টা কর্‌ছে, তা হ'লে সে বিষয় কি মহারাজের কর্ণগোচর না হ'ত? আমি বিশ্বস্তভাবে অবগত হয়েছি—মন্ত্রীমহাশয় আমাদের চিরশত্রু হৈহয়গণের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করেন। তিনি তাদের সহিত মিত্রতা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন।

বাহু। তা হয় ত এমন হ'তে পারে যে, মিত্রতায় আমাদের স্বার্থ আছে।

প্রতর্দ্দন। এরূপ প্রবল শত্রুর সহিত মিত্রতা কর্‌বার পূর্ব্বে একবার আপনার নিকট অনুমতি লওয়া উচিত নয় কি?

বাহু। এ বিষয় আমি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

প্রতর্দ্দন। আমি হৈহয়গণের সহিত কোনরূপ ঘনিষ্ঠতার সম্পূর্ণ বিরোধী! শাস্ত্রেই বলেছে, "একবার যার সঙ্গে অসৌজন্য ঘটে, তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে নাই।"

বাহু। এ কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে।

প্রত। তারা যখন আমাদের ঘোর আততায়ী, তখন তা'দিগকে বিশ্বাস কি? আমি বেশ বল্‌তে পারি, তারা আমাদের কোন শৈথিল্য বুঝ্‌তে পার্‌লেই অধীনতা-পাশ ছিন্ন কর্‌বার জন্য পুনর্ব্বার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা কর্‌বে। যুদ্ধের পরিমাণ স্থির করা সুকঠিন। হয় ত বুদ্ধির দোষে আমাদিগকে শেষে মহা বিপন্ন হ'তে হবে।

বাহু। প্রতর্দ্দন! তুমি সে ভয় ক'রো না। যতদিন বাহুর বাহুযুগ অস্ত্রচালনা কর্‌তে সমর্থ থাক্‌বে, ততদিন যে কোন শত্রুই শত্রুতায় অগ্রসর হ'ক্ না কেন, অরুণ উদয়ে তারাগণ যেমন একে একে অদৃশ্য হয়, আমার শত্রুতা পথ হ'তে তারাও তেমনি একে একে অন্তর্হিত হবে। জগতে এমন বীর কে আছে যে, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা কর্‌বে? কোন্ ভ্রান্ত মৃগ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হবে? প্রতর্দ্দন! তুমি সৈন্যাপত্য কর্‌লে আর আমি সশস্ত্রে অবতীর্ণ হ'লে, কোন্ বীর সমরাঙ্গণ হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন না কর্‌বে? সেনাপতি! এখনও আমি ভারতের যাবতীয় নৃপতির শত্রুতাকেও কিছুমাত্র ভয় করি না। রাজস্ব-বিভাগে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখ কি!

প্রত। রাজস্ব-বিভাগ আমার অধীন নয়, আমি তার আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ সম্যক্ অবগত নাই। তবে শুনেছি, বড়-রাণীমা মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হ'তে সময়ে সময়ে রাজস্বের সংবাদ রাখেন।

বাহু। সত্য না কি?

প্রত। হাঁ, সত্যই।

বাহু। কেন বড়-রাণীর সে সংবাদ রাখ্‌বার উদ্দেশ্য?

প্রত। তা' আমি বল্‌তে পারি না। তিনি প্রায়ই মন্ত্রী মহাশয়কে অন্তঃপুরে আহ্বান করেন।

বাহু। কই, আমি ত এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানি না।

প্রত। এই সব দেখে শুনে আমার সকলের প্রতিই বিশেষ সন্দেহ হয়।

বাহু। প্রতর্দ্দন! আমি কারও প্রতি অবিচার করি নি, সকলকেই পরম সুখে রেখেছি। সকলকেই আশাতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছি। তাতেও যদি কেউ কুবুদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হ'য়ে কোনরূপ অধর্ম্মাচরণ করে, তাতে আমার কি হবে, সে নিজেই তার ফলভোগ কর্‌বে। শত শত নৃপতির অধিপতি বাহুর রাজ্যে যে সুখী হ'তে না পার্‌বে, তার সুখ আর পৃথিবীর কোন স্থানেই ঘট্‌বে না। সাগরের মধ্যে থেকেও যার পিপাসার শান্তি না হবে, ক্ষুদ্র শত পুষ্করিণীর জলেও তার পিপাসা মিট্‌বে না। আমি স্পর্দ্ধার সহিত বল্‌তে পারি, কোন রাজাই অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে এত অধিক বেতন প্রদান করে না।

প্রত। আমি বলি, যতদিন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন আপনিই স্বহস্তে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করুন। আমি কারেও বিশ্বাস করি না।

বাহু। আচ্ছা, আর কিছুদিন অপেক্ষা করি। পরেও যদি কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখি, তা হ'লে অগত্যা তা-ই কর্‌তে হবে। তবে এমন স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হবে, তা'তে বিশ্বাস হয় না। যা'ই হ'ক্, তুমি এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখো। কোন কিছু তোমার কর্ণগত হ'লেই আমাকে জ্ঞাপন ক'রো। আমি অন্তঃপুরে চল্‌লাম, তুমি স্বকার্য্যে যাও!

[প্রস্থান।

প্রত। যে সকল গুরুতর সংবাদ অবগত হয়েছি, অবিশ্বাসের ভয়ে সে সব প্রকাশ্যভাবে জ্ঞাপন না কর্‌লেও প্রকারান্তরে জানাতেও ত কিছু বাকী রাখ্‌লাম না; কিন্তু কই, মহারাজ ত বেশ বিবেচনার সহিত

তাতে মনোযোগ কর্‌লেন না। আমি শুনেছি, গুপ্তভাবে রাজবিরুদ্ধে রীতিমত ষড়্‌যন্ত্র চল্‌ছে। জনকয়েক পণ্ডিতে মিলে অযোধ্যারাজ্যকে শ্মশানে পরিণত কর্‌বার চেষ্টায় আছে। আমি মহারাজের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী, যখন যা' শ্রবণ কর্‌ব, ধর্ম্মের অনুরোধে তখনি তা তাঁর কর্ণগোচর কর্‌ব, তাতে তিনি সতর্ক না হন্, আমার দোষ কি?

[প্রস্থান।

পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কুটিলের প্রবেশ।

কুটিল। অনেক দূর চ'লে গেছে। আয়, আয়, চ'লে আয়!

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। আমাকে বেটী বলা হচ্ছিল নয়?

কুটিল। কি করি, দায়ে প'ড়ে বলেছি, তা না হ'লে যে ধরা প'ড়ে যাই। একটা দম্‌পট্টি দেওয়া গেল, এ আর বুঝিস্ নি?

মালিনী। তুমি কোথায় ছিলে?

কুটিল। চুপ্‌টি মেরে আড়াল থেকে ওরা কি বলা-কওয়া কর্‌ছিল, শুন্‌ছিলুম।

মালিনী। কি শুন্‌লে?

কুটিল। যা শুনেছি, সব ঠিক।

মালিনী। আমাকে বল-না।

কুটিল। না, তুই মেয়েমানুষ সব চাউর ক'রে দিবি।

মালিনী। বটে আর কি! তোমার মত কত পুরুষের কথা আমার পেটের ভিতর প'চে হেজে গ'লে গেছে।

কুটিল। অ্যাঁ, বলিস্ কি! তোর এই ভাঙ্গা ঘরে তাহ'লে অনেকেই ঢোকে বল? তোর এই বায়সনিন্দিত লাবণ্য দেখ্‌ছি, তবে

অনেকেরই চোখে ধাঁধাঁ দিয়েছে! তুমি তা হ'লে অনেকগুলি বৌনী করেছ?

মালিনী। ও কথার কথা, অমন বল্‌তে হয়। তুমি কি সত্য মনে করলে কি?

কুটিল। না, না, কথার কথা বৈ কি।

মালিনী। কই, বল্‌বে যে?

কুটিল। না, তুই হজম কর্‌তে পার্‌বি নে, সে বড় কঠিন কথা।

মালিনী। তা হ'লে তুমি আমায় বিশ্বাস কর না?

কুটিল। কাকেও বল্‌বি না ত?

মালিনী। না।

কুটিল। দেখ্‌, তোকে আমি বিশ্বাস করি ব'লেই বল্‌ছি। এই—

[কর্ণে কথন]

মালিনী। [উচ্চৈঃস্বরে] কি সর্ব্বনাশ! ষড়্‌যন্ত্র!

কুটিল। চুপ্‌, চুপ্‌, চেঁচাস্‌ নে; যা আর বল্‌ব না।

মালিনী। না, না, আর চেঁচাব না।

কুটিল। না, আর বল্‌ব না।

মালিনী। বল—এইবার চুপ্‌ ক'রে শুন্‌ব।

কুটিল। তবে শোন্—[কর্ণে কথন]

মালিনী। অ্যাঁ কি অধর্ম্ম? রাজ্য কেড়ে নেবে!

কুটিল। চুপ্‌ চুপ্‌, যা—আর বল্‌ব না।

মালিনী। না—না, বল।

কুটিল। না—আর বল্‌ব না।

মালিনী। না—না, বল—মাথা খাও।

কুটিল। না, তুই গোল কর্‌বিস্‌।

মালিনী। না, আর গোল কর্‌ব না।

কুটিল। তবে চুপ্ ক'রে শোন্—[কর্ণে কথন]

মালিনী। ওরে বাপ্‌রে! কি পাষণ্ড। মহারাজকে হত্যা কর্‌বে!

কুটিল। চুপ্, চুপ্, তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ!

মালিনী। তোমাদের বুঝি এই সব যুক্তি হয়?

কুটিল। চুপ্, চুপ্, কারেও বলিস্ নে; তা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, তোকে মন্ত্রীমহাশয়ের গলার সেই হারটা দান কর্‌ব।

মালিনী। সত্যি বল্‌ছ?

কুটিল। একি তঞ্চকতা ভাব্‌লি! কারও কাছে বলিস্ নে, খবরদার! আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

কুটিলের পুনঃপ্রবেশ।

সাবধান! যেন গোল ক'রে ফেলিস্ নে।

[প্রস্থান।

কুটিলের পুনঃপ্রবেশ।

খুব হুঁসিয়ার! নৈলে সব মাটি হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মালিনী। দেখ্‌লে! সর্ব্বনেশেদের বুদ্ধি দেখ্‌লে! আগে ভাল ক'রে খবর রাখি, যদি সত্যি হয়, ছোটরাণী-মাকে ব'লে দেবো।

[প্রস্থান।

[ঐক্যতান বাদন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নগরপথ।

যুদ্ধ করিতে করিতে অমরসিংহ ও প্রতর্দ্দনের প্রবেশ।

প্রতর্দ্দন। অমরসিংহ! এই বুঝি প্রভুভক্তি তব?
এই বুঝি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন?
এই বুঝি পালকের মঙ্গল কামনা?
যাঁহার অন্নেতে পুষ্ট ওই পাপদেহ,
যাঁহার কৃপায় আজি সৈন্যাপত্যলাভ,
বীরনামে পরিচয় বীরের সমাজে,
তাঁরই বিরুদ্ধে—(ছিঃ ছিঃ আনিতেও মুখে
এ হেন পাপের কথা ঘৃণা হয় মনে।)
করি' ষড়যন্ত্র তোরা যত নীচাশয়,
তুলেছিস্ অবহেলে বিদ্রোহ-নিশান!
করেছিস্ আশা যত শৃগাল-কুক্কুরে—
রাজশূন্য মহারণ্য করিয়া কৌশলে
সুখেতে কোশলে সবে করিবি বসতি।
ভুলেছিস্ লোভবশে, ধনের কুহকে—
তোদের ও আশা মম অসির ঝঙ্কারে
পলে পরিণত হবে আকাশ-কুসুমে!

পশ্বাধম মন্ত্রী, সেই প্রথম উদ্যোগী
এ বিদ্রোহে, তুই তার প্রধান সহায়,
কুটিল কুটিল পাপী নরকের কীট,
মিশেছে তোদের সঙ্গে অর্থ-লালসায়।
আমার অজ্ঞাতে বশ করি সৈন্যগণে—
ভেবেছিস্ অনায়াসে পূরাবি কামনা।
মূর্খগণ! না জানিস্ এক প্রতর্দ্দন
তোদের সকলে করি' তৃণতুল্য জ্ঞান?
তুই ত রে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মোর কাছে,
আর যদি কেহ থাকে সহায় তোদের—
ডাক্ তারে, থাক্ সবে বিপক্ষে রাজার;
বৈশাখ-পবনে যথা শুষ্কপত্রচয়—
শোন্ মূঢ়! আমার এ অস্ত্রের আঘাতে
একে একে শুবি তোরা ধরণী-শয়নে।

অমর। বার বার কর তুমি বলের গৌরব,
কথায় কথায় মোরে কর উপহাস,
ভাব' মনে অমর দুর্ব্বল কাপুরুষ
দেখাইব আজ তোমা, ক্ষত্রিয়-সন্তান
অমরের আছে কিনা শক্তি কলেবরে।
বিষবীর্য্য ধরে কিনা বিষধর শিশু।

প্রতর্দ্দন। হাসালি—হাসালি তুই, অবোধ অমর!
মহীলতা আশা যথা ক'রে মূর্খতায়
দেখাতে যোগ্যতা শেষ ভুজঙ্গের সহ;
অথবা পতঙ্গ যেন মাতে দুরাশায়

পক্ষীরাজ গরুড়ের প্রতিপক্ষতায় ;
কিম্বা রে জম্বুক যেন কেশরীর সনে
দেখাইতে পরাক্রম হয় অগ্রসর—
তেমতি এ আশা তোর নির্ব্বোধ অধম !
উন্মাদের অর্থহীন অসার প্রলাপ।
অমর! কুবুদ্ধি দোষে পাপীর উৎসাহে,
হেন কুপ্রবৃত্তি মনে দিস্ না'ক স্থান।
পালক-দ্রোহীর বাস অনন্ত নরকে,
চরমে পরম শান্তি বারেক তা ভাব্।
চিরদিন ভালবাসি, অজ্ঞান ভাবিয়া
সব অপরাধ তোর ক্ষমিলাম আমি।
চল মহারাজ স্থানে, অনুতপ্তভাবে,
ক্ষমা চাবি পাপকর্ম্ম করিয়া স্বীকার,
সব অপরাধ তোর করাব মার্জ্জনা।
নতুবা জানিস্ স্থির—মুহূর্ত্ত-ভিতরে
বিদ্রোহীর নাম লোপ হবে ধরা হ'তে।

অমর। একবার যে অনল জ্ব'লেছে সতেজে,
না করি' দাহন যত উপলক্ষগণে—
না হবে নির্ব্বাণ তাহা, জেনো সুনিশ্চয়।

প্রতর্দ্দন। আয় তবে নরাধম! জনমের মত
ফুরাই ও তোর পাপ-জীবনের খেলা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ক্ষণপরে অমরসিংহের গলে ধনু আকর্ষণ করিতে
করিতে প্রতর্দ্দনের পুনঃপ্রবেশ।

প্রতর্দ্দন। কোথায় বান্ধবগণ এখন, বর্ব্বর!
কোথা তোর হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী দুরাচার?
এবার কে তোরে ওরে বিশ্বাসঘাতক,
অকৃতজ্ঞ, অর্ব্বাচীন, নরকের কীট!
করে রক্ষা মহাবীর প্রতর্দ্দন-করে?
যাদের কুবুদ্ধি শুনে, পশ্চাৎ না ভাবি,
ভাসাইলি প্রাণ-তরি বিদ্রোহ-জীবনে,
এ হেন সঙ্কটকালে—ডাক্ সে সকলে
করুক্ সাহায্য তোর। বন্ধুর সমান
হউক একত্রে পাপ-পরিণামভাগী।
নাহিক কিছুতে আজ নিস্তার তোদের,
দলিতে কৃতঘ্ন যত দুষ্ট দুরাশয়ে
প্রতর্দ্দন নিষ্ঠুরতা ধরিল হৃদয়ে।
অমর! এবার তুই স্মর্ ইষ্টদেবে,
জনমের মত তোরে—

[অসি নিষ্কাসন।

পশ্চাৎ হইতে মন্ত্রীর প্রবেশ ও প্রতর্দ্দনকে বাণ-প্রহার।

প্রতর্দ্দন। কে রে! কে রে! কুলাঙ্গার! ক্ষত্রিয়-অধম!
করিলি অন্যায় ভাবে অস্ত্রাঘাত মোরে? [পতন]

মন্ত্রী। বড় আস্ফালন তোর হ'তেছিল নয়?
এইবার দেখ্ কেবা যমালয়ে যায়!

প্রতর্দ্দন। [ভয়কণ্ঠে] কে, মন্ত্রি! মন্ত্রি!
পাপাশয়! পিশাচ! চণ্ডাল!
অলক্ষ্যে করিলি তুই জীবনান্ত মোর?
অর্থলোভি! নরাধম! নৃশংস পামর!
এ—পাপের—ফল—তোরে,
একদিন—অবশ্যই—হবে—রে—ভুঞ্জিতে।
নর—কেও—স্থান—তোর—হ—বে—না, না—রকি!
উঃ—[মৃত্যু]

মন্ত্রী। মুদেছে নয়ন এবে জনমের মত!
নিরুদ্ধ কণ্ঠের স্বর হয়েছে এবার!
অমর, এখানে বৃথা কালবিলম্বন,
রাজপক্ষ-অবলম্বী যতেক কণ্টকে
একে একে সবে তুমি কর উন্মূলিত।
কিছু সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে ত্বরা ক'রে আমি
অবরোধ করিগে বিক্রমে।
যাবৎ এ রাজ্য নাহি হয় নিষ্কণ্টক,
অমর, তাবৎ নাহিক বিশ্রাম মোদের।
এস দেখি, কতক্ষণে সিদ্ধ হয় কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পাপ ও পুণ্যের প্রবেশ।

পাপ। কার অহঙ্কার, পুণ্য, চূর্ণ হ'লো এবে?
কাহার প্রভাব ভবে বাড়িল, রে মূঢ়?
আরও কি বলিতে চাস্, জগতের লোকে,
আমারে না পূজা করি' পূজে থাকে তোরে?

কত চেষ্টা করিলি ত মূর্খ জ্ঞানে ল'য়ে—
আনিতে স্ববশে যত ধরাবাসীজনে,
কি ফল হইল তায় ? সম্মানের সহ
কে তোরে আদরে নিল মস্তকে তুলিয়া ?
দেখিলি স্বচক্ষে তুই—আমার প্রভাবে
এখনি কি মহাকাণ্ড হ'ল সমাধান।
বল্ পুণ্য, কিসে আর দেখাবি গরিমা ?

পুণ্য। অহঙ্কারে আত্মহারা না হ'স্, কলুষ !
বেশীদিন নাহি হবে অভিনয় তোর।
চন্দ্রমা-উদয়ে যথা আঁধার পলায়,
আমার প্রভাবে তুই অচিরেই, পাপ,
মানব-সমাজ হ'তে হ'বি বিদূরিত।
আঁধারের পরে রাকা যেমন মধুর,
পাপ পরে পুণ্য জীবে ভাসিবে তেমনি।
তাপদগ্ধ পশু যথা নিদয় নিদাঘে
ছাড়িয়া প্রান্তর যায় পাদপ-আশ্রয়ে,
পাপ-অনুতপ্ত জীব একদিন তথা
লুটাইবে চিরতরে পুণ্যের চরণে।
অঙ্গে ক্ষত করি সাধে, মানব যেমন
দারুণ দাহনে শেষে করে পরিতাপ,
তোরে স্থান দিয়ে দেহে যত অর্ব্বাচীন
পরিশোচনায় শেষে দহিবে সতত।
ঔষধ-সেবনে যথা ব্যাধি দূরে যায়,
পুণ্যের প্রলেপে তারা শান্তি পাবে পুনঃ।

পাপ। ধূমার্ত্ত অনল যেন নিভেও না নিভে,
অপক্ক বংশের দণ্ড ভেঙ্গেও না ভাঙ্গে,
সেরূপ স্বভাব ঠিক দেখি, পুণ্য, তোর!
পদে পদে অপদস্থ হ'তেছিস্ এত,
কণাহীন ফণীসম তথাপিও তোর
অমূলক গর্জ্জনের নাহিক বিরাম।
নিতান্ত নির্লজ্জ তুই, জানিলাম এবে।
অন্য কেহ হ'লে পরে, হেন অপমানে
ডুবিত সাগর-নীরে শিলা বাঁধি' গলে।
অথবা—অমর তুই বিধির কৃপায়,
উচিত নিশ্চয় তোর ও ঘৃণিত মুখ
না দেখাতে পুনরায় সম্মুখে আমার।

পুণ্য। বড় বুদ্ধি, পাপ, তোর করি নিরীক্ষণ!
দেখায়ে মানবে অতি নৃশংসের খেলা,
আত্ম-গরিমায় তুই না বাঁচিস্ আর।
প্রভাতী কুহেলিসম অল্প বল লভি'
ভেবেছিস্, চিরতরে আবরিলি মোরে?
না জানিস্ বিধাতার অকাট্য বিধানে—
সময়ে পাপের কুহা করি' বিদূরিত
উদিবে সতেজে পুনঃ পুণ্য-দিনমণি!

পাপ। ও আশা রে ধর্ম্ম! তোর জানিস্ নিশ্চয়,
রোগীর বিকার কিম্বা নিশার স্বপন।
যত চেষ্টা কর্ তুই, আমার যেমন—
সহজে কেহ না হবে অনুগত তোর।

আর কিছুদিন মধ্যে ধরারাজ্য হ'তে
দূর করি তোরে মোর শত্রুগণসহ,
মহাসুখে রাজ্য আমি করিব ভূতলে।

পুণ্য। ভাল, ভাল, দেখা যাবে কে কারে খেদায়!
কারে মান্যবান্ বিধি করেন জগতে।
প্রথমে পাপের লীলা দেখুক্ মানব,
তারপর পুণ্য আমি দেখাইব খেলা।

[প্রস্থান।

পাপ। পাপের প্রতাপে, তোর দেখাইতে খেলা
না ঘটিবে অবসর দেখ্ মূঢ়মতি!
প্রত্যেক ঘটনা, প্রতি ক্রিয়ায় আমার,
বিস্ময়ে বিস্ময়ীভূত করিব সকলে।
দেখিতে প্রতাপ মোর পলকে
দর্শকের দেহে হবে রোমাঞ্চ সঞ্চার,
এখনো অনেক বাকী এই ত প্রথম;
পাপ আমি, দেখ জীব! কত শক্তি মম।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

অনীতা আসীনা।

অনীতা। হইয়াছে এতদিনে পূর্ণ আয়োজন।
বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী পেয়ে উৎসাহ আমার
একে একে সবারে করেছে হস্তগত।
স্বীকৃত শিক্ষিত সেনা বিদ্রোহ-ইঙ্গিতে
তুলিতে কৃপাণ সবে বিপক্ষে রাজার।
সহকারী সেনাপতি সুদক্ষ অমর
ল'য়েছে আপনি সৈন্য-চালনার ভার।
বিচক্ষণ মন্ত্রী—যবে সমর-তরঙ্গ
উথলিবে মহাঘোষে, পশ্চাৎ হইতে
প্রতিপক্ষ প্রতি অস্ত্র করিবে নিক্ষেপ।
অশনিপতনে যথা সম্মুখে পশ্চাতে
পথিক ভয়েতে হয় বলবুদ্ধিহীন,
গুপ্তসৈন্য-অস্ত্রাঘাতে রাজপক্ষগণ
ছত্রভঙ্গ দিয়া সবে পলাবে চৌদিকে।
সুচতুর অমাত্যের ক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে
সেনাপতি প্রতর্দ্দন হবে ধরাশায়ী ;
এই যুক্তি স্থির করি' অদ্যই প্রত্যূষে
কথা আছে উড়াবার বিদ্রোহ নিশান ;

অনুমানি সঙ্কল্পের হয় নি অন্যথা।
চৌদিকে বিস্তৃত দেখি ব্যাধের আনায়
সিংহ যথা ইতস্ততঃ ছুটে প্রাণভয়ে,
মোদের চক্রান্তে হ'য়ে আক্রান্ত সহসা
সেই মত নরপতি ধাইবে চৌদিকে।
যেমন অবলা ভাবি' আগ্রাহি' আমায়
ইচ্ছা সদা স্বনন্দারে করিতে সুখিনী,
তেমন এবার সেই প্রিয়পত্নী-সুতে
কিরূপে বাঁচায় দেখি অনীতার দ্বেষে।
সমিধ্ সমস্ত ক্রমে হয়েছে সঞ্চয়,
আহুতি দিবার মাত্র বিলম্ব এখন।
কি হইল, অচিরেই পাইব সংবাদ,
ধৈরয ধরিয়া থাকি আরো কিছুক্ষণ।

পুতুলহস্তে শোভার প্রবেশ।

শোভা। মা! মা! দেখ্, আজ আমার গোপালের মুখখানি যেন মলিন হ'য়ে গেছে। বোধ হয়, আমাদের কোন অমঙ্গল ঘট্‌বে। বাবার প্রতি যেদিন কোন্ শত্রুতে গুপ্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, সেই-দিনও গোপালের মুখখানি এম্‌নি মলিন হ'য়ে গেছ্‌ল। তাতেই আমি জান্‌তে পারি, আমাদের কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা হ'লেই গোপালকে মলিন দেখায়।

অনীতা। অজ্ঞানা বালিকা, তুচ্ছ পুতুলের ভাবে
ইষ্টানিষ্ট ভাল মন্দ করে অনুমান।
জানে না পুতুল মাত্র মাটির মূরতি,
যতনের গুণে হয় মলিন উজ্জ্বল।

শোভা। মা! গোপালকে মলিন দেখে আমার বড় ভয় হয়েছে

অনীতা। কিসের ভয়? অনর্থক চিন্তা ক'রে মনকে চঞ্চল করিস্ নে। অনিষ্ট ঘট্‌বে না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ আমাদের লাভই হবে।

শোভা। না মা! তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না; তা হ'লে আমার গোপাল হাস্‌ত।

অনীতা। শোভা! তোর পুতুল নির্জীব, তুই কিরূপে বুঝ্‌তে পারিস্, হাসে?

শোভা। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি।

অনীতা। জগতে কেউ পারে না, আর তুই পারিস্?

শোভা। কেউ না পারুক্, আমি পারি।

অনীতা। একেই চপলতা বলে। শোভা! আমার কথা শোন্, ও সব ভ্রান্ত ধারণাকে মনে স্থান দিস্ নে। তুই নিতান্ত বালিকা ন'স্ তোর কি এখনও কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নি? অচেতন পদার্থ স্পন্দনশূন্য, তার হাসিও নাই, কান্নাও নাই। তোকে ভোলাবার জন্য দেবর্ষি পুতুল দিয়ে কি ব'লে গেছেন, তুই তাকেই যথার্থ স্থির ক'রে একেবারে পাগল হ'য়ে গেছিস্। শোভা! ও পুতুল পূজা ছেড়ে দে, পুতুলের জন্য যে সময়টা নষ্ট কর্‌ছিস্, সেই সময় আমার কাছে ব'সে বুদ্ধি শিক্ষা কর্, পরে কাজ হবে। নইলে অলস পৌত্তলিকের মত একটা মৃত-পিণ্ডকে নিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া কর্‌লে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাবে। নয় ত তুই ও পুতুলটাকে ফেলে দে।

শোভা। না মা! অমন কথা বলিস্ নে। প্রাণ থাক্‌তে আমি পুতুলকে ফেলে দিতে পার্‌ব না। গোপালকে পূজা কর্‌তে কর্‌তে আমার প্রাণে কত আনন্দ হয়! গোপালের গলায় মালা পরাবার সময় এক-একদিন আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে একদৃষ্টে গোপালের মুখের

দিকে চেয়ে থাকি। ঘর সংসার, পিতামাতা, এমন কি অমন স্নেহের সগরকেও ভুলে গিয়ে তখন আমি এক গোপাল ছাড়া আর কিছুই দেখি না। মা! আমি বুদ্ধি শিক্ষা করতে চাই না, ধনরত্ন-ভোগের আশাও করি না, আমি দিবানিশি গোপালের ভাবে বিভোর থাক্‌ব; সযত্নে সর্ব্বদা গোপাল পূজা কর্‌ব।

গান।

আমি গোপালভাবে হব ভাবী (গো)।
ধূলা-খেলা ভুলে, অনুরাগে ফুলে,
পূজ্‌ব বনফুলে পূজ্য অনুভাবী।
চাই না গো মা অর্থ—অনর্থের মূল,
বুদ্ধি হ'তে বৃদ্ধি ধর্ম্ম-প্রতিকূল,
বিলাসে জীবের জীবন-সঙ্কুল,
আশায় করে নরে নিরত অভাবী।
করিব পুতুলে নয়ন-পুতুল,
ধরিব হৃদয়ে চরণ বাতুল,
লভিব অন্তরে আনন্দ অতুল,
হেরিব গোপালের ভুবনমোহন ছবি।

অনীতা। শোভা! তোর জন্যই আমি এত কর্‌ছি, কিন্তু তুই দেখ্‌ছি, দিন দিন উন্মাদ হ'য়ে যাচ্ছিস্‌। ধনরত্নে যেন তোর ক্রমশঃ বিরাগ জন্মাচ্ছে।

শোভা। আমি মেয়েছেলে ধন নিয়ে কি কর্‌ব? বরং সগরের যাতে এখন থেকে সংসারে অনুরাগ হয়, সকলে সেই চেষ্টা কর। সগর সাধনাতে যেরূপ মত্ত হয়েছে, আমার বোধ হয়, আর কিছুদিন এ ভাবে থাক্‌লে সে সংসার ছেড়ে চ'লে যাবে। ঐ বুঝি সগর এইদিকে আস্‌ছে।

সগরের প্রবেশ।

সগর। জয় নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে!
জয় রাধিকা-রঞ্জন দীনগতে!
সব বিপদ্‌ভঞ্জন দুখহারি!
নব নীরদগঞ্জন রূপধারি!
নর-নির্জ্জর-অর্চ্চিত মুররিপু!
ধর চন্দন চর্চ্চিত বরবপু!
বটপত্রশায়ী বিভো নটবর!
ভব বারিনিধি তট-কর্ণধর!

শোভা। সগর, তুই কি রাজ-পরিচ্ছদ একেবারেই পরিত্যাগ কর্‌লি?

সগর। দেবর্ষি বলেছেন, সাধনা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ-বসন পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

শোভা। তোর সাধনা কতদিনে পূর্ণ হবে?

সগর। তা' কি ক'রে বল্‌ব? হয় ত এ জীবনে নাও হ'তে পারে।

শোভা। তুই রাজ-পুত্র, তোর সাধনা যদি শীঘ্র পূর্ণ না হয়, তুই কি এই নামাবলীই পরিধান ক'রে থাক্‌বি!

সগর। দিদি! মূল্যবান্ বসন পরিধান করাই কি গৌরবের কথা! আমি রাজবসন পরিধান করি, তার চেয়ে নামাবলী পরায় দেখ দেখি কেমন সেজেছি!

শোভা। বেশভূষা না পরায় তোর সৌন্দর্য্য হীন হয়েছে।

সগর। ও তোমার চোখের ভ্রম। চাক্‌চিক্যময় পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে যে আপনাকে সুন্দর মনে করে, সে বড় নির্ব্বোধ। বাহ্যপরিচ্ছদে

দেহের শোভা হয়, মনের শোভা ত হয় না। দিদি! বেশভূষা অঙ্গের ভার মাত্র; তাই আমি নিজেই ও সব ইচ্ছা ক'রে পরিত্যাগ করেছি।

অনীতা। সগর! তোমার কি রাজা হ'তে ইচ্ছা হয় না?

সগর। বড় মা! আমি তোমার কাছে মনের কথা প্রকাশ কর্‌ছি। আগে আগে আমার রাজা হ'তে বড় সাধ যেত, কিন্তু এই হরিনামে দীক্ষা গ্রহণ করা থেকে আর যেন আমার রাজ্যে থাকতেও ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, কোলাহলপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে কোন নির্জ্জন কাননে গিয়ে দিবানিশি সাধনা করি। সর্ব্বদা প্রাণভ'রে মুখে হরি হরি ব'লে ডাকি।

গীত।

আর প্রাণ চাহে না গো মা! থাকিতে অনিত্য বাসে।
সাধ হয় সাধনে যেতে ডাকিতে সেই পীতবাসে॥
ঘুচাতে মা মায়ার বাঁধন, করব বাঁধা-হারীরে সাধন,
হের্‌ব শিবের আরাধ্যধন জীবের জীবন শ্রীনিবাসে।
ত্যজ্য করি রাজ্য-পদ, তুচ্ছ করি এ সম্পদ,
ভাবিব সদা শ্যাম-পদ ভাব-আবেশে;—
অসার আশা পরিহরি বল্‌ব মুখে হরি হরি,
তরিব ভব-লহরী, চলিব কৈবল্যবাসে॥

সগর। বড় মা! মাকে যেন এ কথা ব'লো না; মা শুন্‌লে বড় আকুলা হবে, আমার সাধনায় অন্তরায় ঘট্‌বে।

অনীতা। না সগর! তোমার সাধনার যাতে সুবিধা হয়, আমি তা-ই কর্‌ব।

শোভা। সগর, তোর যেরূপ মনের ভাব দেখ্‌ছি, তাতে তুই যে সংসারী হ'বি, তা ত বিশ্বাস হয় না। তুই বড় হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে

উপবেশন করবি, আমরা দেখে নয়ন সার্থক কর্‌ব, আমাদের সর্ব্বদা এই সাধ ; কিন্তু বোধ হয়, সে সাধ আমাদের মনে-মনেই থেকে যাবে।

সগর। দিদি! তুমি ত আর আমাকে আগেকার মত ভালবাস না?

অনীতা। তা তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

সগর। দিদি মালা গেঁথে আমাকে না দিয়ে ওর পুতুলের গলায় পরিয়ে দেয়। বিরলে ব'সে ফুল দিয়ে পুতুল পূজা করে ; ও পুতুলকেই বেশী ভালবাসে।

শোভা। সগর! আমি যে পুতুলকে তোর চেয়ে ভালবাসি, তা নয়। তবে সর্ব্বদা গোপালকে পূজা কর্‌বার কারণ—তুই আমার আপনার হয়েছিস্, গোপালকে আমি এখনও আপনার কর্‌তে পারি নি। দেবর্ষি বলেছেন, "পুতুলকে নাচাতে নাচাতে দেখ্‌বে, যেন পুতুল তোমার নয়নপুতুল হ'য়ে নৃত্য কর্‌ছে।" সগর, এখনও আমার সেদিন হয় নি। দেবর্ষির উপদেশে তুই সাধনাতে যেমন মন দিয়েছিস্, আমিও গোপাল-পূজাতে তেমনি অনুরক্তা হয়েছি।

অনীতা। শোভা! সগর বরং কাজ কর্‌ছে, তুই অনর্থক পরিশ্রম ক'রে সারা হচ্ছিস্। পুরুষের বুদ্ধি যে নারীর অপেক্ষা অধিক, তা এতেই বোঝা যায়।

ব্যস্তভাবে সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। দিদি! দিদি! বিপদ্ বিষম।
দুরাচার মন্ত্রী করি' চক্রান্ত গোপনে,
মিলিয়া পরম শত্রু হৈহয়ের সহ—
জ্বেলেছে বিদ্রোহানল বিপক্ষে মোদের।
হতেছে ভীষণ রণ নগর প্রান্তরে,
সৈন্যগণ-কোলাহলে কাঁপিছে মেদিনী।

দিদি ! দিদি ! কি হবে উপায়—
কি উপায়ে ত্রাণ পাব সঙ্কট-সাগরে ?

অনীতা। সুনন্দা ! না হ'স্ ভীতা, অরাতি সকল
করুক যা' ইচ্ছা মনে, দেখিবি অচিরে
রাজ-সৈন্যপরাক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া
পলাইবে প্রাণ ল'য়ে নানা দিক্ ধরি'।
নদীস্থ পর্ব্বত গাত্রে দিবস যামিনী
কত বেগে পড়ে কত উর্ম্মির আঘাত,
তাতে কি পর্ব্বত কভু হয় বিচলিত ?
রাজার বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধের সূচনা,
প্রায়শঃ হ'য়েই থাকে ; ক্ষত্রনারী মোরা,
কি ভয় তাহাতে বল ? তায় মহারাজ
সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র রাজা,
তাঁহার বিরুদ্ধে করি চক্রান্ত সামান্য
কি করিবে হীনবীর্য্য অরাতি-নিকর ?

সুনন্দা। দিদি ! পরশত্রু হ'তে
আত্মশত্রু শতগুণ ভয়ঙ্কর ভবে,
কেননা আত্মীয় জানে সকল সন্ধান।
শুনিনু পাপিষ্ঠ মন্ত্রী রাজ্যলাভ-লোভে
করেছে এ অনর্থের ঘটনা বিষম !
তাই মনে হয়—না জানি কপালে
কি আছে বিধির লেখা আমাদের প্রতি !

অনীতা। চিন্তা ত্যজ' বাক্যে মোর ; তুচ্ছ ঘটনায়
করিস্ না মনে হেন বিপৎ কল্পনা।

জ্বলেছে অনল—আয় ব'সে দেখি মোরা,
আপনিই নিবে যাবে মুহূর্ত্ত ভিতরে।

শোভা। না মা, আজ ঠিক আমাদের কোন বিপদ্ ঘটবে। আমি তোকে আগেই বলেছি, এই দেখ তার সূচনাও হয়েছে!

অনীতা। ছিঃ অজ্ঞানে! হেন বাক্য না আনিস্ মুখে।
কি ভয়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্ তুই ব'সে।
নিয়ত আশ্রিত তরু লতায় যেমন
করে রক্ষা নগবর ঝড়বৃষ্টি হ'তে,
জীবিত র'য়েছি আমি—কেন চিন্তা এত,
আমিও বাঁচাব তোরে সেরূপ প্রকারে।

সুনন্দা। এ বিপদে মহারাজ গেলেন কোথায়?

অনীতা। লুঠাইতে অরাতিরে ধরণী শয়নে
সশস্ত্রে গেছেন বুঝি, রোষোদ্দীপ্ত হ'য়ে।

সুনন্দা। না, তিনি সহসা শুনি অস্ত্রের গর্জ্জন,
উৎসুকশ্রবণে ক্ষণ করিয়া শ্রবণ
গিয়াছেন জানিবারে কারণ তাহার।

অনীতা। তাই হবে, এখনই ফিরিবে তা হ'লে,
সব সমাচার মোরা পাব তাঁর কাছে।

সগর। কি হেতু অনর্থ হেন ঘটিল, জননি?

সুনন্দা। রাজ্যতরে, অর্থলোভে, পাপের প্রকোপে।
সমুদ্রের তীরে বাস যেমন সশঙ্ক,
রাজ্যধন-সম্ভোগেও বিপদ্ তেমন;
ধনাঢ্যের চিন্তাযুক্ত জীবনের চেয়ে
দরিদ্র-জীবন হয় পরম শান্তির।

সগর। তবে কেন অকারণ নির্ব্বোধ মানব
ধনৈশ্বর্য্য তরে হয় অশান্তির দাস ?
অর্থের কুহকে প'ড়ে, মোহের ছলনে,
ইহকাল পরকাল না ভাবে ক্ষণেক !
হায় মা ! দরিদ্র যারা—ধনরত্নহীন,
তারা ত প্রাণের ভয়ে ভাবে না এ ভাবে ?
যদি অদৃষ্টের ফেরে—না পারি বলিতে,
রাজত্বে মোদের কোন ঘটে অমঙ্গল,
তা হ'লে কিরূপে মাতঃ! বাঁচিবে জীবন,
ভাবিতেও প্রাণ হয় ভয়েতে আকুল।

শোভা। সগর, বালক তুই, ভাবিস নে এত।
আমাদের ভাগ্যে যদি তাই লেখা থাকে,
কে খণ্ডিবে বিধিলিপি—অদৃষ্টের ফল ?
পক্ষিশিশুসম মোরা পিতৃমাতৃস্নেহে
সুখে দুঃখে কোনরূপে হইব পালিত।
রাজ্য যদি কেড়ে নেয় শত্রুগণে মিলে,
বনেও ত স্থান, ভাই, হবে রে মোদের !
সকলের প্রাণাধিক তুই, রে সগর !
আগেতে খাওয়ায়ে তোরে পিছে মোরা খাব।

অনীতা। বার বার তোরে আমি করি নিবারণ,
তবু না শুনিস্ মানা, বৃদ্ধার সমান
বকিস্ বালিকা-কণ্ঠে, হীনবুদ্ধি বালা !

শোভা। বকিনে মা ! দেখ্ চেয়ে সগরের পানে,
বিপদের কথা শুনে—কোমল কুসুম

শুখাইয়া যায় যেন আগুনের তাপে,
মুখখানি চিন্তা-ভয়ে হয়েছে মলিন।

সুনন্দা। আহা দিদি!
শুনিলে শোভার মুখের মধুর বচন,
বিপদেও হয় প্রাণে আনন্দ উদয়।
সগর! ভাবনা তোর কেন, বাছাধন!
নয়নের মণি তুই, রাখি বক্ষোমাঝে—
পক্ষী যথা পক্ষ ঢাকি' বাঁচায় শাবকে,
পালিব সতত তোরে হৃদয়-শোণিতে।

ব্যস্তভাবে বাহুর প্রবেশ।

বাহু। বড়রাণি! ষড়যন্ত্র চৌদিকে বিস্তৃত!
ধরিবারে মৃগ যেন কৌশলের সহ
নিষাদ কাননে করে বাগুরা বিস্তার,
পাপমতি মন্ত্রী আর কৃতঘ্ন অমর,
দুরাত্মা কুটিল, করি চক্রান্ত বিষম
পাতিয়াছে চারিদিকে বিদ্রোহ-আনায়;
গোপনে শত্রুর সহ করিয়া সখ্যতা,
হরিতে রাজত্ব মোর করেছে বাসনা।
যাহার অন্নেতে সবে ধরেছে জীবন,
এমন নৃশংস হায়, এত অধার্ম্মিক!
না করি' পাপের ভয়, ধর্ম্ম নাহি ভাবি'
করেছে মন্ত্রণা আজ তারই সর্ব্বনাশে।
অর্থলোভে মুগ্ধ হ'য়ে যতেক পিশাচ,
অকৃতজ্ঞ, পশ্বধম, বিশ্বাসঘাতক,

তুলিয়াছে চরমের নরকের সাজা।
একমাত্র প্রতর্দ্দন, মোর পক্ষ হ'য়ে,
আপন প্রাণের মায়া তুচ্ছজ্ঞান করি'
আমার বিপদে ভাবি' নিজের বিপদ্—
যুঝিছে অরাতি-সঙ্গে প্রবল বিক্রমে।
এত সৈন্য সেনানীর—হায় বড়-রাণি!
আর কেহ নাহি মম সহায় এখন,
মন্ত্রীর কুচক্রে সবে রাজদ্রোহী হ'য়ে,
তুলিয়াছে একযোগে বিদ্রোহ-নিশান।
অনলে পবন যথা, হৈহয় সকল
করিছে সাহায্য আসি প্রলয় বিক্রমে।
এত শত্রু মধ্যে থাকি কিন্তু প্রতর্দ্দন,
(ওহো জীবনেও ঋণ তার নারিব শুধিতে)
কতক্ষণ যুঝিবে বা একা অসহায়!
পৃথিবী বিজয় করি' হায় বড়-রাণি!
কৃতঘ্ন ভৃত্যের পাপবুদ্ধি হ'তে বুঝি,
রাজ্যহীন হ'তে হয় এতদিন পরে!

গীতকণ্ঠে পরমানন্দের প্রবেশ।

পরমানন্দ।—　　গান।

কারে আপন বোধে করিছ বিশ্বাস,
　　কে তব কান্তা, কে তব দাস।
ভাব যে রঙ্গিণী জীবন-সঙ্গিনী
　　কাল-ভুজঙ্গিনী করিবে বিনাশ॥

বাহু।　　কি! কি!

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ভার্য্যা বিশ্বাসঘাতিনী
ঘোরা মায়াবিনী প্রাণঘাতিনী,
কথা দুর্ব্বিবহ তব মন্ত্রীসহ
গুপ্ত মন্ত্রণাকারিণী ,—
পাতিয়াছে ফাঁদ, চাঁদ চারু ধরিতে
ভরিতে সাবধান, করিবে হতাশ।

বাহু। বড়-রাণি! ষড় যন্ত্রে তুমিও ব্যাপৃতা?
গোপনে মন্ত্রীর সহ করিয়া মন্ত্রণা,
ঘটায়েছ হিংসাবশে এ অনর্থ হায়?
ওহো! কাহারে বিশ্বাস তবে করি আর ভবে!
আপনার ভেবে যারে ধন-মনঃপ্রাণ
করিয়াছি সমর্পণ পরম সোহাগে,
সেই রে অর্থের লোভে চণ্ডালীর সম
সমুদ্যত স্বপতির সর্ব্বস্ব বিনাশে।
পাষাণী অনীতে! অয়ি কাল-ভুজঙ্গিনি!
এত পাপ, এত হিংসা, মনে মনে তোর?
প্রথমা মহিষী তুই, কত অনুরাগে
ধরেছি হৃদয়ে তোরে পরম আদরে,
সঁপেছি সকল হায় সরল বিশ্বাসে,
পাপিয়সি! এই বুঝি প্রতিদান তার?
ওহো মূর্খ আমি, দেবজ্ঞানে পিশাচীর করে
করিয়াছি মূর্খতায় আত্মসমর্পণ!
মরুসীর সরোজিনী-মৃণাল ভ্রমেতে
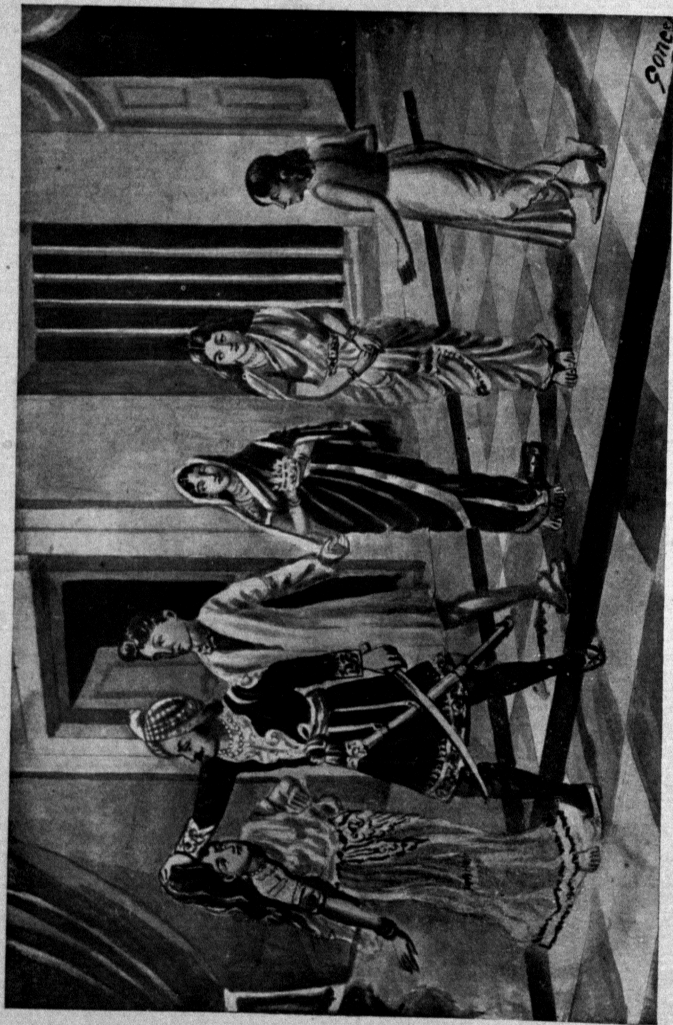
বাহু। আশার কল্পনা, মরণের পথ তোরে। [সগরাভিষেক, ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—১১৯ পৃষ্ঠা।

পরিয়াছি জ্বালাময়ী ফণীনীর মালা!
কোমল কুসুমজ্ঞানে অজ্ঞানের বশে
ধরিয়াছি প্রাণঘাতী শক্তিশেল বুকে।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ললনা-রাক্ষসী সাহায্যে,
করিবে তোমারে বঞ্চিত রাজ্যে,
নিজ কন্যা ল'য়ে,　　তব শত্রু হ'য়ে,
বাসনা সম্পদ-ভোগবিলাস।

বাহু। এত আশা মনে করেছ, পাপিনি!
আমারে বঞ্চনা করি' কাপট্যে, কুহকে,
আপনি করিবে রাজ্য কন্যার সংহতি!
হায় অর্থ! মনুষ্যত্ব নাশিস্ রে তুই।
তোর লোভে পাপী নরে না পারে করিতে
এমন অকার্য্য কিছু নাহি রে ভূতলে।
বিশ্বাসঘাতিনী অয়ি দুর্ব্বুদ্ধি অনীতে!
মিটাইব আজ তোর ও সুখের আশা।
খণ্ড খণ্ড করি' তোর ওই পাপদেহ,
খাওয়াইব মাংসলোভী শৃগাল কুকুরে।
মনে মনে কর্, মূঢ়ে! আশার কল্পনা,
মরণের পথে তোরে!

[কোষ হইতে অসি নিষ্কাষণোদ্যোগ ও পরমানন্দের বাধা প্রদান]

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

স্ত্রীহত্যা মহাপাপ ক'রো না,
পবিত্র অসিতে পাপিনী ব'ধো না,

হবে যশোহানি, তীব্র আত্মগ্লানি,
পরিহর জ্ঞানী পাপাভিলাষ !—
ক্ষম দোষ অবলার, ক্ষমা তব অলঙ্কার,
রাজোচিত মহিমার পূর্ণ বিকাশ ॥

[প্রস্থান।

বাহু। ছোট-রাণি ! পুত্রসহ যাও নিজগৃহে,
পাপিনীর সহ আর না কর আলাপ ।

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ ! মহারাজ !

বাহু। কহ দূত ! সমরের সমাচার কিবা ?

দূত। প্রবল অরাতিগণ কপট কৌশলে
করেছে সেনাপতির জীবন-সংহার।
একদল সৈন্য ল'য়ে অমাত্য আপনি
আসিতেছে আক্রমিতে রাজ-অবরোধ।
রাজপক্ষ-অবলম্বী সৈন্যদল ভয়ে
ভঙ্গ দিয়া পলাইছে প্রাণের মায়ায়।
জীবন বাঁচাতে যদি বাসনা, নৃমণি !
এখনি পলায়ে যান্ সুদূর প্রদেশে।

[প্রস্থান।

সুনন্দা। মহারাজ ! মহারাজ ! যাক্ রাজ্য-ধন ;
চলুন জীবন ল'য়ে যাই পলাইয়া ;
জীবিত থাকিলে প্রাণে, কত রাজ্য হবে।

বাহু। না, না, রাণি ! কাপুরুষ দুর্ব্বলের মত
বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধে, বিনা রক্তপাতে,

নাহি দিব রাজ্য তুলে অরাতির করে।
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ ধরি, প্রাণপণ তেজে
যাব আমি একবার বিপক্ষ-দলনে।

সুনন্দা। করে ধরি, প্রাণনাথ! করি নিবারণ,
এ বিপদে প্রাণ দিতে যেয়ো না স্বেচ্ছায়।
আসিছে প্রবল শত্রু ঘেরিতে প্রাসাদ,
এই বেলা পলাইয়া চল স্থানান্তরে।

বাহু। চল রাণি! চল দেখি ভাগ্য-চিত্রে মোর
চরমে অঙ্কিত আছে কি দুঃখের ছবি।
থাক্ রে অনর্থ অর্থ! স্বার্থের পোষণে।
থাক্ রে সম্পদ্! থাক্ বিপদ্ লইয়া।
থাক্ রে বিলাস-সুখ! সংসার-শ্মশানে।
থাক্ রে বিশ্বাস! থাক্ প্রবঞ্চনা ল'য়ে।
সূর্য্যকুল নৃপতির অতি গৌরবের
দেবপুরীবিনিন্দিত অট্টালিকা তুই!
হবে এবে পিশাচের তাণ্ডবের ভূমি।
কেশরীর রাজ-পাট কালের খেলায়
হ'ক্ যত শৃগালের নর্ত্তনের স্থান।
লালসা-রাক্ষসি! তুই আনন্দের হাটে
মহাসুখে দেখা সদা কাঠিন্সের খেলা।
অযোধ্যা! অযোধ্যা! অয়ি আনন্দদায়িনি!
স্বর্গাদপি গরীয়সি জন্মভূমি মোর,
কুসন্তানে চিরতরে দাও মা বিদায়!
শোকের আসার, মাগো? মুছাতে মুছাতে

সঁপে দিনু আজ তোমা পিশাচের করে।
সূর্য্যকুল-রাজলক্ষ্মি! অভাগারে ছাড়ি,
যাও গো চণ্ডালের আনন্দবর্দ্ধনে।
পাপিনী অনীতে! তুই থাক্ রাজসুখে,
বনবাসী পতি তোর হ'ল চিরতরে।

[সুনন্দা, বাহু সহ সগরের প্রস্থান।

শোভা। ছোট-মা, সগর, বাবা পলাল সকলে,
আমরাও যাই চল সঙ্গেতে ওদের।
আসিছে বিপক্ষগণ ঘেরিতে প্রাসাদ,
এই বেলা না পালালে ঘটিবে প্রমাদ।
শত্রুর করেতে যদি পড়ি ধরা মোরা,
বড় শাস্তি পাব মাগো দিবস যামিনী।

অনীতা। কে তোরে বলিল, শত্রু অমাত্য মোদের?
অজ্ঞানে! নারিস্ তুই বুঝিতে এখনো
অন্তরের বিনিহিত রহস্য বিষম?
শোভা! শোন্ স্থির মনে, না ভাবিস্ ভয়,
আমাদের শত্রু কেহ নাহি অযোধ্যায়।
বিতাড়িয়া সুনন্দারে সগরের সহ,
সমর্পিতে তোরে কোশলের রাজ পাট —
এ সব আমারই চক্র; আমারই কথায়
বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী, ছলে বাধায়ে বিদ্রোহ
করেছে মোদের হিত বন্ধুর সমান।

শোভা। নারিনু বুঝিতে, মাগো! বল ভাল ক'রে
এ কথা কেমন যেন লাগিল আমায়।

অনীতা। রাজার আছিল ইচ্ছা, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে
সগরে করিবে এই রাজ্যের ভূপতি ;
তুই আমি র'ব তার দাসীর সমান।
এ কথাও একবার বলিয়াছি তোরে।
তাই আমি যুক্তি করি' মন্ত্রীর সহিত,
কৌশলে তাদের করিলাম রাজ্যচ্যুত।
এইবার মায়ে-ঝিয়ে পরম সুখেতে
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিব দুজনে।

শোভা। ছিঃ ছিঃ, মা! এ হেন কার্য্যে হ'ল তোর মতি?
সামান্য রাজ্যের তরে, হিংসার বশেতে,
বাবাকে করিলি তুই পথের ভিখারী!
ছোটমা'রে দুগ্ধপোষ্য সগরের সনে,
ভাসাইলি চিরতরে দুঃখের সাগরে।
হায় মা! অন্তর তোর এতই কঠিন?
না না, তবে থাকিব না তোর কাছে আর।
যেখানে সগর যাবে, বাবা যেইখানে,
তাদের সঙ্গেতে যাব আমিও সেথায়।

অনীতা। শোভা! তুই নিতান্তই বুদ্ধিহীনা বালা!
নাহি তোর কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান।
সগর যেথাই যাক্, ডুবুক্ সলিলে,
পড়ুক্ অনলে, কালসাপের সমুখে,
তোর মাথা ব্যথা কেন? আজ হ'তে তুই,
ভুলে যা তাদের কথা! মন হ'তে তোর
মুছে ফেল চিরশত্রু সগরের স্মৃতি।

শোভা। পাষাণি! এমন কথা না আনিস্ মুখে।
জীবন থাকিতে মম, জনমেও কভু
সগরের চাঁদমুখ নারিব ভুলিতে।
হায় বিধি! এ হেন পাষাণী মা'র পেটে
কেন দিলে স্থান মোরে? নারী না করিয়া
কেন নাহি ক'রে দিলে পশু পক্ষী আদি?
বাঘিনী জননী! হায় এ দারুণ কাজ
করিতে বাসনা, তোর হ'ল না কি মায়া?
আদরের রাজপুত্র—লাবণ্যের ছবি—
আজন্ম পালিত সুখে—দুঃখের কবলে
ফেলিতে তাহারে তোর ও কঠিন প্রাণে
লাগিল না কিছু ব্যথা! হ'ল না মমতা?
যে দিন এ রাজ-কুলে জন্মিল সগর,
সেদিন কেন না তোর হইল মরণ?
তা হ'লে প্রমাদ এত না ঘটিত আজ!
হায় মাগো! এত বাদ ছিল তোর মনে?

গান।

হায় কি আনন্দে নিরানন্দ ঘটালি।
(আজ) অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কি কলঙ্ক রটালি॥
সুখের শিশু সগরে, ভাসালি দুঃখের সাগরে,
হিংসা ক'রে;
(আজ) শোকের আগুন জেলে মাগো সুখের খেলা মিটালি
না মিটিতে মিটিল গো সাধ, সাধেতে সাধিলি বিবাদ,
তা ত শুনি নাই শুনি নাই, মা হ'য়ে দহে সন্তানে;

মায়া হ'লো না মা! তোর দয়া শূন্য পাষাণ-প্রাণে)
ননীর পুতুলে, নিজ করে তুলে ফেলিলি অনল-মাঝে,
স্নেহ-শুকবিহগে, কঠিন প্রয়োগে বিঁধিলি কঠোর বাজে,
(বড় সুখের স্বপন ভেঙে দিলি)
কি ছার রাজ্যের তরে দংশিলি কঠিন অন্তরে,
প্রাণকান্তরে—
(আজ) কি বিদ্বেষে নিরুদ্দেশে, রাণীরে হায় পাঠালি।

অনীতা। না শুনিস্ কথা যদি, শোন্ বলি তোরে!
আর তোর মুখ আমি হেরিব না কভু।

শোভা। না চাই দেখাতে তোরে এ মুখ আমার,
এ হেন পাষাণ প্রাণা জননীর কাছে,
না চাই থাকিতে আর মুহূর্ত্তের তরে।
পরিত্যক্ত গৃহে যথা ভুজঙ্গিনী থাকে,
থাক্ তুই একাকিনী এই রাজপুরে।
যাই আমি বনবাসে পিতৃভ্রাতৃসহ।

[গমনোদ্যোগ]

অনীতা। কথা শোন, ক্ষান্ত হ, বালবুদ্ধি-দোষে
করিস নে দুঃখময় নিজের জীবন।
জননীর চেষ্টা সদা সুতের মঙ্গলে,
ক্রোধবশে বিস্মরণ না হ'স্ এ কথা।

শোভা। না, না, আমি থাকিব না পিতৃশূন্য গৃহে;
ছেড়ে দে, আমিও যাব কানন-নিবাসে।

অনীতা। অভীষ্ট সাধন করি, আসিছে অমাত্য,
ওই শোন্, দেয় কিবা সুখের সংবাদ।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রিবর ! হয়েছে ত অভীষ্ট পূরণ ?

মন্ত্রী। আমার অসাধ্য কার্য্য কি আছে জগতে !
সুধাই এখন, বল নৃপতি কোথায় ?

অনীতা সুনন্দা-সগরসহ জীবনের ভয়ে
রাজ্য ত্যজি' বনমাঝে গেছে পলাইয়া।

মন্ত্রী। ভালই হয়েছে ; অরাতি সম্মুখে হেরি
পশুরাজ নির্ব্বিবাদে ত্যজেছে গহ্বর।
আর তবে চিন্তা কিবা, বিধির কৃপায়
পূর্ণকাম এবে আমি, নিশ্চিন্ত—নির্ভয়।

অনীতা। ধন্য মন্ত্রি ! ধন্য তব ক্ষমতা অপার !
অতুল অসীম তব বুদ্ধির প্রভাব।
দিন কয়েকের মধ্যে অভেদ্য কৌশলে,
নিঃস্বার্থে করিলে মম সঙ্কল্প সাধন।
জীবনেও ঋণ তব নারিব শুধিতে !

কুটিলের প্রবেশ।

মন্ত্রী। কুটিল ! সম্পূর্ণ এবে উদ্যম মোদের।
প্রতর্দ্দন ধরাশায়ী শরাঘাতে মোর,
নরপতি পলায়িত সুদূর প্রান্তরে,
বিপক্ষ সকল সৈন্য বিধ্বস্ত—বিজিত ;

কুটিল। তা হলে ত নির্নীরদ গগন আমরা :
তবে ত মকরশূন্য অযোধ্যা জলধি।

মন্ত্রী। সুখের সলিলে তার করি' অবগাহ,
এইবার পাব প্রাণে শান্তি সুবিমল।

কুটিল! অনেক চেষ্টা, অনেক কৌশলে
আসিয়াছি এতদিনে আশা-নদীপারে।

অনীতা। বয়স্য এ মহাকাজে হয়েছে সহায়,
অবশ্যই বিবেচনা করিব তাহার।

কুটিল। দেখুন, সেটা আপনার দয়া। মন্ত্রী মহাশয় সব জানেন, আমি আপনার জন্যে অনেক করেছি!

অনীতা। শীঘ্র—শীঘ্র—মন্ত্রী! এবে করহ ঘোষণা,
আজ হ'তে বড় রাণী রাজ্যের ঈশ্বরী।
অমাত্য-প্রবর তার মুখ্য প্রতিনিধি,
সুদক্ষ অমরসিংহ প্রধান সেনানী।
বুঝাইয়া দাও মোরে রাজ্যের হিসাব;
তোমাদিগে পুরস্কার দিব অচিরাৎ।

মন্ত্রী। [জনান্তিকে]
হাসি পায় আশা দেখে, ভাবিয়াছে রাণী—
বিনা শ্রমে পেয়ে গেল অযোধ্যানগরী;
অকারণ কেন আর বাক্যব্যয় করা,
স্পষ্টই জানাই ওরে মনোভাব মোর।

অনীতা। যে যে সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ সাপক্ষে মোদের
করেছে অস্ত্রধারণ বিপক্ষে রাজার,
তাদিগেও পুরস্কারে তুষিব অচিরে,
সবাকার নাম তুমি দিও মোর কাছে।
যে উপায়ে হয় শীঘ্র রাজ্যের শৃঙ্খলা,
কর তুমি সেই কাজ; রাজ অনুগত—
যে কেহ এ রাজ্যে আছে, দাও তাড়াইয়া।

মন্ত্রী। নারী তুমি! সে বিষয়ে বৃথা বাক্য তব।
করিতে হইবে যাহা, হবে না বলিতে,
আপনি করিব আমি; পুরস্কার দিতে
আবশ্যক হয় যদি, আমিই তা' দিব।
ধন, রত্ন, রাজস্বের আয়ের হিসাবে
কিবা প্রয়োজন তব? যা' করিতে হবে,
স্বহস্তে করিব আমি আপন ইচ্ছায়।

অনীতা। অবশ্য তুমিই বটে করিবে সকল;
তথাপি যখন আমি রাজ্যের ঈশ্বরী,
আমারও উচিত জানা রাজ্যের হিসাব।

মন্ত্রী। তুমিই যে রাজ্যেশ্বরী, কে বলিল তাহা?
কে তোমারে রাণী ব'লে করেছে স্বীকার?
প্রাণের মমতা ত্যজি' বিদ্রোহ-জীবনে
ডুবিয়া, যে রাজ্য-রত্ন করিনু উদ্ধার,
সে বুঝি তোমার তরে? কত অয়োজনে,
কত ছলে, বুদ্ধিবলে অসাধ্য সাধিয়া
লভিনু যে ধন রাশি, ভাব বুঝি তুমি,
তোমার হইল সব? হেন মূর্খ আমি—
যতনে সঞ্চিত ধন সমর্পি' অপরে
অঙ্গে পঙ্ক মাখি যাব গৃহেতে ফিরিয়া!

কুটিল। সত্যই ত, ফল পাড়্‌তে গাছে উঠে, নিজে না খেয়ে সব কি তলায় ফেলে দেবে নাকি?

অনীতা। সহসা ব্যাধের শর বাজিলে শরীরে
কুরঙ্গী যেমন হয় জ্বালায় অস্থির,

অমাত্য! তোমার এই নীরস বাক্যেতে
আমারও প্রাণেতে বড় লাগিল আঘাত।

কুটিল। আহা, একটু বিবেচনা ক'রে বল্লেই ত হয়! এত কষ্ট ক'রে রাজ্যটাকে হস্তগত কর্‌লেন, উনি যা' বলেন শোন না, রাজ্য ত তোমারই আছে।

মন্ত্রী। কা'র রাজ্য; কা'র ধন অবোধ কুটিল!
সিংহেরে খেদায়ে দূরে আপন বিক্রমে,
কি ভয়ে সিংহীরে বল করিব ঈশ্বরী?
বিস্মরণ হ'লে বুঝি কৌশল আমার?

কুটিল। কি জানেন, আজ-কাল আমি বড় ব্যস্ত—সব কেমন ভুলে যাই।

অনীতা। কিসে তুমি হবে তুষ্ট,
কহ মন্ত্রি! প্রকাশিয়া মনোভাব তব?

মন্ত্রী। শোন রাণি! কহি তোমা অতি স্পষ্ট কথা;—
আজ হ'তে আর কারো নাহি অধিকার,
এ রাজ্যের রাজা আমি। আমারই আজ্ঞায়
রাজ-কার্য্য আদি সব হইবে নির্ব্বাহ।
সাহায্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে করেছি স্বীকার,
করিব কুটিলে মোর অমাত্য প্রধান।
অমর সাহসী অতি অনুগত মোর,
তারেই অর্পিব মুখ্য সেনানীর পদ।
আর তুমি—একমাত্র শোভার খাতিরে
চাও যদি, থাক মম কর্ত্তৃত্ব অধীনে,
ভরণপোষণ-ভার বহিব তোমার।

অনীতা। [স্বগত] বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ফল
হাতে হাতে ফলিবার হয়েছে উদ্যোগ।
পেরো যা' বলিল, তাহা যথার্থই বটে,
আপনার ফাঁদে আমি নিজেই পড়িনু।
যে দুরাশা-বশে হায় মমতাপ্রবণ
কামিনী-কোমল হৃদে নিষ্ঠুরতা ধরি'
দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিনু অকাতরে;
মানবী রাক্ষসী হ'য়ে দারুণ হিংসায়
সিংহের রাজস্ব দিনু শৃগালের করে,
সে দুরাশা কই মম হইল সফল?
থাকুক্ বেশীর কথা, পূর্ব্ব সুখ মম,
কর্ম্মদোষে রসাতলে গেল এতদিনে।
পাপিনী অনীতে! তোর আশার কুসুমে
কাল-কীট এইবার করেছে প্রবেশ।
পাপের পাদপে তোর ধর্ম্মের বিধানে
ফলিয়াছে এইবার নরকের ফল। [প্রকাশ্যে]
মন্ত্রি! মন্ত্রি! কার বাক্যে হ'য়ে উৎসাহিত
লভিলে আযোধ্যা, তাহা ভাব' একবার।
কাহার সাহস পেয়ে—পঙ্গু ছিলে সবে,
ভাব' মনে আরোহিলে হিমাদ্রি-শিখরে?
ক'রো না অধর্ম্ম এত, ধর্ম্মে নাহি স'বে,
আমারে বঞ্চিয়া সুখী নাহি হবে তুমি।

মন্ত্রী। তা ত বটে, তোমারে করিলে রাজ্যেশ্বরী
তা হ'লেই বড় সুখী হ'ব আমি ভবে।

বড়রাণি! ভুলে যাও ও সুখের আশা;
যা' বলি তা' শোন, যদি পাবে রাজ্যে স্থান,
নচেৎ সমান দশা রাজার তোমার।

শোভা। থাক্ মা! আমাদের রাজ্য-ধনে কাজ নাই। বাবা, ছোট মা যেখানে গেছেন, চল্ আমরাও সেইখানে যাই।

মন্ত্রী। পড়েছ বাঘের মুখে কোথা যাবে আর?
পলাবার পথ আর রেখেছি কি তোর!
শোভা, তোরই জন্য মোর এত আয়োজন,
এত চেষ্টা, এত ক্লেশ, এত পরিশ্রম;
হইবি আমার তুই মানস-মোহিনী,
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করি, বামে বসাইয়া
মহাসুখে ভুঞ্জিব এ অযোধ্যানগরী।
দিবানিশি প্রেমানন্দে র'ব দুইজনে।

অনীতা। কি কি ধূর্ত্ত! পশ্বধম! লম্পট! পিশাচ!
এত উচ্চ আশা সদা মনে মনে তোর!
সিংহের দুহিতা শোভা রাজার কুমারী,
ফেরু তুই, হবে তোর বামবিহারিণী!
মহামূল্য মুক্তা হার নৃপেন্দ্রবাঞ্ছিত
পশু তুই, গলে তোর পরিতে বাসনা?
দেবভোগ্য যজ্ঞ-হবি—অযোগ্য অধম
কুক্কুর! কামনা তোর করিতে লেহন?

মন্ত্রী। সাবধানে, বড়রাণি, কর বাক্যালাপ।
পুনঃ যদি আন মুখে হেন অপভাষা,
পদাঘাতে চূর্ণ তবে করিব ও মুখ।

অনীতা। কি দুর্ব্বৃত্ত! মহাপাপি! কামুক! বঞ্চক!
এত গর্ব্ব, এত তেজ পাপ মনে তোর?
যে শোভার পদ ধূলি পেলে তুই শিরে
ধন্য হ'স্, পুণ্যবান্ ভাবিস্ নিজেরে,
সে শোভারে বামভাগে বসাতে বাসনা?
নীচমুখে পুনঃ যদি আনিস্ এ কথা,
পদাঘাতে আমিই তোর ভাঙ্গিব বদন।

মন্ত্রী। কি পাপিনি! পিশাচিনি! কৃপাভিখারিণি!
এ হেন গর্ব্বের কথা অবলার মুখে!
গর্ব্বোচিত ফল তোরে দিই হাতে হাতে!
কুটিল, ডাকিয়া আন দূত দুইজনে,
বাঁধিয়া এ গর্ব্বিতারে কঠিন শৃঙ্খলে
রাজ্যের বাহির করি দিক্ অচিরায়।

[কুটিলের প্রস্থান

শোভা। মা! আর দাঁড়িয়ে ভাব্ছ কি? চল আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

অনীতা। নিরুপায়—নিরুপায় নিতান্তই এবে!
যে শূল স্বহস্তে হায় করেছি প্রোথিত,
সে শূলে নিজেই বিদ্ধ হইনু এবার!
যে অনল জ্বালিয়াছি স্বহস্তে করিয়া,
সে অনলে আত্মাহুতি হ'ল সমর্পিতে!
যে ফাঁদ পাতিনু দ্বেষে পরের লাগিয়া,
সে ফাঁদে নিজেই শেষে হ'লাম জড়িত!
পাপাশয় মন্ত্রি! হায়, এই কি রে তোর

ধর্ম্ম কর্ম্ম? এই কি রে কর্ত্তব্য পালন?
এই কি রে পালিকার ঋণ-প্রতিদান?

মন্ত্রী। না চাই বলেতে তোরে করিতে বাহির;
ভাল চাস্—রাজ্য ত্যজি' শোভারে রাখিয়া
এখনি গমন কর্ যথা ইচ্ছা তোর।

অনীতা। শোভারে রাখিয়া যাব, পাষণ্ড, পামর!
জীবিত থাকিতে আমি, কার সাধ্য হেন
ফণীনীর শিরোমণি করিবে গ্রহণ?

মন্ত্রী। হাসালি নিতান্ত বটে, ভাল দেখি তাই,
কিরূপে রাখিস্ তুই শোভারে ধরিয়া।

কুটিলসহ দূতদ্বয়ের প্রবেশ।

দূতগণ! বাঁধি করে এই গর্ব্বিতারে
অচিরায় কর্ মোর রাজ্যের বাহির।
[দূতগণের অনীতাকে বন্ধনোদ্যোগ]

অনীতা। সাবধান পাপিগণ! স্পর্শিলে আমায়
না পাবি নিস্তার কেহ, যাবি যমালয়।

কুটিল। ও বাবা, এখনও যে ফোঁস্ ফোঁসানি কমে নি গো!

মন্ত্রী। কি হেতু বিরত সবে? বাঁধ্ ত্বরা ক'রে।
নহে দে, নিজেই আমি করি কার্য্যোদ্ধার।
[অনীতাকে বন্ধন]

শোভা। মন্ত্রি! মন্ত্রি! পায়ে ধরি, বেঁধো না মায়েরে,
রাজরাণী বড় ব্যথা পাবে যুগ-করে!

মন্ত্রী। নীরবে দাঁড়ায়ে দেখ কি করি এখন।
যা, এবার কর্ মোর আদেশ পালন।

অনীতা। উঃ, ভীষণ যন্ত্রণা! প্রাণ বুঝি হ'লো অবসান।
শোভা! চণ্ডালের করে সমর্পিয়া তোরে
চলিনু জন্মের মত ত্যজিয়া কোশল।
হিংসাবশে করেছি স্বামীর সর্ব্বনাশ,
সেই পাপে এই দশা ঘটিল আমার!
মন্ত্রি! মন্ত্রি! মহাপাপি! নির্দ্দয়! চণ্ডাল;
জনমেও সুখ তোর হবে না, পামর!
আমার এ অভিশাপে, মর্ম্মবেদনায়,
মহাপাপে, অনুতাপে দহিবি সতত।
শোভা! শোভা!

শোভা। মা! মা!

মন্ত্রী। কি হেতু নিস্পন্দ সবে বৃক্ষের মতন?

[অনীতাকে লইয়া দূতগণের প্রস্থান।

শোভা। মা! মা! আমিও তোমার সঙ্গে যাব— [গমনোদ্যোগ]

মন্ত্রী। [শোভাকে বাধা দিয়া]
কোথা যাবি, দিব না যাইতে।

শোভা। মন্ত্রি! মন্ত্রি! ছেড়ে দাও, আমিও মায়ের সঙ্গে যাই।

মন্ত্রী। মাতা তোর নির্ব্বাসনে যায় চিরতরে,
তার সঙ্গে আর দেখা হবে না'ক তোর।
শোভা! ভুলে যা মায়ের কথা, যা' বলি তা শোন্,
রোদন সম্বরি' আয় সঙ্গেতে আমার।

শোভা। হায়, হায়, তবে কি সত্যসত্যই মা জন্মের মত চ'লে গেল? মন্ত্রি! মন্ত্রি! পাষাণ! তোমার মনে এই ছিল? কৌশলে বাবাকে রাজ্যচ্যুত ক'রে, মাকেও নির্ব্বাসিতা কর্‌লে?

মন্ত্রী। করেছি ; এখন তুই যাবি কি না বল্।

শোভা। কোথা যাব ?

মন্ত্রী। যেথা আমি নিয়ে যাব তোরে।
শোভা ! যদি মম বাক্য করিস্ শ্রবণ,
থাকিবি সুখেতে সদা মনের কৌতুকে।
বালিকা এখন তুই, হইলে যুবতী,
বাম অঙ্কে দেবো তোরে সমাদরে স্থান।
করি তোরে সোহাগিনী মানস-মোহিনী,
রাখিব হৃদয়ে সদা প্রণয়-সোহাগে।

শোভা। ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণার কথা—শুনিতেও কাণে
অন্তরেতে হয় যেন বহ্নি-বরিষণ !
হেন পাপকথা, মন্ত্রি, না আনিও মুখে।

মন্ত্রী। শোভা ! শোভা ! আপনার পরিণাম ভাব'।
কেন চিরমহাদুঃখে কাটাবি জীবন ?
মজিস্ নে বুদ্ধিদোষে ; রোধিস্ নে তুই,
সাধ ক'রে বাঁধ দিয়ে সুখের লহর।

শোভা। চাই না এমন সুখ, এমন সোহাগ,
এমন প্রণয়ে হ'ক্ ভস্ম বরিষণ।
ছেড়ে দাও, যাই আমি স্থানান্তরে চ'লে।

মন্ত্রী। ব্যাধের করেতে ধৃত পক্ষীশাবকের,
বিফল প্রয়াস যথা উড়িতে কাননে,
তেমনি শোভাও তোর পলাবার আশা !
যাবি কি না তুই, তাই বল ভাল ক'রে।

শোভা। না—যাব না।

মন্ত্রী। সহজে না যাস্ যদি, না করিব মায়া, দয়া ;
বলপ্রয়োগের দ্বারা আয়ত্তে আনিব।

কুটিল। আরে! তুই কেমন বোকা মেয়ে? মন্ত্রীমহাশয় যা' বলেন, শোন্ না। অতি সুখে থাক্‌তে পাবি, অযোধ্যারাজ্যের রাণী হ'বি, এর চেয়ে কি চাস্?

শোভা। ছিঃ ছিঃ লোভী দ্বিজ! তুই চণ্ডাল-অধম;
বিধাতা কুক্কুর করি' কেন না সৃজিল?

কুটিল। দেখ্‌লে দেখ্‌লে, মেয়েটার বুদ্ধি দেখ্‌লে। আমি কোথায় ভালর জন্যেই বল্‌তে গেলাম, আমাকেই উল্টে কুকুর ক'রে দিলে!

মন্ত্রী। তা হ'লে সহজে বাধ্য হ'বি না'ক, শোভা?
আত্মদান করিবি না সরলভাবেতে?

শোভা। জীবন যদ্যপি যায়, তাতেও না ডরি,
আমার প্রণয়-আশা ভুলে যাও তুমি।

মন্ত্রী। দেখ্ রে দুর্ব্বুদ্ধে! তবে কিবা শাস্তি দিই,
কিরূপে সময়ে তোরে করি বশ মম।
কে আছিস্, প্রতিহারি।

কান্তে ও নিমের প্রবেশ।

কান্তে ও নিমে। করুন আদেশ।

মন্ত্রী। বাঁধিয়া এ বালিকারে লৌহের শৃঙ্খলে,
ল'য়ে যা কারার মাঝে অতি সাবধানে।
যাবৎ না হয় এর যৌবন উদয়,
এইভাবে রাখ এরে সতর্কতা সহ!

[কান্তে ও নিমের শোভাকে বন্ধনোদ্যোগ]

শোভা। মন্ত্রি! মন্ত্রি! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
রাজকন্যা আমি, চিরসুখেতে পালিতা,
দিয়ো না আমার করে কঠিন বন্ধন।

মন্ত্রী কথা না শুনিলে তোর এই দশা হবে;
বল্ তুই, অঙ্ক-লক্ষ্মী হ'বি কিনা মোর।

শোভা। হায় বিধি! ভাগ্যে এই লিখেছিলে মম?
হে কৃতান্ত! অন্ত কর জীব-লীলা আজ!
হে অশনি! এই বেলা পড় শিরে!
প্রাণপাখি! যা রে উড়ে অনন্ত আকাশে।

মন্ত্রী। এখনও বল্, শোভা, কিবা ইচ্ছা তোর?

শোভা। বাঁধ মোরে দৃঢ়রূপে, লও কারাগারে,
বক্ষে চাপাইয়া দাও কঠিন প্রস্তর,
অনশনে রাখ সদা বাঁচি যতক্ষণ—
প্রেমভিখারিণী তব নহে রাজবালা।

মন্ত্রী। কি দেখিস্, মূঢ়গণ! বাঁধ্ ত্বরা করি'।

[কান্তে ও নিমে কর্ত্তৃক শোভাকে বন্ধন]

শোভা। উঃ কি দারুণ যন্ত্রণা!

মন্ত্রী। এইবার কারাগারে কর্ গে স্থাপন!

শোভা। [সরোদনে] মন্ত্রি! মন্ত্রি।

মন্ত্রী। ল'য়ে যা ত্বরায় মম সম্মুখ হইতে।
যন্ত্রণায় আপনিই আত্মসমর্পিবে।

[শোভাকে লইয়া কান্তে ও নিমের প্রস্থান।

কুটিল! এ রাজ্যমাঝে করহ প্রচার—
আজ হ'তে মন্ত্রী হয় অযোধ্যা-ঈশ্বর।

কুটিল। আমি ও তা হ'লে এইবার রাজা ব'লে ডাক্‌ব।

মন্ত্রী। আনন্দের নিদর্শন জানাবার তরে,
আজ হ'তে সপ্তদিন—করিনু আদেশ
নগরতোরণ করি' পুষ্পেতে সজ্জিত
গাউক্ গায়কবৃন্দ ; রাজপথে-পথে
নাচুক নর্ত্তকীগণ সঙ্গীত আলাপি'।
ভুলাতে শোকের ভার নগরবাসীর,
সুখের কল্লোল যেন বয় চারিভিতে।

কুটিল। মন্ত্রি মহা—[জিভ্ কাটিয়া]—রাজা মহাশয়! তাও হ'ক্! তবে এমন আনন্দের দিনে আমি বলি, ব্রাহ্মণ-ভোজনটা করালেও ভাল হ'তো না?

মন্ত্রী। অবসর ক্রমে তাও হইবে নিশ্চয়।
কুটিল! এখন চল অমর নিকটে,
জেনে আসি কোন শত্রু আছে কি না আর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপথ

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

১ নর্ত্তকী। নূতন রাজার হুকুম হয়েছে—রাজপথে নাচগান কর্‌তে হবে। আয়—আমরা নাচ গান করি আয়।

সকলে।—[নৃত্যসহ] গান।

(হের) শুভ্র বিমল চন্দ্রিমা-ভাতি-পরিশোভিত আকাশে।
স্নিগ্ধ অসীম-রঞ্জন ঘন শান্ত নীলিমা বিকাশে॥
কত তারকামণিমণ্ডিত, চারু সুধাংশুরশ্মিরাজিত,
কত মধুর সুন্দর প্রভা স্ফুরিত তমসা বিনাশে;—
স্থির গভীর গম্ভীর মহামৌন-মাহাত্ম্য প্রকাশে॥
অতি উচ্চ, অতি বিশাল, অতি পূর্ণ, অতি করাল,
অতি গৌরবান্বিত অত্যুন্নত অদ্ভুত, অতি উত্তাল;—
অতি দূর বিস্তৃত অনন্ত অচিন্ত্য অবস্থিত অমরা সকাশে॥

[প্রস্থান।

[ঐক্যতান বাদন]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। হা বিধাতঃ! এ হতভাগিনীর ভাগ্যে শেষে এত কষ্ট লিখেছিলে? রাজার কন্যা, রাজরাণী ছিলাম, আজ কি পাপে আমায় বনবাসিনী করলে? সসাগরা পৃথিবীর চিরসুখশালী অধীশ্বরকে কোন্ প্রাণে এমন ফলমূলাহারী বনবাসী সাজালে! সুবর্ণপালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যিনি বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন নি, তিনি কি পাষাণসম মৃত্তিকায় তৃণ-শয়নে শয়ন করতে পারেন? উপাদেয় রাজভোগের পরিবর্ত্তে ফলমূলে কি মহারাজের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়? দুধের বালক সগর, হায়! হায়! ক্ষীরসরনবনীতেও যার তৃপ্তিলাভ হয় না, সে কি বনের তিক্ত ফলভক্ষণে জীবন ধারণ করতে পারে? চিরসুখে লালিত-পালিত রাজপুত্রের কি বনের ক্লেশ সহ্য হয়? বিধাতঃ! আমরা ত কারও কোন অনিষ্ট করি নি, ভুলেও কখন পাপকর্ম্মে মন দিই নি, তবে কি দোষে আজ আমাদিগে এরূপ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করলে?

সগরের প্রবেশ।

সগর। মা! মা!

সুনন্দা। কেন বাবা?

সগর। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ?

সুনন্দা। কি আর ভাব্‌ব বাপ্‌! আমাদের ভাগ্যের কথা ভাব্‌ছি। সগর রে! আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি!

সগর। তা আর ভেবে ফল কি, মা? আমাদের ভাগ্যে যা' ছিল, তা'ত হয়েইছে, তার জন্য মনঃকষ্ট ক'রে ফল কি?

সুনন্দা। আমাদের বনকষ্ট দেখে মনঃকষ্ট না ক'রে যে থাকৃতে পারি না, বাপ্‌! সগর রে! তুই রাজপুত্র, ক্ষীরসরভক্ষণেও তৃপ্তি পেতিস্‌ না, আজ বনের তিক্ত ফল তোর চাঁদমুখে তুলে দিতে আমার বুক যে ফেটে যায়! তোরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়েও যে আমি মনে শান্তি পেতাম না, আজ এই কঠিন মৃত্তিকার তৃণাসনে শোওয়াতে আমার প্রাণ যে দুঃখে আকুল হ'য়ে ওঠে। তুই কখন সূর্য্যমুখ নিরীক্ষণ করিস্‌ নে, দারুণ আতপতাপে তোর সুবর্ণনিন্দিত বর্ণ বিবর্ণ হয়েছে, নলিনমুখ মলিন হ'য়ে গেছে, ওরে! তা দেখে আমার মন কি স্থির থাকৃতে পারে?

সগর। মা! তুমি দুঃখ ক'রো না, আমার জন্ত ভেবো না। তোমরা বনের ফলে জীবন ধারণ কর্‌তে পার্‌বে, আমি পার্‌ব না? শত্রুপূর্ণ রাজ্যে থাকার চেয়ে, আমি বলি, নির্জ্জন বনে থাকায় বেশ শান্তি—বেশ সুখ! এখানে কেউ কারও শত্রুতা করে না, কেউ কারও রাজ্য কেড়ে নেয় না। মা! আমি অট্টালিকার চেয়ে পর্ণকুটীরে বরং সুখে আছি। কৃতঘ্ন মানব জ্ঞানবুদ্ধিময় উত্তম জন্ম পেয়ে কেবল পরনিন্দা, পরহিংসা করে; কিন্তু বনের পাখী অধমকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও সেই ঈশ্বরের গুণগান ভিন্ন আর কিছু করে না। মা! খেদ কি, সুখ ত কারও চিরস্থায়ী নয়? আকাশে যেমন পূর্ণিমার পর অমাবস্যা, অমাবস্যার পর পূর্ণিমার উদয় হয়, মানুষের ভাগ্যেও তেমনি দুঃখের পর সুখ, আর সুখের পর

দুঃখের উদয় হয়। এতদিন আমাদের অদৃষ্টে সুখ ছিল, তাই সুখভোগ করেছি; এইবার দুঃখের দিন এসেছে—সুখভোগ ফুরিয়েছে, তাই দুঃখভোগ করছি। আবার যেদিন সেই সর্ব্বদুঃখহারী গোলোকবিহারী দীনবন্ধু আমাদিগকে দুঃখের সিন্ধু পার ক'রে দেবেন, সেইদিন আবার আমরা সুখী হ'ব। মা! চেতন অচেতন সকল পদার্থই কালের অধীন, জগতের পরিবর্ত্তন বা যা' কিছু সবই কালের খেলা।

গান।

সকলি কালের খেলা; এই বিশ্ব বিধির নাট্যশালা।
আমরা সবাই অভিনেতা তায়; কত রূপ ধরি;—
(দৃশ্য অনুসারে) হ'য়ে রঙ্গলীলার সাথী, পরস্পর সম্বন্ধ পাতি,
আসি কাঁদি হাসি সুখে ভাসি, করি স্নেহের মেলা।
(আবার সময় হ'লে যাই মা চ'লে; মায়ার সাজসজ্জা ফেলে);
নিয়তির সূত্রে বাঁধা, মাতা পিতা পুত্রে সদা,
যে সাজে সাজান বিধাতা, সাজি মা তেমন;—
কেউ বা সুখের অধিকারী, কেউ বা পথের ভিখারী,
কেউ বা যোগী, কেউ বা রোগী, ভোগী অন্ধ আতুর কালা।
(আপন আপন কর্ম্মফলে; যোগ্যতার অনুসারে)
আশীলক্ষ সজ্জা ত্যজে, সেজেছি মা মানব-সাজে,
সংসার-কুহকে ম'জে, খেলি মা এখন,—
শেষ হবে কপালের লেখা, পড়্‌বে কালের যবনিকা,
সবাই চ'লে যাব একা একা, ভেঙে রঙ্গলীলা॥
(কারও সাথী কেউ না হ'ব; কারও পানে কেউ না চাব)॥

সুনন্দা। সগর রে সবই জানি; জেনেও যে প্রাণ ধৈর্য্য মানে না, তোর কষ্ট দেখে হৃদয় যে আপনিই দুঃখে আকুল হ'য়ে ওঠে।

সগর। মা! যাকে সর্প দংশন করে নি, সে যেমন বিষের জ্বালা জানে না; সর্পদংষ্ট্র জীবের যন্ত্রণাকে অলীক ভেবে উপহাস করে; আমরাও তেমনি এতদিন সুখে থেকে দুঃখের যন্ত্রণা বুঝি নি, দরিদ্রের দশা দেখে উপহাস করেছি, আবার যদি জীবনে কখন সুখী হ'তে পারি, তখন আমরা দরিদ্রকে যত্ন করতে শিখ্‌ব। তখন দুঃখীর দুঃখে আমাদের হৃদয় সমবেদনায় কাতর হবে। মা! বাবা কোথায়?

সুনন্দা। ফল আহরণ কর্‌তে গেছেন।

সগর। মা! তুমি আমার জন্য ভাব', আমি কিন্তু বাবার কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না। আহা! তিনি রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, আজ সামান্য ফলের জন্য সারাদিন কাননময় ভ্রমণ ক'রে সারা হ'ন্‌! মা, আজ আমি ফল আহরণে যাব।

সুনন্দা। না সগর, তুই দুধের বালক, ফল আহরণ কর্‌তে পার্‌বি না। বনের মৃত্তিকায় কত কণ্টক আছে, সেই সব তোর কোমল পায়ে* ফুট্‌লে ব্যথা হবে।

সগর। মা, আমি কাঁটা ফুট্‌বার ভয়ে ফল আহরণ করতে যাব না? এ দুঃখের যন্ত্রণার চেয়ে সে কাঁটার যন্ত্রণা কি অধিক, মা? মাগো! এই কষ্টের সময় দুটো ফল এনেও যদি পিতা মাতার সেবা কর্‌তে পারি, তা' হ'লে আমার পুত্রজন্ম সার্থক হবে।

সুনন্দা। না বাপ্‌! অমন কথা বলিস্‌ নে। বনে হিংস্র জন্তু সকল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোর ফল তুল্‌তে গিয়ে কাজ নাই।

সগর। না! বনে হিংস্র জন্তু আছে বটে, তারা আমাদের কর্ম্মচারীর মত কঠিন নয়। আমরা যখন সেই সব হিংস্রদের মুখ থেকে পালিয়ে আস্‌তে পেরেছি, তখন এ সব জন্তুর হাতও এড়াতে পার্‌ব। আমি অধিক দূর যাব না, নিকট থেকেই চলে আস্‌ব।

সুনন্দা। যা, বেশী বিলম্ব করিস্ নে। বিপদের আশঙ্কা হ'লেই কুটিরে পালিয়ে আসিস।

[সগরের প্রস্থান।

ওরা এখনি ফল নিয়ে আস্‌বে, আমি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ জল সংগ্রহ ক'রে রাখি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী ও কুটিলের প্রবেশ।

মন্ত্রী। এই বনে নরপতি করিছে বসতি।
কুটিল! অমর কোথা?

কুটিল। আসিছে পশ্চাতে,
এখনি মিলিবে আসি সঙ্গেতে মোদের।

মন্ত্রী। কুটিল! বিশেষরূপে কর অন্বেষণ,
দেখ কোথা নৃপতির উটজ কুটির!
যতক্ষণ নাহি করি রাজারে সংহার,
ততক্ষণ নহি মোরা নিশ্চিন্ত—নির্ভয়।

কুটিল। এসেছি যখন হেথা, কার্য্য না উদ্ধারি'
সহজে কি যাব ফিরে? কাননে, গহ্বরে,
ভূধরে, প্রান্তরে, কিম্বা গগনে, সাগরে,
যেখানেই থাক, খুঁজে করিব বাহির।

মন্ত্রী। অমরে এখানো আমি বলি নে এ কথা,
বলিয়াছি মাত্র আছে আবশ্যক বনে।

কুটিল। নিকটে এলেই তারে বলা যাবে সব,
তার জন্য চিন্তা কিবা; ও কে পেরো নয়!

পরমানন্দের প্রবেশ।

পরমানন্দ।— গান।

(তাই) ভেবেছ কি এমনি যাবে দিন।
ভাব ভয়ঙ্কর সেই শেষের দিন॥

মন্ত্রী। এখানে আসিয়া মূর্খ! কি করিস্ পুনঃ?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

পাপ-আশা মিট্‌ল না কি তোর,
এখনো কি ভাঙ্‌ল না রে অসার নেশার ঘোর,
এই সুখের নিশি হইলে ভোর রে,—
তুই হ'বি রবিপুত্রাধীন॥

মন্ত্রী। উন্মাদ অজ্ঞান তুই! তোর কথা লোকে
কেই বা শুনিবে বল্? লজ্জা নাহি তোর,
এত নিবারণ করি, না শুনিস্ কাণে—
তবুও নিকটে মোর আসিস্ সতত।

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

হিতোপদেশ শুনে কি রে ফল,
বুদ্ধিদোষে কর্ম্মশেষে পায় সে প্রতিফল,
একদিন হারাবি বল সকল সম্বল রে,—
হবে অনুতাপে তনু ক্ষীণ॥

[প্রস্থান।

কুটিল। তাই ত মন্ত্রি—[জিভ্ কাটিয়া] রাজামহাশয়! ওটা যে বড় পেছনে লাগ্‌ল দেখ্‌তে পাই।

মন্ত্রী। যেতে দাও, বাতুলের স্বভাব-প্রলাপে
ক'রো না'ক কর্ণপাত। আসিছে অমর,
এস তিনজনে করি কার্য্য সমাধান!

অমরসিংহের প্রবেশ।

অমর। কি হেতু তব বিলম্ব এতেক ?

অমর। বনের সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে
আসিতেছি মৃদুগতি। কহ মন্ত্রিবর!
এখানে আসার কিবা উদ্দেশ্য মোদের ?

মন্ত্রী। সে অতি তুচ্ছ কথা, কৌশলের গুণে,
দণ্ডের ভিতরে হবে সম্পূর্ণ এখনি!

অমর। জানিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

মন্ত্রী। অমর, বুদ্ধিতে মোরা পেয়েছি কৌশল ;
এখন যেরূপে তারে করি নিষ্কণ্টক,
সে উপায় করা হয় যুক্তিযুক্ত কি না ?

অমর। অবশ্য ; এ হেন পাপে, এত ছলনায়,
লভিনু যে রাজ্য, তারে করিতে নির্ভয়—
একান্ত উচিত বটে। কিন্তু মন্ত্রিবর।
সে কারণে এ দুর্গম বনে আসা কেন ?
বুঝিতে না পারি, কি উদ্দেশ্য তব।

মন্ত্রী। এখানে পরমশত্রু রয়েছে মোদের,
আজ তারে ধরা হ'তে করিব বিদায়।

অমর। এখানে মোদের শত্রু! কেবা সেইজন ?
বনের মধ্যেতে তার নিবাস কি হেতু ?

মন্ত্রী। আমরা যখন করি রাজ্য অধিকার,
জান কি, অমর, ছিল নৃপতি কোথায় ?

অমর। শুনিয়াছি—প্রাণভয়ে গুপ্তপথ ধরি'
গিয়াছেন পলাইয়া সুদূর প্রদেশে।

মন্ত্রী। সুদূর প্রদেশে নয়, বিশ্বস্তরূপেতে
পেয়েছি সংবাদ আমি—পত্নী পুত্রসহ,
কুটির নির্ম্মাণ করি' আছে এই বনে।
তারে না নাশিলে মোরা না হব নির্ভয়।

অমর। ছিঃ ছিঃ মন্ত্রি! আর কেন, পূর্ণ শক্রতার
আর কি রয়েছে বাকী? কপট কৌশলে
হরিয়াছি রাজ্য-সুখ, অযোধ্যার রাজা
বনেই যদ্যপি থাকে—ভাব দেখ মনে,
কত দুঃখে, কত ক্লেশে যাপিছে জীবন?
সিংহ দন্তহীন এবে কিবা তারে ভয়?
সহায় সম্পদ্ কিছু নাহিক ধরায়,
অকারণ কেন তবে এত পাপ করা?

মন্ত্রী। হ'লেও সহায়হীন অরাতি যখন,
অমর, যাবৎ নাহি করি তারে নাশ,
তাবৎ নিশ্চিন্ত মোরা নহি কোনরূপে।
এস তিনজনে মিলে, সমগ্র কানন
অন্বেষিয়া দেখি, কোথা আছে নরপতি।

অমর। কাজ নাই হেন পাপে, চল যাই ফিরে;
এত নৃশংসতা কভু ধর্ম্মে নাহি সবে।

মন্ত্রী। অরাতি-উচ্ছেদে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা?
একেবারে না নিবায়ে অনলের কণা,
কে বল নিশ্চিন্ত হয় ভাবী ভয় হ'তে?
অমর, হৃদয় বাঁধ, হ'য়ো না চঞ্চল,
অরিশূন্য করি এস অযোধ্যা-নগরী।

অমর। এ হেন ঘৃণার কার্য্যে নহি আমি রাজী,
ক্ষমা কর, মন্ত্রিবর! ফেলো না এ পাপে।

মন্ত্রী। বীরের হৃদয় তব এত সুকোমল!
অলীক পাপেতে তব এতেক বিশ্বাস?
দেহেতে স্ফোটক হ'লে লাগিবার ভয়ে
কে নাহি তাহাতে করে অস্ত্র বিনিয়োগ?
অথবা অমর, তুমি ভীত প্রাণভয়ে?

অমর। প্রাণভয়ে ভীত নয় অবোধ অমর।
যাঁর অন্নে এতকাল ধরেছি জীবন;
পূজ্যজ্ঞানে একদিন ভক্তি-পুষ্প দিয়ে
পূজিয়াছি যাঁর পদ বিনীত মস্তকে;
যাঁর মুখে শুনে কভু স্নেহ-সম্ভাষণ,
আপনারে ধন্য জ্ঞান করেছি গৌরবে;
পরের বিদ্বেষে তাঁরে ক'রে বনবাসী,
হয়েছি পরম পাপী। আজ পুনঃ হায়,
কোন্ প্রাণে, মন্ত্রিবর, বিনাশিব তাঁরে?
হেন নিষ্ঠুরতা হায় মানবে কি সাজে?

মন্ত্রী। ভবিষ্যৎ ভেবে যেই চলে অনুক্ষণ,
সেই বুদ্ধিমান্, ভবে সেই সুখী হয়।
আর গত বিষয়ের করি আলোচনা
মূঢ়ের সমান যেই কর্ত্তব্য বিস্মরে,
নির্ম্মল নিশ্চিন্ত সুখ তার নাহি ঘটে;
বরং লব্ধ সুখরাশি ক্রমে ক্ষয় পায়।
অমর, অতীত কথা ছেড়ে দাও তুমি!

যে জলে সতত হয় জীবন ধারণ,
সে জলেও মানবের প্রাণনাশ ঘটে।
সময় বিচার করি' হইবে চলিতে।
যে অনলে শীতে জীব অঙ্গ সেবা করে,
গ্রীষ্মে সে অনল-পাশে কেবা যেতে চায় ?
যে সুধা নরের সদা জীবনীবর্দ্ধক,
সময়ে সে সুধা ধরে গরলের গুণ।
অমর, যে রাজা ছিল উপকারী তব,
সময়ে এখন সেই ঘোর আততায়ী।
তাই বলি, কথা শোন, চল তিনজনে
সুখের কানন করি শ্বাপদবিহীন।

অমর। না, না, হেন ঘৃণ্য কর্ম্মে না দিব সম্মতি।
মন্ত্রি! তিনি নন্ শুধু আমারি পালক,
সময়ে সবারই ছিল; ভেবে দেখ দেখি,
কতদূর ঋণী মোরা আছি তাঁর কাছে ?
ল'য়েছি হরিয়া রাজ্য পরম পাতকে,
একে নাহি এ পাপের নিষ্কৃতি মোদের;
এত মনুষ্যত্বহীন, এতই চণ্ডাল
হয়েছি কি মোরা, আজ বিনাশিব তাঁরে ?

মন্ত্রী। কুটিল, অমর দেখ বালকের মত
হতেছে কার্য্যের কালে ভয়েতে আকুল।

কুটিল। তাই ত সকল দিক্ কেঁচেই বা দেয়,
অমর! মন্ত্রী—[জিভ্ কাটিয়া] রাজামশায় যা' বলেন
শোন। রোগের নেতুড় রাখা ভাল কিছু নয়।

অমর। অমর তোমার মত জ্ঞানহীন নয়।

কুটিল। তা বটে, তা বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে—
রাজা ইনি, ঘটে এঁর বুদ্ধি সমধিক।
এঁর উপদেশ মত চল যাই মোরা,
কূলেতে আনিয়া কেন ডুবাব তরণী।
সুখী ত করেছে বিধি, যে তুচ্ছ কারণে
কিছুও ভাব্‌না থাকে, কেন রাখি তারে ?

অমর। অকারণ কেন তুমি কর বাক্যব্যয় ?
না শুনিব কারও কথা—শোন বলি সার,
ভাল যা' বুঝিবে, তাই করিবে অমর ?

মন্ত্রী। তবে কি এ কার্য্যে তুমি হবে না সহায়,
ল'বে না মোদের সুখ-সম্পদের ভাগ ?

অমর। এ কার্য্যে কখনো আমি হ'ব না সহায়,
সুখ কি সম্পদ্, সে ত আমারই বিক্রমে !
তার ভাগ ল'তে কেন হইব বঞ্চিত ?

মন্ত্রী। কি ! সুখ, সম্পদ্, সব তোমার বিক্রমে !
বড় রহস্যের কথা, শুনে হাসি পায়।
সিংহের গরাসে যথা হরিণশাবক,
পড়েছিলে মহাবীর প্রতর্দ্দন-করে—
কিরূপে জীবন তব বাঁচায়েছি আমি,
অমর, পড়ে কি মনে ? লক্ষ্য না করিলে
সেইকালে, এতদিন ধরাস্মৃতি হ'তে
মুছে যেত চিরতরে অমরের নাম।

অমর। বীর আমি, বীরদর্পে ত্যজিতাম প্রাণ।

এ হেন কীটের সহ নরকে থাকার চেয়ে,
সেও ছিল মোর পক্ষে অতি গৌরবের।
মন্ত্রি! আনুকূল্যে তব ধরিতে কৃপাণ,
কুটিলে তোমায় মিলে দিবারাত্র ধরি—
তোমারও কি পড়ে মনে, প্রলুব্ধ বচনে
কত অনুরোধ মোরে করেছিলে সদা?
আমি না সহায় হ'লে, রাজশক্তি-স্রোতে
জান না কি ভেসে যেতে তৃণের সমান?

মন্ত্রী। তাই যদি মনে মনে ধারণা তোমার,
না চাই সাহায্য তব; দেখ তুমি, আমি
শাসিতে অযোধ্যারাজ্য পারি কি না পারি।

কুটিল। নিশ্চয়, দুর্ব্বল তুমি ভাব কি মোদের?
কোন্ কর্ম্মে অপারগ আমরা ভূতলে?

অমর। পদলেহী, অর্থলোভী, অধম ব্রাহ্মণ!
আমার সম্মুখে এত শূন্য আড়ম্বর!
জানি না কি, ভীরু, আমি ক্ষমতা তোদের?

মন্ত্রী। অমর! আত্মগৌরবে হতেছ অধীর,
বার বার তুচ্ছ জ্ঞান করিছ আমায়;
ভাবিছ না, তুমি মম আদেশপালক,
আমারই কৃপায় তব সৈন্যাপত্যলাভ।

অমর। তোমার কৃপায় নয়, নিজের শক্তিতে
অমর এ অযোধ্যার মুখ্য সেনাপতি।
আদেশপালক ভাব অমরেরে তব?
হাসি পায় কথা শুনে। শোন, মন্ত্রি তুমি!

বুদ্ধিমান্ জ্ঞানে আমি এতদিন তব
করিয়াছি আনুগত্য, বুঝিনু এখন—
পরম কুটিল তুমি কুমতির দাস—
তব সহবাস আর অমর না চায়।

মন্ত্রী। না চাও, আদেশ আমি করিনু তোমায়—
মম রাজ্য হ'তে যাও যথা ইচ্ছা তব।

অমর। [সক্রোধে] কি, তব রাজ্য হ'তে—
যথা ইচ্ছা যাব আমি আদেশে তোমার?
নিতান্ত অসহ্য আর সহ্য নাহি হয়!
কি বলিব চিরদিন মানিয়াছি তোমা,
গুরুজ্ঞান করিয়াছি বয়োজ্যেষ্ঠ ভাবি,
তাইতে নিস্তার পেলে, নচেৎ যে ভাবে
আনিলে গর্ব্বের কথা ঘৃণিত বদনে—
শাণিত কৃপাণে দেহ খণ্ড খণ্ড করি,
এতক্ষণ খাওয়াতাম শৃগাল কুক্কুরে।
চাই না থাকিতে আর পিশাচের সহ।
তোমার আদেশে নয়, আপন ইচ্ছায়
ত্যজিব এখান আমি এ পাপ-সম্পদ্।
চাতুরীতে মুগ্ধ হ'য়ে অজ্ঞানের বশে
করিয়াছি বহু পাপ; শিক্ষাদাতা গুরু—
জীবননাশের তাঁর হয়েছি কারণ।
অন্নদাতা নৃপতিরে নারকী-বচনে
করিয়াছি রাজ্যচ্যুত পাপ অসি-বলে,
করিলাম পরিত্যাগ এ পাপ-আনকে। [অসিত্যাগ]

চাই না ধরিতে আর পাপের ভূষণ ;
মানব যেমন করে আবর্জ্জনা ত্যাগ,
তেমতি ত্যজিনু আমি এ রাজ-সম্পদ্।

[বসন ভূষণ পরিত্যাগ]

অনশনে অশয়নে বিভু-গুণ গাহি'
ফিরিব যেখানে সদা পুণ্যের বসতি।
মন্ত্রি! মন্ত্রি! পাপাশয়! চলিলাম আমি।
শার্দ্দূলবিহীন বনে ফেরুগণ যথা
মহানন্দে করে সদা পাশব তাণ্ডব,
পাপাত্মা কুটিলে ল'য়ে তুমিও তেমনি
কর সুখে পাপপূর্ণ অযোধ্যায় বাস।
দীনবন্ধো! কৃপাসিন্ধো! পাতকীতারণ!
কর এ পাপীর হৃদে শান্তি বারি দান।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। এইবার যথার্থই ত্যজিল অমর।

কুটিল। যাক্, ঘাম দিয়ে গা'র জর ছেড়ে গেল!
আমরা দুজনে সুখে রাজত্ব করিব।
[অমরসিংহের পরিত্যক্ত অসি গ্রহণ করিয়া]
এই অসি ল'য়ে করে, গোপনে গোপনে,
চলুন আগেতে করি অরাতি উচ্ছেদ।

মন্ত্রী। চল, আর অকারণ ভাবিলে কি হবে,
যখন যা' ঘটে তাহা সুখেরই কারণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বাহুর প্রবেশ।

বাহু। ধিক্ ধিক্ রাজ-পদে, ধিক্ রে সম্পদে,
ধিক্ রে বিলাসে, ধিক্ ঐশ্বর্য্যের সুখে,
আর শত শত ধিক্ সন্দেহ-শত্রুতা—
বিপদ্-ভয়সঙ্কুল নৃপের জীবনে !
যে অর্থের তরে নর ভুলে পরকাল,
ডুবিতে নরকে নাহি করে ঘৃণা বোধ ;
দয়া ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া অকাতরে
সহজে পাপের পথে করে বিচরণ—
নাহি জানি কেন হায়, সে অর্থের লাগি,
উন্মত্ত ধরাসংসার অন্ধ ও আকুল !
অর্থই ত জগতের অনর্থের মূল,
বন্ধু নয়, অর্থ ই রে শত্রু মানবের !
একদিন ছিনু রাজা—পৃথিবী-ঈশ্বর,
বাহুবলে কত দেশ করিয়াছি জয়।
প্রবল ধনের তৃষা, রাজ্য-জিগীষায়,
সাজায়েছি অনাথিনী কত অবলারে ;
সতর্ক সুতীক্ষ্ণ অসিচালনা-কৌতুকে
পাঠায়েছি কত বীরে শমনভবনে ;
কত নর, কত নারী, কত শিশু, বালা,
মনস্তাপে অভিশাপ করেছে আমায়।
যে রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধির কারণে
দয়া-ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়েছি হেলায়,

দেখায়েছি ভবে কত নৃশংসের খেলা—
সে রাজ্য আমার, হায়, কোথায় এখন !
যেই রাজ্যপতি হ'য়ে, সুখের সাগরে
ভেসেছি বিলাস-স্রোতেঃ প্রমোদ-লহরে ;
দরিদ্রের দশা দেখি করি' উপহাস
ফিরায়েছি তার দিকে ঘৃণায় বদন ;
এখন ভাগ্যের দোষে সম্পদ্ হারায়ে,
বুঝিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে দারিদ্র্যের জ্বালা।
জানিতেছি ভালরূপে—ধন-জনহীন
দরিদ্রের প্রাণ কত নিরাশ, নিস্তেজ।
হেন মানব ! চিত্তে আঁক' চিত্র অভাগার।
অনিত্য ধনের গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হ'য়ে
ধনহীনে ভেবো না'ক শৃগাল কুক্কুর।
কত ধন, কত রত্ন করেছ সঞ্চয়,
আমার সমান বল ঐশ্বর্য্য কাহার ?
আমারই যখন হ'ল এমন দুর্দ্দশা,
তোমাদের সুখ যেতে লাগে কতক্ষণ ?
শুখাইয়া গেল যদি প্রশান্তের বারি,
তোমরা পল্বল সব কি হেতু গর্ব্বিত ?
হায় রে উদ্দেশে কার কি বকি বৃথায়,
কে শুনিছে মোর কথা, কে আছে হেথায়।
ক্ষুধিত বনিতা পুত্র আছে পথ চেয়ে,
যাই ত্বরা ফল ল'য়ে তাদের কারণে।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী ও কুটিলের প্রবেশ।

মন্ত্রী। তন্ন তন্ন খুঁজিলাম সমগ্র কানন ;
কুটিল, কিছুতে নাহি পেলাম সন্ধান।

কুটিল। আমিও বিশেষরূপে করেছি সন্ধান,
ফল খাইবার তরে করি না'ক দেরি ;
কোথাও ত না পেলাম দেখা নৃপতির !

মন্ত্রী। তবে কি তাহারা—পেয়ে সংবাদ মোদের,
বনান্তরে চ'লে গেল এ কানন ছাড়ি' ?
এইদিক্ আছে বাকী, চল দেখি খুঁজে,
তাতে না মিলিলে যাব রাজ্যমাঝে ফিরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বাহুর পুনঃপ্রবেশ।

বাহু। কি দৌর্ভাগ্য ! সারা কানন পরিভ্রমণ করতে প্রায় কুটীরের নিকট চ'লে এলাম ; কৈ, কিছুই ত সংগ্রহ করতে পারলাম না ! এত বড় অরণ্যেও কি তিনজন নরের উদর পূরণের মত ফল আহরণ করতে পারব না ? আমাদের কপালগুণে সকল বৃক্ষই কি নিষ্ফল হবে ? যাই—আরও একটু অগ্রসর হ'য়ে যাই। যতই বিলম্ব হ'ক্, ফল সংগ্রহ না ক'রে কুটীরে যাব না। তাই ত, লতাগুলো পা জড়িয়ে ধরছে, যেন অধিক দূর যেতে নিবারণ করছে। প্রতিপদক্ষেপে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। কেন আজ আমার এরূপ চাঞ্চল্য ঘটছে ! তবে কি আজও আবার কোন বিপদ্ ঘটবে ! আমাদের ভাগ্য-রঙ্গমঞ্চে আবার কি কোন নূতন বিপদের অভিনয় হবে ?

[নেপথ্যে পরমানন্দ]

পরমানন্দ।— গান।

দুর্ব্বোধ! ছলনা-জালে ঘেরেছে দেখ চারিধারে!
হ'লে বন্দী প্রাণ-মৃগ নাহি পাইবে নিস্তার॥

বাহু। কে, কি বল্‌ছ?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

বিষমাখা বাণ, করিয়া সন্ধান,
নিরমম প্রাণ, ব্যাধ দণ্ডায়মান,
ভ্রান্ত! যাও ফিরে যেয়ো না খুঁজিতে আহার॥

বাহু। কে, কে তুমি আমাকে কুটীরে ফিরে যেতে উপদেশ দিচ্ছ? ভাই রে! আমার ক্ষুধার্ত্ত পত্নী পুত্র চাতকের মত আমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছে, আমি ফল আহরণ না ক'রে কেমন ক'রে রিক্তহস্তে ফিরে যাব? যখন দুগ্ধপোষ্য সগর ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে "বাবা! ফল দাও ব'লে" আমার কাছে এসে দাঁড়াবে, তখন তার চাঁদমুখে আম কি দেবো? রাজকুমারী রাজমহিষী সুনন্দা—আহা, রাজভোগে ও যার তৃপ্তি হয় না! আজ ক্ষুধার জ্বালায় যখন "মহারাজ! ফল দাও," ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে হস্ত বিস্তার কর্‌বে, তখন তার হাতেই বা কি দেবো?

পরমানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা-বন্ধনে,
বদ্ধ করে বটে বনিতা-নন্দনে,
দুঃখময় ভব কাতর ক্রন্দনে,
লক্ষ্য কেবা করে আর ;—
স্বার্থতৎপর নিষ্ঠুর খলদল,
লুব্ধ ধনলোভে প্রকাশে কৌশল,
বিপদ্‌-বারিধি নেহার' হে সুদুর্ব্বার॥ [প্রস্থান।

বাহু। ভাই রে! আর আমাদের বিপদের বাকী কি আছে! চিরদিনই ত বিপদের ভার বহন ক'রে আস্‌ছি। অধিক দূর যেতে নিবারণ কর্‌ছ, কিন্তু দূরে না গেলেও ত ফল সংগ্রহ হবে না। ফল সংগ্রহ না হ'লে আমার পত্নী পুত্র খাবে কি? না, না, কথায় কথায় আর বিলম্ব কর্‌ব না, বেলা অধিক হয়েছে, ফলের চেষ্টা করি। হে বনদেবি! তোমার বনভাণ্ডার হ'তে আমায় কিঞ্চিৎ ফল দান কর। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বাহু, ক্ষুধা নিবারণের জন্য আজ বাহু পেতে তোমার নিকট কিঞ্চিৎ ফল ভিক্ষা কর্‌ছে। হে বৃক্ষকুল! জীবকে নিঃস্বার্থ দয়া শিক্ষা দিবার জন্যই তোমার জন্ম; তোমরা দয়া ক'রে আজ আমায় কিঞ্চিৎ ফল প্রদান কর! আমি হতভাগ্য ব'লে যদি আমার প্রতি বিমুখ হও, তবে আমার অভাগিনী পত্নী আর অভাগা পুত্রের জন্যই কিছু ভিক্ষা দাও, আমি না হয় অনশনেই দিন যাপন করব। কৈ, কেহই উত্তর দিলে না, নিদয় হ'য়ে সকলেই নির্ব্বাক্ হ'য়ে রৈল! যাই—নিজে একটু চেষ্টা ক'রে দেখি। [পরিক্রমণ।]

অদূরে কুটিল ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

কুটিল। ঐ, ঐ বোধ হয় আমাদের শত্রু। [অঙ্গুলি নির্দ্দেশ]

মন্ত্রী। ভাল ক'রে দেখ ঠিক রাজাই কি না। তা' না হ'লে এক জনের জন্য আর একজনের প্রাণসংহার ক'রে নিন্দার ভাগী হ'ব না।

কুটিল। আমি বেশ ক'রে দেখেছি, ঐ সেই হতভাগা।

বাহু। যাই, আরও একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি।

মন্ত্রী। আর অগ্রসর হ'তে হবে না, এইবার যমালয়ে গমন কর।

[বাহুকে অস্ত্রাঘাত]

বাহু। কে, কে রে আমায় অস্ত্রাঘাত কর্‌লি! [পতন]

মন্ত্রী। তোমার চিরশত্রু মন্ত্রী।

বাহু। মন্ত্রি! মন্ত্রি! নিষ্ঠুর! তোদের মনে এই ছিল? [উচ্চৈঃস্বরে] সুনন্দা! সগর! ছুটে পলাও, কাননে পিশাচ এসেছে!

মন্ত্রী। কারেও পলাতে হবে না, আমার অসির আঘাতে আজ সকলকেই শমনপুরে গমন কর্‌তে হবে।

বাহু। ওরে! এত পাষাণ হ'স্ নে, তাদের প্রতি এত শত্রুতা করিস্ নে! দুধের বালক সগরের অঙ্গে এমন ভীষণ অস্ত্র হানিস্ নে, কোমল সর্জ্জের বক্ষে এ কুলীশ প্রহার করিস্ নে! সগর! সুনন্দা! ছুটে পালাও, কাননে পিশাচ এসেছে!

কুটিল। আর পালাবে কোথা, তোমার সঙ্গেই যাবে।

বাহু। কে, কুটিল! রাজ-অন্নে প্রতিপালিত কুটিল! এই বুঝি পালকের প্রত্যুপকার? পিশাচ! তোর কি নরকেও স্থান হবে? পাষণ্ডগণ! আর শত্রুতা করিস্ নে; তোদের মনের অভিলাষ ত পূর্ণ হয়েছে, এইবার ক্ষান্ত হ'। আমার প্রাণে অনেক ব্যথা দিয়েছিস্, অর্থের জন্য মনুষ্যত্বের বিসর্জ্জন দিয়ে অনেক পাপ করেছিস্, এইবার পরকালের ভাবনা ভাব্। তোদের বিনয় ক'রে বলি, তোরা সগরের প্রতি অত্যাচার করিস্ নে; সূর্য্যকুলে বাতি দিতেও একজনকে রেখে দে। উঃ বড় যন্ত্রণা! আমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কত পাপ করেছি, তাই এ জন্মে পিশাচের করে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'তে হ'ল। মন্ত্রি! মন্ত্রি আমার এই মর্ম্মবেদনায় তোদের মঙ্গল হবে না। প্রাণ জ্ব'লে গেল; জ—ল—[মৃত্যু]

কুটিল। জল একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে খাবে। মন্ত্রি ম—[জিভ্ কাটিয়া] রাজামহাশয়! আর এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী। আমি বলি 'সমূলেন বিনশ্যতি' কর্‌লে ভাল হয় না? যখন এসেছি, তখন আর সগরটাকে ছেড়ে যাই কেন?

কুটিল। সেটা বালক, তাকে যেতে দিন্।

মন্ত্রী। ওহে! ক্ষুদ্র হ'লেও শত্রুকে জীবিত রাখ্‌তে নাই। সামান্য স্ফুলিঙ্গ হ'তেও মহা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

কুটিল। অমরসিংহ বোধ হয়, এদের এইদিকেই আস্‌বে। আমি বলি, আজ থাক্, আর একদিন এসে দেখা যাবে।

মন্ত্রী। সে কথাও মন্দ নয়। অমর যদি সত্যসত্যই এদিকে আসে, তা' হ'লে, আমরা নিঃসহায় অবস্থায় এখানে এসেছি—বড় বিপদ্ ঘটবে। চল, আজ নিবৃত্ত হওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। এইদিকে যে মহারাজের কণ্ঠস্বর পেলাম। ঠিক মহারাজের মত কে যেন এদিক্ থেকে কাতরকণ্ঠে 'সুনন্দা' 'সুনন্দা' ব'লে চীৎকার কর্‌লে। কিন্তু কৈ, কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না! অনেকক্ষণ হ'ল মহারাজ ফল তুল্‌তে গেছেন, এখনও ফির্‌ছেন না কেন? অন্য দিন ত এত বিলম্ব হয় না! তবে কি নিকটে ফল পাওয়া যায় নি ব'লে তিনি দূর বনে চ'লে গেছেন? তাঁর বিলম্ব দেখে আমার প্রাণে ভয় হচ্ছে। যদি ফল নাই পাওয়া যায়, তিনি ফিরে আস্‌ছেন না কেন, সগরের ক্ষুধা নিবারণের মত কিছু যোগাড় ক'রে আমরা না হয় আজ অনশনেই থাক্‌তাম। সগরও অনেকক্ষণ গেছে, সে-ও ত এখন আস্‌ছে না, আমি একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি। [নিম্নে নিরীক্ষণ করিয়া] একি! এখানে পড়ে কে, মহারাজ নয়! সত্যই ত, অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন! হায়, হায়, আমার এমন সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে! মহারাজ! মহারাজ! গা তোল, কেন নয়ন মুদে শয়ন ক'রে আছ? মহারাজ! হায়, হায়, মুখে কথা নাই, দেখি শ্বাস আছে কি না। [নাসিকায় হস্ত দিয়া]

না, না, আর শ্বাস নাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার কপাল চিরদিনের মত ভেঙেছে। হায়, হায়, আমি হতভাগিনী কেন ফল তুল্তে পাঠিয়েছিলাম, তা' না হ'লে আজ এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না। মহারাজ! কুসুমকোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যে সুখ অনুভব কর্‌তে না, এখন কেমন ক'রে কঠিন মৃত্তিকায় ধূলি-শয়নে শয়ন করেছ? বনে আমাদের এমন শত্রু কে ছিল, কে তোমার দুঃখজীর্ণ দেহে অস্ত্রাঘাত ক'রে আমার অদৃষ্টে বৈধব্যানল জ্বেলে দিলে! মহারাজ! কোথায় যাও, হতভাগিনী সুনন্দাকে পরিত্যাগ ক'রে, তোমার স্নেহের সগরকে দুঃখের হাতে তুলে দিয়ে কোথায় যাও? একটিবার ওঠ, একটিবার আমায় ছোটরাণী ব'লে ডাক।

গান।

কেন ধরাশয়নে বয় ধারা নয়নে।—
ওঠ মহারাজ, একি দশা আজ,
আর কাজ নাই বনফলচয়নে।
কি ব্যাথার স্মৃতি অন্তরে উদিত,
কি দুখে করেছ নয়ন মুদিত, বিষাদিত;—
(কেন) বাক্য-বিরহিত,
(নাথ হে) লক্ষ্য-তিরোহিত,
দেহ-বক্ষ আবরিত, লোহ-বহনে।
না মিটিতে নাথ প্রাণের পিপাসা,
শুধাল অকালে শান্তির পিপাসা, কি দুর্দ্দশা;—
(আমার) সাঙ্গ সুখের আশা,
(নাথ হে) ভঙ্গ সাধের বাসা,
এখন নিরাশায় দহি, শোক-দহনে।

সুনন্দা। মহারাজ! আমি যে তোমার মুখ চেয়েই বুক বেঁধে আছি।

তোমার কথা শুনেই সকল দুঃখ ভুলেছি। তুমি একটিবার উঠে আমাকে সুনন্দা ব'লে সম্ভাষণ কর। কৈ, উঠ্‌লে না, কথা রাখ্‌লে না, জন্মের মত চ'লে গেলে? একা যেয়ো না, আমাকেও তোমার সঙ্গিনী কর।— মহারাজ! মহারাজ!

[পতন ও মূর্চ্ছা]

পাপ ও পুণ্যের প্রবেশ।

পাপ। বল্‌ রে নির্লজ্জ পুণ্য! আর কিবা চাস্?
কাহার প্রভাব বল্‌ বাড়িল জগতে—
কার মুখে চুণকালি পড়িল এবার?
কোন্ লাজে আর তোর ও ঘৃণিত মুখ?
দেখাবি অধম! তুই স্বজন-সমাজে?
বড় দর্প করেছিলি, দেখ্‌ স্বনয়নে
পাপভক্ত সাধিয়াছে কি কাণ্ড ভীষণ!
বীরের হৃদয় ধরি' অতি দৃঢ়পণে
ক্রমান্বয়ে দুইজনে করিয়া সংহার—
পাতিয়াছে অযোধ্যায় সিংহাসন মোর;
জানায়েছে ভালরূপে দুর্ব্বলতা তোর।

পুণ্য। এতদিনে, পাপ! লীলা ফুরাইল তোর।
দেখিল জগতবাসী মোহের কুহক।
শিখিল সুবুদ্ধিগণ—পাপের উৎসাহে
হেন কার্য্য নাহি জীব না পারে সাধিতে।
এইবার, পুণ্য! আমি দেখাইব খেলা।
আমার প্রতাপে দেখ্, অহঙ্কারী মূঢ়!

কিবা দশা ঘটে তোর ভক্তগণ সহ।
আঁধারের হেতু যথা আলোর গৌরব,
ক্রোধের ক্রিয়ায় যথা ক্ষমার আদর,
বিলাসের মোহে যথা বিরাগের গুণ,
তোর কর্ম্ম ত'রে, রে দুরিত! এ জগতে
সত্বর হইবে মম গুণের আদর!

পাপ। শতবার ক্ষালনেও—সকলেই জানে,
অঙ্গারের মলিনত্ব কভু নাহি ঘুচে।
অপত্রপ পুণ্য তুই! শত তিরস্কারে
না হবে মনেতে তোর ঘৃণার উদয়—
কভু না ছাড়িবি তুই আপন গরিমা।
অপদস্থ পদে পদে হতেছিস্ এত,
শূন্য-পাত্র সম তবু দিনে দিনে তোর
বচনের আড়ম্বর হতেছে বর্দ্ধিত।

পুণ্য। কিছুদিন থাক্ আর, আড়ম্বর লয়ে,
সকলে দেখিবে পাপ! কত শাস্তি তোর!

পাপ। ভাল পুণ্য! কর্ চেষ্টা—যত শক্তি তোর,
সিংহ বিচলিত নয় শুনির চীৎকারে।

[প্রস্থান।

পুণ্য। নির্ব্বাণকালেতে দীপ বেশী দীপ্তি ধরে,
ওষধি অধিক বাড়ে পতনের তরে।

[প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। যোগে দেখ্‌লাম, দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী আর দুরাত্মা কুটিল, রাজা বাহুকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্য কাননে এসে তার কুটির অন্বেষণ কর্‌ছে। তাই রাজাকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য গোলোক যাবার পথ হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে এখানে ছুটে এলাম। যাই, শীঘ্র গিয়ে সাবধান ক'রে তা'দিগকে এ বন হ'তে বনান্তরে যাবার পরামর্শ দিই। [অগ্রসর হইয়া] ঐ বুঝি রাজা রাণী মৃত্তিকায় শয়ন ক'রে আছে। ধূলায় উভয়েরই অঙ্গ ধূসরিত। অহো! ভাগ্যের কি অখণ্ডনীয় লিপি! সময়ের কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন! যে একদিন সিংহাসনে ব'সে রাজ্য শাসন করেছে, সে আজ পশুর ন্যায় বনবাসী! উপাদেয় মিষ্টান্ন যার আহার্য্য, সে আজ কিঞ্চিৎ ফলমূলের কাঙাল! নবনীর ন্যায় সুকোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যে একদিন আরাম-সুখ প্রাপ্ত হয় নি, তুচ্ছ তৃণাসনের অভাবে সে আজ ধূলি-শয্যায় শয়ন করেছে! রাজরাণী সুনন্দা, যে কখন দুঃখের ছায়াও স্পর্শ করে নি, জন্মাবধি রাজৈশ্বর্য্যে পালিতা হয়েছে, পুষ্পের কোমলতাও একদিন যার দেহে কঠিন ব'লে বোধ হয়েছে, ভাগ্যের অপরিহার্য্যবিধানে সে আজ বনবাসিনী, দুঃখিনী—শয়নের অভাবে লতাপাতার কাঙালিনী, ক্ষুধা-শান্তির জন্য তিক্ত বনফলের প্রত্যাশিনী। আহা! অভাগাদের দুর্দ্দশা দেখে পশুপক্ষীও অশ্রু সংবরণ করতে পারে না! বিধাতঃ! জানি না, কোন্ পাপে এমন চিরসুখশালী পৃথিবীপতিকে পত্নী-পুত্রসহ এরূপ দুর্দ্দশার অকূল সাগরে ভাসিয়েছ! এহেন সরলমতি নৃপতির ভাগ্যে এরূপ নিদারুণ দুঃখের ছবি অঙ্কিত করতে তোমার পাষাণ-হৃদয়ে কি কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নি? যাই, ওদিগকে জাগ্রত করি। মহারাজ! মহারাজ! একি, অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন! তবে কি পাপাত্মাগণ আমি আস্‌বার

পূর্ব্বেই আপনার পাপাভীষ্ট সাধন ক'রে প্রতিগমন করেছে? দেখি, শ্বাস আছে কি নাই। [নাসিকায় হস্ত দিয়া] না—না, মহারাজের আর চৈতন্য নাই, প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ ক'রে অনন্ত আকাশে উড়ে গেছে। রাণীর এখনও জীবন আছে, একবার ডেকে দেখি সুনন্দা! সুনন্দা! হতভাগিনী—ধরাসন পরিহার কর।

সুনন্দা। [মূর্চ্ছান্তে] কে কর্‌লি—আমাদের এমন সর্ব্বনাশ! কে কর্‌লি—আমাদের দুঃখের ঘরে এমন শোকের আগুন জ্বাল্‌লি? হতভাগিনীর বুকে চিরবৈধব্য-শেল কে হান্‌লি? ওরে এত পাপ-অভিসন্ধি কার মনে ছিল? আমরা এমন শত্রুতা কার করেছি?

নারদ। অভাগিনী! আর রোদন কর্‌লে কি হবে? গাত্রোত্থান কর।

সুনন্দা। [উঠিয়া] দেবর্ষি! দেবর্ষি! আমার কপাল ভেঙেছে; কোন্ নির্ম্মম শত্রু অস্ত্রাঘাতে মহারাজের জীবনসংহার করেছে। ঐ দেখুন, বজ্রাহত কদলীতরুর মত মহারাজ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

নারদ। হতভাগিনি! সবই দেখছি—সব জেনেছি। অন্য কোন শত্রু নয়, পাপের প্রলোভনে পাপাত্মা মন্ত্রীই এই নৃশংস কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছে। আমি আগেই ধ্যানযোগে সমস্ত জান্‌তে পেরে, মহারাজের প্রাণরক্ষা কর্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ছি, কিন্তু তোমার দৌর্ভাগ্য, আমি আস্‌বার পূর্ব্বেই সে পাপকর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে পলায়ন করেছে। সুনন্দা! রোদন সম্বরণ কর—হৃদয় বাঁধ।

সুনন্দা। রোদনই যে এখন অভাগিনীর চিরসম্বল। রোদন ভিন্ন আর আমার কর্‌বার কিছুই নাই। আর কি আশায় হৃদয় বাঁধ্‌ব, দেবর্ষি! এ হৃদয়ে আর কি আছে? শোকতাপে জ্ব'লে অঙ্গার হ'য়ে গেছে। যাঁর মুখ দেখে অতীত সকল সুখ ভুলেছিলাম, রাজকন্যা রাজ রাণী হ'য়েও বনের এরূপ দুর্ব্বিষহ দুঃখ সহ্য করেছিলাম, হতভাগিনীকে

ফাঁকি দিয়ে তিনি জন্মের মত চ'লে গেলেন! আমাদিগকে অপার শোক-সাগরে নিমজ্জিত ক'রে, তিনি অনন্তধামে গিয়ে চিরশান্তি লাভ কর্‌লেন। আমি আর তবে কি আশায় বাঁচি, দেবর্ষি? আমিও যাতে মহারাজের সঙ্গিনী হ'তে পারি, তারই উপায় করুন।

নারদ। সুনন্দা! আর কাঁদ্‌লে কি হবে? লোকের ভাগ্যে যা' লেখা আছে, তা' অবশ্যই ঘট্‌বে। সহস্র চেষ্টা কর্‌লেও সে লেখার অন্যথা হবে না। তোমাদের অদৃষ্টমঞ্চে যে সব দুঃখের অভিনয় হচ্ছে, তা' সবই সেই বিশ্ব-নাট্যকরের অব্যর্থ লেখনী-নির্দ্দেশ। সুনন্দে! ধৈর্য্য ধর—সহ্য কর।

সুনন্দা। দেবর্ষি! অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য হয় না—আর প্রাণ ধৈর্য্য মানে না! আমার অদৃষ্টে বিধাতা এত কষ্ট—এত শোক-তাপ লিখেছিলেন, মৃত্যু লিখেন নি কেন? আমার মৃত্যু হ'লেই যে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়।

নারদ। জীবের জন্মমৃত্যুও তাঁরই ইচ্ছা, তাঁরই লেখা অনুসারে। আস্‌বার সময় হ'লে জীব জগতে আসে, আর যাবার সময় হ'লে জগৎ ছেড়ে চলে যায়, একেই জন্ম-মৃত্যু বলে। তোমার স্বামীর দিন শেষ হয়েছিল, তাই তিনি চ'লে গেলেন; আবার তোমারও যখন সময় হবে, তুমিও চ'লে যাবে। শুধু তুমি আমি ব'লে নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণীই এই নিয়মের অধীন। তাই বলি, আর রোদন ক'রো না; যতদিন জীবিত আছ, ধৈর্য্য ধারণ ক'রে বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান সহ্য কর।' সুনন্দে! তোমায় দেখ্‌ছি—সগর কোথায়?

সুনন্দা। মহারাজের কষ্ট দেখে সে-ও আমাদের জন্য ফল আহরণ কর্‌তে গেছে। ফল নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে এই সব শোকের দৃশ্য দেখে—হায়! হায়! সেও কি প্রাণ রাখ্‌বে?

নারদ। সগর কতক্ষণ গেছে ?

সুনন্দা। আমি অজ্ঞানাবস্থায় পড়েছিলাম, ঠিক কতক্ষণ হ'ল বল্‌তে পারি না। তবে অনুমান হয়, অনেকক্ষণই গেছে।

নারদ। পাপাত্মাগণ তারও অনুসরণ করে নি ত ?

সুনন্দা। সে বালক, তারও প্রতি কি অত্যাচার কর্‌বে ?

নারদ। হতভাগিনি! কঠিনের কাঠিন্যই যে স্বভাব। যে অনল প্রকাণ্ড দ্রুমরাজীকে দাহ করে, সে কি ক্ষুদ্র লতাকে পরিত্যাগ করে? যে অশনি কঠিন পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হয়, সে অশনি কি কোমল মৃত্তিকা-স্তূপে পতিত হয় না ?

সুনন্দা। ঋষিরাজ! আমার দগ্ধভাগ্যে বিধাতা যদি এত যন্ত্রণাই লিখে থাকেন, তা' হ'লে আর তাঁর লেখার অপেক্ষা থাক্‌বে না, শোক তাপে আমার দেহ এখন পুড়ে ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

নারদ। সুনন্দে! কাতরা হ'য়ো না, আমি ধ্যানযোগে সমস্তই অবগত হচ্ছি। [ধ্যান]

অদূরে সগরের প্রবেশ।

সগর। ফল তুল্‌তে তুল্‌তে অনেক দূর গিয়া পড়েছিলাম, তাই অনেক বিলম্ব হ'য়ে গেছে। কিন্তু এত ক'রেও তিনজনের মত ফল সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লাম না। এ ফলে দু'জনের ক্ষুধা নিবারণ হ'তে পারে। বাবা যদি আজ ফল আহরণ কর্‌তে না পারেন, তবে এই ফল তাঁকে আর মাকে খেতে দিয়ে আমি অনশনে থাক্‌ব! তাঁরা খাবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেও আমি খাব না। পিতামাতাকে অনশনে রেখে পুত্রের খাওয়াই কি কর্ত্তব্য? আমার এই আহরিত ফল তাঁরা যদি আদর ক'রে মুখে তুলেন, তবে আজ আমার পুত্রজন্ম সার্থক হবে। যাই একটু তাড়াতাড়ি চ'লে যাই।

নারদ। না, সগরের কোন অনিষ্ট হয় নি। ধ্যানে দেখ্লাম, সে তোমাদের জন্য ফল জল সংগ্রহ ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে ত্বরিত গতিতে কুটীরের দিকে ফিরে আস্ছে। [সগরকে দেখিয়া] ঐ যে নিকটবর্ত্তী হয়েছে।

সগর। মা! মা! ফল জল এনেছি।

সুনন্দা। সগর! সগর! সর্ব্বনাশ হয়েছে! পাপমতি মন্ত্রী আমাদের অলক্ষ্যে অস্ত্রাঘাতে মহারাজের জীবনসংহার করেছে। সগর রে! তোকে আমাকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি জন্মের মত ধরাধাম ছেড়ে চ'লে গেছেন। ঐ দেখ্, তাঁর সোণার দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে।

সগর। কৈ—কৈ? [সরোদনে] পিতঃ! পিতঃ। কোথায় গেলে? নিয়ে যাও—আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। পিতঃ গো! তুমি বনভ্রমণশ্রমে কাতর হয়েছ, এই যে আমি তোমার জন্য ফল জল এনেছি, মনের সুখে আদর ক'রে খাও। বাবা গো! আমার বদন একটু মলিন দেখ্লে কত আকুল হও, এখন আমি তোমায় 'পিতা' 'পিতা' ব'লে ডেকে নয়ন জলে ভাস্ছি, তা' কি তুমি শুন্তে পাচ্ছ না? একদণ্ড সগরকে না দেখ্লে যে থাক্তে পার না, তুমি তাকে কার হাতে তুলে দিয়ে গেলে? তোমার মত কে আর আমাকে আদর ক'রে কোলে নেবে? কে আর স্নেহভরে আমার মুখ মুছিয়ে দেবে? পিতঃ গো! তোমার সোণার দেহ ভূলুণ্ঠিত দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তুমি একটীবার আমায় আদর ক'রে পুত্র ব'লে ডাক'। একটীবার আমায় কোলে ক'রে আমার তাপিত জীবন শীতল কর।

গান।

ওঠ ওঠ পিতঃ,　　　　কেন গো তাপিত,
বল না কি দুঃখে এ হেন কুণ্ঠিত।
কি মনোবেদনে,　　　　নীরব বদনে,
মুদিত নয়নে,　　　　ধূলাতে লুণ্ঠিত॥
সগর ভিন্ন তুমি অন্য যে বাঞ্ছ'না,
কি কারণে তবে তারে এ বঞ্চনা,
না পারি দেখিতে তোমার লাঞ্ছনা,
দেখ না শোকে কত উৎকণ্ঠিত।
অতি জীর্ণ দুঃখের শীর্ণ দেহে কেবা অস্ত্রাঘাত করিল,
শত্রুতা করি—নির্দ্দয় অরি কে তব জীবন হরিল,
(মায়া হ'ল না, এমন দুঃখ-মলিন বদন দেখে)
অতি কষ্টে এনেছি তুলে মিষ্ট ফল আমি গো,
হৃষ্ট হৃদয়ে পিতঃ খাবে ব'লে তুমি গো,
(হায় হ'ল না—এমন দুঃখের সময় পিতার সেবা করা ;
আমার মনের আশা রৈল মনে)
কি ফল পিতঃ আর বিফল প্রাণ রাখা,
অন্তর্হিত এবে আশার সুখ-রাকা,
অন্তরের সাধ বিষাদ-বিষমাখা,
ভাগ্য-গগণ শোক-তিমিরে গুণ্ঠিত।

সগর। বাবা গো! উঠ্‌লে না, কথা শুন্‌লে না, জন্মের মত নিদয় হ'লে? হায় বাবা! আর আমি কার কাছে যাব, কে আমাকে আদর ক'রে পুত্র ব'লে ডাক্‌বে? মা! মা গো! কি হ'ল, আমাদের কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল! এতদিনের পর জন্মের মত বাবাকে হারালাম!

সুনন্দা। সগর রে! আর কাঁদিস্‌ নে! তোর কান্না দেখে আমার

বুক ফেটে যাচ্ছে! হা মহারাজ! একবার ওঠ, একবার উঠে দেখ, তোমা বিহনে তোমার আদরের পুত্র সগরের কি দুর্দ্দশা হয়েছে!

সগর। মাগো! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না; আমিও বাবার সঙ্গে যাব।

সুনন্দা। তোকে যেতে হবে না, বাপ্! তুই থাক্; বরং মহারাজের চিতানলে আমাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত কর্। আমি অনলে প্রবেশ ক'রে শোকানল নির্ব্বাণ করি।

নারদ। অহো! এদের শোকের দশা দেখে আমার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। না, না, আকুল হ'লে চল্‌বে না, সান্ত্বনা দিই। সগর! সুনন্দে! রোদন সম্বরণ কর।

সগর। দেবর্ষি! দেবর্ষি! আমাকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, পিতা জন্মের মত ধরাধাম ছেড়ে চ'লে গেছেন। দেবর্ষি! আমাদের সকল আশা ভরসা ফুরিয়েছে!

নারদ। বৎস! আমি সবই জানি, সেজন্য আর বিলাপ ক'রে ফল কি? তোমার পিতার ভাগ্যে যা' ছিল, তা-ই ঘট্‌ল। এখন শোকে জীবনান্ত কর্‌লেও আর তাঁকে ফিরে পাবে না।

সগর। ঋষিবর! আর আমি এ পিতৃহারা প্রাণ রাখ্‌ব না; বাবা যেখানে গেছেন, আমিও সেইখানে গিয়ে সকল শোক ভুলে যাব!

নারদ। তোমার পিতার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে, আর এখন তাঁর দেখা পাওয়া সুকঠিন। সগর! মৃত্যুকামনাতেও পাপ হয়, তুমি ও বাসনা পরিত্যাগ কর।

সুনন্দা। দেবর্ষি! আমাকে বাধা দিবেন না; আমি পতির চিতানলে জীবন পরিত্যাগ ক'রে স্বামী-সঙ্গ লাভ কর্‌ব।

নারদ। স্বামীর চিতানলে জীবন পরিত্যাগ ক'রে স্বামী-সঙ্গ লাভ

করায় পতিব্রতা নারীর অবশ্য অধিকার আছে। কিন্তু সুনন্দে! একজনের জীবন রক্ষা কর্‌তে আর একজনের জীবননাশ কর্‌লে যেমন পাতক হয়, এ চিতারোহণেও তোমাকেও তা' হ'লে সেইরূপ প্রত্যবায়ভাগিনী হ'তে হবে। কেন না, তুমি জীবন পরিত্যাগ কর্‌লে, যত্নাভাবে তোমার শিশুপুত্র সগরও জীবন ত্যাগ কর্‌বে।

সুনন্দা। দেবর্ষি! আর কি আশায়, কি সুখে আমি জীবনধারণ কর্‌ব? আমার সকল আশা, সকল সুখ ত স্বামীর সঙ্গেই চ'লে গেল!

নারদ। রাজ্ঞি! পতিই রমণীর পরম প্রিয়বস্তু। কিন্তু শাস্ত্রের বাক্যে পুত্র আবার তদপেক্ষা প্রিয়তম। রমণী সন্তান প্রসব কর্‌লে, তাঁর স্নেহ পতি হ'তে পুত্রের প্রতি পতিত হয়, তাই পিতা পুত্রকে ভার্য্যাপহারী বলে। অর্থাৎ প্রসূত হ'য়ে মায়ের স্নেহ পুত্রই অধিকার করে। তাই বলি, সুনন্দে! শোকতাপ বিস্মৃত হও; যত্নে সগরকে প্রতিপালন কর, ভবিষ্যতে ওই তোমাকে সুখিনী করবে।

সুনন্দা। দেবর্ষি! সাগর যখন শুকিয়ে গেল, তখন এ ক্ষুদ্র গোষ্পদের আর আশা কি?

সগর। ঋষিরাজ! শত্রুরা পিতাকে যখন বিনষ্ট কর্‌তে পেরেছে, তখন আমাদিগকে বিনষ্ট কর্‌তে কতক্ষণ?

নারদ। সগর, তোমাকে যেদিন শত্রুগণ বিনষ্ট কর্‌তে সক্ষম হবে, সেদিন জান্‌বে, নারদের আজন্মসঞ্চিত তপোরাশিতে ব্রহ্মাণ্ড পুড়ে ভস্ম পরিণত হবে। চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হ'য়ে মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। বৎস! আমি তোমায় যে হরিমন্ত্র প্রদান করেছি, সে মন্ত্রের প্রভাবে তুমি নির্ভয়, নির্ব্বিপদ্। হিংস্রজন্তু তোমার হিংসা কর্‌তে সাহসী হবে না। তোমার অঙ্গে আঘাত কর্‌তে ফণীরও ফণা অবসন্ন হবে। তোমার প্রতি শত্রুতা ক'রে কোন শত্রুই পরিত্রাণ পাবে না। তোমার

পিতা বাহু, রাজ্যে পাপকে আশ্রয় দেওয়াতেই তার পরিণাম এইরূপ পরিশোচনীয় হ'লো। সুনন্দে বিলাপ পরিত্যাগ কর। গুণবান্ সগর হ'তেই তুমি আবার সুখিনী হবে। যে যে শত্রু তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, আপনার বিক্রমে সগরই একদিন তা'দিগকে পশুর ন্যায় হত্যা ক'রে ধর্ম্মের চিরবিজয় ঘোষণা কর্‌বে।

সুনন্দা। অন্ধের তারকা-গণনার আশা যেমন অসম্ভব, আতুরের গিরি-উল্লঙ্ঘনের সাধ যেমন অসঙ্গত, ঋষিরাজ! এরূপ আশাও যে এখন আমার পক্ষে তা-ই। আমরা যখন সঞ্চিত অতুল ধনরত্ন থেকেও বঞ্চিত হয়েছি, তখন আর কি আমাদের ভাগ্যে সুখ আছে?

নারদ। সুখ দুঃখ মানবের ভাগ্যে চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তুমি জেনো, এ দুঃখের পর সুখ আস্‌বেই আস্‌বে। সুনন্দে! যদিও তাতে কিছু অসম্ভব থাকে, তোমার গুণবান্ পুত্র সগরের গুণে তা' সকলেই সম্ভবে পরিণত হবে। তোমাদের আর এ স্থানে থাকা নিরাপদ নয়। নিকটে মহাতেজা ঔর্ব্বঋষির তপোবন; চল, তোমাদিগকে সেইখানে রেখে, আমি একবার দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পালক, পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা তোমার আরাধ্যদেব হরির কাছে যাব। গিয়ে, তাঁকে তোমাদের দুঃখ দূর কর্‌তে আর দুষ্টমতি পাপকে দমন কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ব। তাতে যদি তিনি মনোযোগ না করেন, তবে পুণ্যাত্মাগণের দুঃখনাশনে আর দুরাত্মা পাপশাসনের জন্য আমি পুনর্ব্বার কঠোর যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হব। দেখ্‌বে, এই ক্ষীণকায় ব্রাহ্মণের তপোবলে ব্রহ্মা শিবের যোগাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হবে। নারদের তপঃপ্রভাবে অতি অচির-কালমধ্যেই পাপপ্রতাপ বিদূরিত হ'য়ে পুণ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সাধিত হবে। চল, অগ্রে তোমাদিগকে স্থানান্তরে রেখে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোকধাম।

কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী আসীন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে অনেক কষ্টে জয় ও বিজয়কে প্রথমবার ব্রহ্ম-শাপ হ'তে উদ্ধার করেছি।

লক্ষ্মী। এর পর তারা কোথায়, কোন্ রূপে জন্মগ্রহণ কর্‌বে, এবং তুমিই বা কিরূপে তা'দিগকে শাপমুক্ত কর্‌বে?

কৃষ্ণ। মহাকবি বাল্মীকির অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী দ্বারা তা' বহু পূর্ব্ব হ'তেই লিখিত হয়েছে; এবং সেই লেখা অভ্রান্ত, অব্যর্থ ব'লে বিধি বিষ্ণুর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

লক্ষ্মী। বল, আবার শুন্‌তে বাসনা হয়েছে।

কৃষ্ণ। অতঃপর জয় বিজয় লঙ্কারাজ্যে রাবণ কুম্ভকর্ণ নাম ধারণ ক'রে রক্ষকুলে জন্মগ্রহণ কর্‌বে। তা'দিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এইবার তোমাকে, আমাকে, উভয়কেই ধরাধামে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হবে। তুমি মিথিলাধিপতি জনকের দুহিতা জানকী নামে অভিহিত হবে; আমিও রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এই চারি মূর্ত্তিতে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ কর্‌ব। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশে আমি হরধনুঃ ভঙ্গ ক'রে তোমাকে জনক-গৃহ হ'তে অযোধ্যায় নিয়ে আস্‌ব। তার পর আমার রাজ্যাভিষেককালে বিমাতার প্রাপ্য বর-প্রার্থনামত আমি পিতার আদেশে বনগমন কর্‌ব। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ ও তুমি আমার অনুগমন কর্‌বে। বনে রাবণ-স্বসা সূর্পনখা রূপসৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ হ'য়ে লক্ষ্মণের প্রণয় প্রার্থনা কর্‌লে, সংযমী লক্ষ্মণ, প্রণয়দানের পরিবর্ত্তে তার নাসা-কর্ণ ছেদন কর্‌বে। সেই ক্রোধে রাবণ বন হ'তে ছলনাদ্বারা তোমায় হরণ ক'রে লঙ্কাধামে ল'য়ে যাবে।

লক্ষ্মী। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা! তার্ পর নাথ! আমি কিরূপে উদ্ধার লাভ কর্‌ব?

কৃষ্ণ। তার পর আমি বানরগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন ক'রে, অপূর্ব্ব উদ্যমে সাগর-বন্ধনকরতঃ লঙ্কা প্রবেশ কর্‌ব। সেখানে ধার্ম্মিক বিভীষণের সহায়তা লাভ ক'রে, নানারূপ কৌশলের দ্বারা মহাযুদ্ধে রক্ষবংশের ধ্বংস-সাধনপূর্ব্বক তোমায় উদ্ধার ক'রে বনবাসানন্তর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর্‌ব। সেই যুদ্ধে রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপী জয়-বিজয় আমার হস্তে রক্ষ-লীলা-শেষ ক'রে দ্বিতীয়বার শাপমুক্ত হবে।

লক্ষ্মী। তার পর আমরা কিরূপভাবে মর্ত্ত-লীলা শেষ কর্‌ব?

কৃষ্ণ। তার পর—থাক্ প্রিয়ে! আর সে কথা শুনে কাজ নাই।

লক্ষ্মী। না না, বল, আমার শুন্‌তে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।

কৃষ্ণ। কমলে! বল্‌ব কি, সে বড় কঠিন কথা। আমরা রাজ্যে আগমন কর্‌লে পর, দীর্ঘকাল রক্ষপুরে বাস করার জন্য প্রজাগণ তোমার চরিত্রে সন্দিহান্ হবে। তাদের সন্দেহভঞ্জনার্থ আমি পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায় তোমাকে বনবাসে প্রেরণ কর্‌ব।

লক্ষ্মী। [দুঃখিতভাবে] এত দুঃখের পর উদ্ধার লাভ ক'রে আবার আমাকে বনবাসিনী হ'তে হবে? কঠিন! আমাকে বনে পাঠাতে তোমারও প্রাণে কি ব্যথা লাগ্‌বে না?

কৃষ্ণ। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যই আমি তেমন কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌ব! এ যে-সে নয়—স্বহস্তে হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলা! আমার

সেই অপূর্ব্ব ত্যাগে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অভিভূত হবে। রামের প্রজা-বাৎসল্য, নিরপেক্ষতা, জগতে আদর্শ ব'লে কীর্ত্তিত হবে।

লক্ষ্মী। তার পর আমার দশা কি হবে, নাথ ?

কৃষ্ণ। তুমি মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে অবস্থান ক'রে যথাসময়ে লব ও কুশ নামে কুমারযুগল প্রসব করবে। তারা, মুনিবরের শিক্ষায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হ'য়ে উঠ্‌বে। এদিকে জায়া-পরিহার, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপতাপের ভার লাঘব করবার জন্য আমি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করব। সেই যজ্ঞের অশ্ব-ধারণপ্রসঙ্গে বাল্মীকির তপোবনে অপরিচিতভাবে পিতাপুত্রের বিষম যুদ্ধ হ'বে। সেই যুদ্ধে, মহর্ষি বাল্মীকির অবশ্যম্ভাবী কল্পনা-প্রভাবে আমি সদলে বিজিত এবং নিহত হব।

লক্ষ্মী। কি শোকাবহ দৃশ্য! তার পর. তার পর ?

কৃষ্ণ। তার পর সেই বাল্মীকিরই সঞ্জীবন-মন্ত্রপ্রভাবে আমরা সকলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করব। পরম সমারোহে পত্নীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে অশ্বমেধের সমাপ্তি করব। পরে সকলের অনুরোধক্রমে ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার সময় তোমার প্রার্থনামত ধরিত্রী বিদীর্ণ হ'য়ে তোমাকে আপন গর্ভে স্থান দান করবে। তার পর কাল পুরুষের বাক্যে, আপনার সত্যপালন করবার জন্য সাশ্রুনয়নে প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করব। সাধ্বী পত্নীশোকে আর গুণবান্ ভ্রাতৃশোকে নিরানন্দ প্রাণে কিছুদিন রাজ্যকরনান্তর পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে সপরিবারে সরযূ-প্রবেশে পুনর্ব্বার সকলে গোলোকে এসে মিলিত হব। কমলে! এই আমার ত্রৈতিক-লীলার প্রধান ঘটনা।

লক্ষ্মী। পাষাণ! আমাকে চিরযন্ত্রণা-সাগরে ভাসানই কি তোমার সে লীলার উদ্দেশ্য ? আমি ত তবে জন্মাবধিই নয়ন-সলিলে ভাস্‌ব।

কৃষ্ণ। শুধু তুমি একা কিসে, আমাকেও তোমা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে। লক্ষ্মি! তোমাকে হারা হ'য়ে যেদিন আমি 'হা সীতা!' 'হা সীতা' ব'লে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত কর্‌ব, আমার সেইদিনের দুঃখ দেখে পশুপক্ষীও অশ্রু সম্বরণ কর্‌তে পার্‌বে না। আবার জীবনাধিক লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়ে যেদিন বিষাদের বিষম তরঙ্গে ভাস্‌ব, নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম স্মরণ ক'রে "লক্ষ্মণ" ব'লে ডাক্‌তে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত হব, আঁখিযুগল হ'তে শোকের ধারা প্রবাহিত হ'য়ে নদীর আকার ধারণ কর্‌বে, সেইদিন—সেইদিন লক্ষ্মি! আমার কাতরতা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই বিষাদে সমাচ্ছন্ন হবে। পৃথিবী দুঃখভারে কম্পিতা হবে, শোকচ্ছ্বাস-প্রকাশে পবন সন্ সন্ রব কর্‌বে, ক্রন্দনচ্ছলে বারিদ বারিধারা বর্ষণ কর্‌বে।

লক্ষ্মী। কেন হরি! এরূপ মর্ম্মভেদী লীলার অভিনয় না ক'রে অন্যরূপে কি জয় বিজয়কে শাপমুক্ত কর্‌তে পারা যাবে না?

কৃষ্ণ। কমলে! কবি বাল্মীকির লেখা অন্যথা হবে না; আমা-দিগকে এই সব শোক দুঃখ সহ্য কর্‌তে হবেই হবে; তবে তার এখনও বিলম্ব আছে।

পুণ্যের প্রবেশ।

পুণ্য। প্রণিপাত করি, দেব! চরণ-রাজীবে।

কৃষ্ণ। কহ পুণ্য! আগমন কোন্ প্রয়োজনে?

পুণ্য। পাপের প্রতাপ ভবে বাড়ে দিন দিন,
ধার্ম্মিক দুঃখেতে ভাসে, পাপী সুখী হয়,
সেই দেখে নরগণ আমারে ত্যজিয়া
ভজিছে কলুষে সদা পরম আদরে।

তাই আসিয়াছি, প্রভো! নিবেদিতে পদে,
পাপেরে প্রশ্রয় দিলে অধমের পানে
কেহ নাহি ফিরে চাবে, কেহ না ভজিবে—
ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হবে ধরাধাম হ'তে।

কৃষ্ণ। সকলই অবগত আছি, পুণ্য, আমি।
পাপে আমি কোনকালে দিই নে প্রশ্রয়।
দুঃখ না ভাবিও তুমি, যাও নিজস্থানে;
নিরপেক্ষ বিধিবশে অতি অল্পদিনে
পাপ ও পুণ্যের গুণ পাইবে প্রকাশ;
যারে যেই মান আমি করেছি অর্পণ,
না হবে অন্যথা তার, রাখিব বজায়।
পাপের ক্ষমতা যত হয়েছে প্রচার,
পুণ্য তুমি! এইবার তোমার গৌরব।

পুণ্য। প্রণমি চলিনু, দেব! করুন যা' হয়;
আপনার আজ্ঞাধীন চিরদিন আমি।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ লক্ষ্মি! পুণ্যবানের দুর্দ্দশায় বিষণ্ণ হ'য়ে দেবর্ষি নারদ অতি ক্রোধভরে গোলোকে আস্‌ছে। সে আমাকে দেখ্‌তে পেলে বড় অনর্থ উপস্থিত কর্‌বে, আমি ও তোমার রূপ ধারণ করি।

[কৃষ্ণের লক্ষ্মীরূপ ধারণ]

গীতকণ্ঠে অদূরে নারদের প্রবেশ।

গান।

ভবতারণ! জানি নাই হে তব বিবেচনা।
বিবেচনা থাকিলে কি হ'ত এ হেন সূচনা।

পাপীজনে সুখের বিধান, পুণ্যবানে দুঃখ প্রদান,
বল দেখি গুণনিধান, একি দারুণ বঞ্চনা॥
সন্ন্যাসীর জীর্ণবসন, বিলাসীর স্বর্ণভূষণ,
যোগীর অদৃষ্টে অনশন, ভোগীর নাই ভোগের তুলনা।

আজ সেই অবিচারী হরির দেখা পেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব—তিনি ধর্ম্মানুরাগী কি পাপানুরাগী। ধার্ম্মিক তাঁর প্রিয়, কি পাপী তাঁর প্রিয়। পাপীর ভাগ্যে সুখৈশ্বর্য্য, আর ধার্ম্মিকের ভাগ্যে বিপদ্-বিষাদ, এ তাঁর কোন্ বিধান? তিনি কোন্ বিচারে পুণ্যকে অমান্য ক'রে দুরাত্মা পাপকে আশ্রয় দেন? যাই, অগ্রে তাঁর নিকটেই যাই। [যুগল লক্ষ্মীকে দেখিয়া] কি ব্যাপার! এ যে যুগল প্রকৃতি দেখ্‌ছি, পুরুষ কৈ! এখন কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আমাকে ধাঁধায় ফেল্‌তে বাঁধাহারী আজ নূতন খেলা খেলেছেন! আর এ খেলাকে নূতনই বা বলি কেন! উনি ত সকল রূপই ধারণ ক'রে থাকেন। উনি কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি, আকার ভেদ উনিই পিতা, উনিই মাতা। আজ যদি ওঁর এই রূপরহস্য ভেদ করতে না পারি, তবে সাধকসমাজে আমার বড় কলঙ্ক হবে। আর ঐ কৌশলীর কাছেও বড় অপ্রতিভ হ'তে হবে। দেখা যাক্, উনি কত ছলনা শিখেছেন। ছলি! তুমি মনে করেছ, প্রপঞ্চে নারদকে বঞ্চনা করবে, তা পারবে না। তুমি,যে ভাবে, যে রূপেই থাক, সাধকের চক্ষে কিছুতেই ধূলি নিক্ষেপ করতে পারবে না। মানস-চক্ষে দর্শন করলে তুমি ত ধরা পড়্‌বেই, তোমারই কৃপায় আমি স্থূলদৃষ্টিতেই তোমার চাতুরী ভঙ্গ করছি! লক্ষ্মীরূপিণী উভয়কেই প্রণাম করি, পদ ধূলিদানে কৃতার্থ কর। [পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে] এই ত হরি! ধরা পড়্‌লে। তুমি রূপ ভাব সবই গোপন করেছ, কিন্তু পায়ের চিহ্নটী ত গোপন করতে পার নি?

এই চিহ্নই যে তোমাকে প্রকৃতি হ'তে ভিন্ন ক'রে দিচ্ছে। কপট! আর কেন? কাপট্য পরিত্যাগ কর।

কৃষ্ণ। [নিজরূপ পরিগ্রহণ করিয়া] নারদ! তুমি এমন সময়ে এখানে এলে যে?

নারদ। তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।

কৃষ্ণ। কি কথা?

নারদ। তা' ত তুমি বুঝ্‌তেই পেরেছ; আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেই ত এতক্ষণ লক্ষ্মীরূপ ধারণ ক'রে নূতন লীলা-রসের অবতারণা করেছিলে। তত্রাচ যদি শুন্‌তে চাও, হরি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি ধর্ম্মানুরাগী কি পাপানুরাগী? ধার্ম্মিক তোমার প্রিয়, কি অধার্ম্মিক প্রিয়?

কৃষ্ণ। ধার্ম্মিক আমার প্রিয়, পাপী আমার ক্ষমার্হ। ধার্ম্মিক কষিত, আর অধার্ম্মিক মিশ্রিত ধাতু। নারদ! একথা জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

নারদ। তা' ত পার্‌বেই না। কাজের সময় তুমি ত চিরকালই ন্যাকা সাজ'।

কৃষ্ণ। নারদ! আমার বিশ্বরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খল ঘটেছে না কি?

নারদ। বিশ্বরাজ্যকে কি তুমি বেশ শৃঙ্খলার সহিত চালনা কর্‌ছ, তবে বিশৃঙ্খলা না ঘট্‌বে কেন? মাধব! আজ আমি তোমায় স্পষ্ট কথায় মনের ভাব প্রকাশ কর্‌ব, তাতে তুমি তুষ্টই হও, আর রুষ্টই হও।

কৃষ্ণ। নারদ! যাতে জগৎ সুখের আকর হয়, তা' ত আমি সকলই সৃষ্টি করেছি।

নারদ। আবার যাতে জগৎ দুঃখের মহাশ্মশান হয়, তারও তুমি

বেশ সংঘটনা করেছ। হরি! তোমার সৃষ্টি-শক্তি আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি বড় কম; আর বিবেচনা-শক্তি একেবারেই নাই। বিবেচনা থাকলে তুমি কবিত্ব-সাগর সৃজন ক'রে তাতে দারিদ্র্য-বাড়বানল নিহিত করতে না। মহামূল্য মণিকে ফণীর শিরে স্থাপন ক'রে মানবকে মণি-ভোগ হ'তে বঞ্চিত করতে না? সুধাকরকে সর্ব্বসুখের আকর ক'রেও পাপ রাহুর ভক্ষ্য ক'রে দিতে না? ধার্ম্মিকের ভাগ্যে শোক-দুঃখ লিখে, পাপীর ভাগ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লিখতে না? তাই বলি, হরি! তোমার বিবেচনা-শক্তি আদৌ নাই।

লক্ষ্মী। নারদ! তোমার কথায় আমরা তোমার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না।

নারদ। মা! আজ আমি বড় দুঃখের সংবাদ নিয়ে গোলোকে এসেছি। নিরপরাধ রাজপুত্র রাজকন্যার দুর্দ্দশা দেখে, নারদের ব্যাকুল প্রাণ আজ আকুল হ'য়ে উঠেছে। সে সংবাদ শ্রবণ ক'রে তোমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে কিনা জানি না, আমার কিন্তু মুখে প্রকাশ করতেও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে আসছে। হরি হে! তুমি কমলকে কোমল ক'রে সৃজন ক'রেও তাকে কণ্টকময় করেছ, তার জন্য দুঃখ করি না; মহাসাগরকে নানা রত্নের আকর ক'রেও তাকে হিংস্রজন্তুপূর্ণ করেছ, তাতেও কোন খেদ নাই; কিম্বা ক্ষণপ্রভাকে নেত্রমনোরম ক'রে সৃজন ক'রেও তাকে প্রাণনাশিনী শক্তি অর্পণ করেছ, তাতেও তত দুঃখ নয়; অথবা সুখদ নীরদের অঙ্কে ভীষণ অশনি স্থাপন করেছ, তাতেও কিছু বলি না; কিন্তু বালক-বালিকা সগর শোভার ভাগ্যে যে তেমন নিদারুণ দুঃখের ছবি অঙ্কিত করেছ, তাতেই তোমায় বলতে হয়, তুমি বড় পাষাণ—বড় নির্ম্মম!

লক্ষ্মী। সগর, শোভা! এরা কে নারদ?

নারদ। অযোধ্যাধিপতি রাজা বাহুর পুত্র-কন্যা।

কৃষ্ণ। তাদের কি হয়েছে, দেবর্ষি?

নারদ। আর যেন কিছু জানেন না!

কৃষ্ণ। নারদ! নীরব রৈলে যে?

নারদ। তাদের ভাগ্যে যা' লিখেছ, তা-ই হয়েছে। কপট! তোমার কি কিছু অবিদিত আছে? তবে আর ছল ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কেন?

লক্ষ্মী। নারায়ণ! সেই বালক বালিকার অবস্থা শোন্‌বার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল; তাদের কি হয়েছে, আমার নিকট ব্যক্ত কর।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে জান্‌ব, প্রিয়ে! নারদ ত প্রকাশ ক'রে কিছু বল্‌ছে না।

নারদ। ছলি! সকল কথাতেই ছলনা! হতভাগ্য সগর-শোভার ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা' কি তুমি জান না?

লক্ষ্মী। নারদ! উনি জানেন, আমি ত জানি না; তুমি আমার নিকট বল।

নারদ। তবে সংক্ষেপে সকল কথাই বলি। অযোধ্যার রাজা বাহু, নিজের রাজ্যে অজ্ঞাতসারে পাপ-পুণ্যকে আশ্রয় দেওয়ায়, পাপের প্রাবল্যে পাপিষ্ঠ মন্ত্রী আর পাপিনী জ্যেষ্ঠারাণী অনীতা, কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারী আর হৈহয়গণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র ক'রে তাকে রাজ্যচ্যুত করে। বাহু রাজ্য হ'তে পলায়ন ক'রে এক বনে আশ্রয় নেয়। ওদিকে রাজ্য অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী, অসহায়া দেখে অনীতাকে অযোধ্যা হ'তে বিতাড়িত করে; আর তার বালিকাকন্যা শোভাকে নির্দ্দয়ভাবে কারারুদ্ধ করে।

লক্ষ্মী। আহা! তবে ত বালিকা রাজকুমারী কারাগারে কত দুঃখেই অবস্থান করছে!

নারদ। শত্রুগণ তাকে কারাগারে এত দুঃখে রেখেছে, বালিকা তার জন্য দুঃখিতা নয়; আমি তাকে একটী পুতুল দিয়েছিলাম, হস্তপদ আবদ্ধ ব'লে সে সেই গোপাল পূজা করতে পারে নি, এই দুঃখে তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। নিজের কষ্টকে অগ্রাহ্য ক'রে, সে সেই পুতুল-পূজার ভাবনা ভেবে ভেবেই সারা হচ্ছে।

কৃষ্ণ। শোভা তার মায়ের পাপেই দুঃখ ভোগ করছে।

নারদ। তার মায়ের পাপ থাক্‌লেও তার ত কোন পাপ নাই। কয়লার খনিতে যেমন মহামূল্য মণি উৎপন্ন হয়, সেই পাপিনী, অনীতার গর্ভে সে-ও যে তেমনি সর্ব্বগুণবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। জগতে নিজের গুণেই সকলে আদর্য্য হ'য়ে থাকে। হেয় শুক্তির গর্ভে যে মুক্তার জন্ম হয়, সে কি হরি, কারও পরিত্যজ্য? ঘৃণ্য ভেকের শিরে যে রত্ন থাকে, ভেকের হেয়তার জন্য সে কি মানবের অগ্রাহ্য? তবে সে বালিকার প্রতি তোমার এত অদয়া কেন?

কৃষ্ণ। দেবর্ষি! বাহু-সগরের কোন অনিষ্ট ঘটে নি ত?

নারদ। না ঘটবেই বা কেন! ধর্ম্মপথগামীর সদা বিপদ্, এ যে তোমার বাঁকা বুদ্ধির অদ্ভুত বিধান!

কৃষ্ণ। নারদ স্পষ্ট ক'রে সকল কথা প্রকাশ কর।

নারদ। রাজা বাহু বনের ফল-জলে এতদিন অতিকষ্টে পত্নীপুত্রসহ প্রাণধারণ করছিল; আজ কয়েক দিন হ'ল, বিদ্রোহিগণ সন্ধান ক'রে সেই বনে গিয়েই তার জীবন সংহার করেছে।

লক্ষ্মী। কি নির্দ্দয়তা! তার পর, নারদ তার পর?

নারদ। তার পর আর কি, মা! মানবের ভাগ্যে দুঃখ-বিপদের

পরিণাম যতদূর ভীষণ হয়, তা ত হ'য়েই গেছে! হতভাগ্য বাহু শত্রুর কাঠিন্যে যে চরম শাস্তি লাভ করেছে, তার চেয়ে লোকের অধিক আর কি হ'তে পারে? কনিষ্ঠা রাণী সুনন্দা পতির চিতারোহণে অভিলাষ করে'ছিল, আমি সেই সময় তার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাকে কোনরূপে সান্ত্বনা দান করে, সে বন হ'তে মহামুনি ঔর্ব্বের তপোবনে রেখে এসেছি। আজ আবার কয়দিন হ'ল সগর মায়ের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য গোপনে কুটির পরিত্যাগ ক'রে হরি-অন্বেষণে গমন করেছে। ধ্যানে দেখ্‌লাম, হতভাগ্য বালক ভীষণ অরণ্য মধ্যে 'হরি হে, দেখা দাও' 'হরি হে, দেখা দাও!' ব'লে কাতর কণ্ঠে আহ্বান কর্‌ছে; কিন্তু সেই বালকের কাতরোক্তিতে এই পাষাণপ্রাণের প্রাণে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নি।

লক্ষ্মী। কেশব! এ সব কি শুনি?

কৃষ্ণ। কি কর্‌ব প্রিয়ে! সবই কর্ম্মফল।

নারদ। কর্ম্মফল নয়, তোমার অবিচার-ফল। দুষ্টমতি পাপকে প্রশ্রয় দানই ধার্ম্মিকগণের এই সব পরিশোচনীয় পরিণামের কারণ। জনার্দ্দন! যদি পাপকে শাসন না কর, তবে আজ থেকে নারদও নাম জপা ছেড়ে দেবে। আর জীবনান্ত পরিশ্রম ক'রে জীবকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষা দেবো না। হরিসাধনার সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ ক'রে উচ্চকণ্ঠে বল্‌ব, "জীবগণ! আর কেউ কঠোর কষ্ট সহ্য ক'রে অবিচারী হরির নাম ক'রো না। সাধনার কঠিন ক্লেশ পরিত্যাগ ক'রে, সকলে আপন আপন ইচ্ছামত কার্য্য কর, জগতে পাপ পুণ্যের বিধাতা কেউ নাই।" কিম্বা আজ থেকে দুরাত্মা পাপকে দমন কর্‌বার জন্য আমিও কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ কর্‌ব। সেই মন্দমতি পাপের প্রাবল্যই যত অনর্থের মূল। দেখি, আমি তার শক্তি খর্ব্ব কর্‌তে পারি কি না।

তুমিও দেখ, হরি! নারদের তপোপ্রভাবে পাপ-প্রতাপ বিদূরিত হয় কি না।

কৃষ্ণ। দেবর্ষি! ক্রোধে অধীর হ'য়ো না; আমিই সকলের বিধান কর্‌ছি। বাহু পূর্ব্বজন্মে একজন ব্রাহ্মণের জীবনসংহার করায়, সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপেই এ জন্মে এরূপ নৃশংসভাবে নিহত হ'ল।

লক্ষ্মী। নারদ! পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বালিকা রাজকুমারীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখ্‌বার উদ্দেশ্য কি?

নারদ। বালিকা যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে, সে রাজী নয়, দুরাত্মা মন্ত্রী তাকে বলপূর্ব্বক আপনার প্রণয়িনী কর্‌বে।

লক্ষ্মী। কি, এতদূর পৈশাচিকতা! এতদূর পাপ আশা! বলে সতী বালিকার সতীত্ব হরণ কর্‌বে? এইবার নিতান্তই পাপাত্মার আসন্ন সময় উপস্থিত হয়েছে। নারদ, তুমি ও পাষাণকে আর কিছু ব'লো না; সেই বালিকা যেখানে দিবানিশি নয়নজলে বক্ষ ভাসাচ্ছে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল। আজ আমি তাকে উদ্ধার না ক'রে আর পাপাত্মা মন্ত্রীর পাপ-আশার প্রতিফল না দিয়ে কিছুতেই গে লোকে প্রত্যাবৃত্ত হব না। [গমনোদ্যোগ]

কৃষ্ণ। [লক্ষ্মীকে বাধা দিয়া] কমলে! ক্রোধ সম্বরণ কর। তুমি ক্রোধ কর্‌লে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে। তোমায় একা যেতে হবে না, চল, আমরা দুজনেই যাই। নারদ! তুমিও এস।

নারদ। আমি এখন যাব না, অগ্রে তোমাদের বিচার দেখ্‌ব, তার পর যাব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার।

মধ্যে বন্দিনীভাবে পুতুল হস্তে শোভা ও দ্বারে
কান্তে ও নিমে অবস্থিত।

[শোভার হস্তদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ]

কান্তে। ওরে নিমে! মেয়েটা ভেবে ভেবে দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছে।

নিমে। 'মলিন' নয় রে শ্মুলা! মুলিন হ'য়ে যাচ্ছে। দিন-কতক ভ্যাকরণ পড়্, তবে ত শব্দ বোধ হবে।

কান্তে। ওঃ! শালা আমার যেন বিদ্যেবাগীশের দৌত্তুর।

নিমে। তবু তোর চেয়ে ঢের্ জানি। তুই ত পাঠশালায় মোটেই যাস্ নি, আমি তিন মাস ঠায় বসে কএর দাগ বুলিয়েছি। শেষকালে হাতে কড়া প'ড়ে গেল, তাই ছেড়ে দিলুম।

কান্তে। ছাড়্বার সময় তোকে একটা উপোধি দিলে না?

নিমে। উপোধি কিরে শালা?

কান্তে। যেমন বিদ্যে ভুড়্ভুড়্, ন্যায় গুড়্ গুড়্, তর্কলঙ্কা, কাব্যি চুঞ্চু।

নিমে। ও! বুঝেছি লেজুড় লেজুড়—বেশি বিদ্যে হ'লেই নামের পেছনে লেজুড় গজায়!

কান্তে। হাঁ হাঁ, ওরি নাম উপোধি!

নিমে। হাঁরে কান্তে! মেয়েটাকে রাজামশায় এমন কয়েদ ক'রে রেখেছে, কেন বল্ দেখি।

কান্তে। তা' বুঝি জানিস্ না, চুপ্ চুপ্ বলি শোন্—[নিমের কর্ণে কথন]।

নিমে। তা হ'লে—[কান্তের কর্ণে কথন]

কান্তে। আর একটু বড় হ'লেই—[নিমের কর্ণে কথন]

নিমে। ওঃ বুঝ্‌তে পেরেছি; তাই ত, তবে শিগ্‌গির বেড়ে গেলে যে আমাদের এ ভোগানীটা যায়। আমরা যেন দিনরাত মড়া আগুলে ব'সে আছি।

কান্তে। চুপ্, চুপ্, অমন মড়া-টড়ার কথা বলিস্ নি।

নিমে। আর তা' বৈ কি, ফল পাক্‌লেই ত রাজামশায় পেড়ে নেবে, আমাদের কেবল জল ঢালাই সার।

ভগ্ন মৃৎপাত্রে কিঞ্চিত কদর্য্য অন্ন লইয়া
উন্মাদিনীবেশে অনীতার প্রবেশ।

অনীতা। কৈ—কৈ আমার স্নেহের ধন কৈ? আমার কোল শূন্য ক'রে তাকে কোন্ দস্যু কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে! আমি অনেক দিন হ'ল তার চাঁদ মুখখানি দেখি নি; অনেক দিন তার মুখের মধুর 'মা' 'মা' বাণী শুনি নি। হায়, হায়, না জানি সে শত্রুর হাতে কত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। আমাকে না দেখে, 'মা' 'মা' ব'লে কত কাঁদ্‌ছে। না, না, না, সে হয় ত এতদিন রাজরাণী হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ, সে আমার তা' হ'লে সুখে আছে। না, না, তা' হ'লে ত আমার প্রাণ এত অস্থির হ'ত না। শুনেছি শত্রুরা তাকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে! হায়, হায়, সে কারাগার কোথায়? আমি কাকেই জিজ্ঞাসা করি! এই যে, এখানে কে দুজন দাঁড়িয়ে নয়! এরা বুঝি প্রহরী, তা'

হ'লে আমার শোভার চাকর ; হাঃ হাঃ হাঃ, হায়, হায়, কি বক্‌ছি, যাই, ওদিকে একবার জিজ্ঞাসা করি। ওগো! ওগো! তোমরা কে গা?

কান্তে। আমরা কারারক্ষী।

অনীতা। কারারক্ষি! এখানে একটী বালিকাকে তোমাদের রাজা কোন্ কারাগারে বেঁধে রেখেছে, বল্‌তে পার?

নিমে। কান্তে, এটা ত পাগ্‌লী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ; কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বলে আমি রাজরাণী, কখন বলে আমি ভিখারিণী।

অনীতা। ওগো! ওগো! বল না গা?

কান্তে। তুই পাগ্‌লী, তোর সে খোঁজে দরকার কি?

অনীতা। আছে গো আছে! আহা! বাছাকে আমার শত্রুরা ভাল ক'রে খেতে দেয় না ; আমি তার জন্যে কিঞ্চিৎ খাদ্য এনেছি, এই-গুলি তাকে খেতে দেবো।

কান্তে। না, যথার্থই পাগ্‌লামী বটে ; পাগ্‌লি! তোর ও খাদ্য ত শৃগাল কুকুরে খেতেও ঘৃণা কর্‌বে।

অনীতা। না গো না ; আমি মুখে তুলে দিলে সে এই খাদ্য পরম আহ্লাদে ভক্ষণ কর্‌বে। আমি তাকে কোলে নিলে সে শত্রুর সকল পীড়ন ভুলে যাবে। রক্ষিগণ! তাকে বক্ষে ধারণ কর্‌লে, আমার এই অনুতপ্ত প্রাণও শীতল হবে!

কান্তে। নিমে! দেখ্, পাগ্‌লী এই কথাগুলি বল্‌তে চোখের জল সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লে না। লোকে নিজের ছেলের কষ্ট শুন্‌লে যেমন কাতর হয়, রাজকন্যার কষ্ট শুনে এও ঠিক সেই রকম কাতরা হয়েছে।

নিমে। ওটা পাগ্‌লামী ছাড়া আর কিছু নয়। দেখ্‌বি? পাগ্‌লি! তুই কে?

অনীতা। আমি রাজরাণী, ভিখারিণী, সাপিনী, হাঃ হাঃ হাঃ [হাস্য]।

নিমে। দেখ্‌লি! দুটো কথা বল্‌তে বল্‌তে হেসেই খুন। আচ্ছা পাগ্‌লি! তুই যদি সাপিনী, কারেও দংশন করিস্‌ নি কেন?

অনীতা। করেছি বৈ কি।

কান্তে। কা'কে?

অনীতা। আমার স্বামীকে।

নিমে। ঐ শোন্‌, এইবার সুরু করেছে। আচ্ছা, যদি রাজরাণী, তোর রাজ্য কোথায়?

অনীতা। এই যে আমার রাজ্য, তোরা আমার চাকর।

নিমে। তা বৈ কি; তাই সময়ে সময়ে তোকে শ্যালতাড়া ক'রে খেদিয়ে দিয়ে আসি। যাক্‌, তুই এখন কি চাস্‌?

অনীতা। আমি একবার সেই আবদ্ধা বালিকাকে দেখ্‌ব।

নিমে। সে তোর কে হয়?

অনীতা। সে আমার মেয়ে হয়, আমি তার মা হই।

কান্তে। তার মাকে ত মহারাজ নির্ব্বাসিতা করেছেন।

অনীতা। নির্ব্বাসনে দিয়েছে, সে মরেও গেছে।

নিমে। তবে তুই আবার তার দানোপাওয়া মা কোথা থেকে উঠে এলি? কান্তে! রকম দেখ্‌ছিস্‌?

কান্তে। যাক্‌, ওর সঙ্গে আর বেশী ব'কে কাজ নেই; ও যদি নিতান্তই দেখ্‌তে চায়, একবার না হয় তফাৎ থেকে দেখাই আয়। পাগ্‌লি! তুই কি সত্যিসত্যিই তাকে দেখ্‌বি?

অনীতা। হাঁ গো! তাকে একটীবার দেখ্‌ব; বুকে ধ'রে এই আঁচল দিয়ে তার মুখখানি মুছিয়ে দেবো।

নিমে। আহা কি আঁচল রে! যেন বেণারসী সাড়ী আর কি!

কান্তে। তবে চুপ্ ক'রে একটু স'রে আয়, গোল করিস্ নি।

অনীতা। না, না, কিছু করব না।

কান্তে। [শোভাকে দেখাইয়া] ঐ দেখ্, সেই বালিকা কি না?

অনীতা। হাঁ সেই ত বটে! সেই ত বটে! অনশনে দেহ শুকিয়ে এসেছে; নলিন মুখ মলিন হয়ে গেছে। আহা! বাছা আমার বড় কষ্টে জীবন ধারণ কর্‌ছে। প্রহরিগণ! যদি দেখালি, তবে একটীবার আমায় নিকটে যেতে দে; একবার আমায় হতভাগিনীকে কোলে নিতে দে।

কান্তে। না, কারাগারে অন্য কারও প্রবেশ কর্‌বার আদেশ নাই।

অনীতা। প্রহরী রে! তোদের পায়ে পড়ি, তোরা একটিবার আমায় ঢুক্‌তে দে; আমি এখনই ফিরে আস্‌ব।

নিমে। বলি, অত আব্দার রেখে দে; এ পাগ্‌লামী কর্‌বার জায়গা নয়।

অনীতা। রক্ষিরে! আমি অধিকক্ষণ থাক্‌ব না; এই খাদ্যগুলি ওকে খাইয়ে এখনিই বেরিয়ে আস্‌ব। ওরে! আমি বাছাকে খাওয়াব ব'লে অনেক যত্নে এ গুলি যোগাড় ক'রে এনেছি।

নিমে। বাছাকে খাওয়াতে হবে না, ও অমৃতপক তুই নিজে খে'পে যা। ও ওর চেয়ে ঢের ভাল ভাল খাবার খেতে পায়।

অনীতা। ওরে! সে শত্রুর দেওয়া ভাল হ'লেও—ভাল নয়। বাছা আমার পেট ভ'রে খেতে পায় নি ব'লেই অমন রোগা হ'য়ে গেছে! রক্ষি রে! তোরা একটিবার আমায় ছেড়ে দে। [প্রবেশোদ্যোগ]।

নিমে। [অনীতাকে বাধা দিয়া] কোথা যাস্?

অনীতা। বাধা দিস্ নে, আমায় যেতে দে।

নিমে। কান্তে, হ'ল না, একে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে। [অনীতাকে ধাক্কা দিয়া] যা :পাগ্‌লি! এখান থেকে বেরিয়ে যা।

অনীতা। হায়, হায়, যেতে দিলি নে? পাষাণ রাজার ভৃত্য ব'লে তোদের প্রাণও এত পাষাণ?

নিমে। যা, যা, আর এখানে পাগ্‌লামী কর্‌তে হবে না।

অনীতা। শোভা! শোভা! কাছে এসেও তোর কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না।

[প্রস্থান।

শোভা। উন্মাদিনীবেশা রমণী আমার নামোচ্চারণ ক'রে নয়ন জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চ'লে গেল। জানি না, ও কে, কাছে এলে কি বল্‌ত! হায়, হায়, প্রহরিগণ এত পাষণ্ড যে, রমণীকেও আমার কাছে আস্‌তে দেয় না।

নিমে। যাক্, পাপটা বিদায় হ'য়ে গেছে।

কান্তে। দেখ নিমে, ক'দিন ত ভাল ঘুম হয় নি, আজ এক কাজ করি আয়—একজন জেগে থাকি, একজন ঘুমুই।

নিমে। কথাটা বড় মন্দ নয়; দুজনেই কর্ম্মভোগ করার চেয়ে এতে একটু জীরেন্ পাওয়া যাবে। তা' কে আগে ঘুমুবি বল দেখি।

কান্তে। যে হ'ক্ ঘুমুই আয় না। আগে না হয় তুই ঘুমো।

নিমে। আগে তুই ঘুমো; [জনান্তিকে] সন্ধ্যারাতটায় রাজামশায় এসে যেতে পারে; এলে, ওর উপর দিয়েই কাটিয়ে দিতে পারব— এখন।

কান্তে। আচ্ছা, আমিই ঘুমুই। কেউ এসে পড়্‌লে কিন্তু জাগিয়ে দিস্। [শয়ন ও নিদ্রা]

নিমে। কান্তে, কান্তে! ইস্,—শালা এরই মধ্যে শোর ডাকৃতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে! শালার ঠ্যাং ধ'রে মড়াচিরে ফেলে দিয়ে আস্‌ব নাকি। আমারও চোখ দুটো জড়িয়ে আস্‌ছে [আলস্য রাখিয়া] আমিও একটু শোব নাকি! শুই, ও শালা জাগ্‌বার আগেই উঠে পড়্‌ব—এখন। তবে আলোটা নিবিয়ে দিই; যদি ও আগে জেগে পড়ে ত, অন্ধকারে কি কর্‌ছি দেখ্‌তে পাবে না। [শয়ন ও নিদ্রা]

শোভা। এরা দুজনেই নিদ্রিত হয়েছে। ঘোর অন্ধকার, এই পালাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু কি কর্‌ব, আমার হস্ত পদ কঠিনরূপে আবদ্ধ। কেউ যদি এ বাঁধন খুলে দিত, তা হ'লে এই অবসরে আমি স্থানান্তরে পালিয়ে যেতাম। এখানে আমার এমন উপকারী কে আছে, কেই বা আমার এ উপকার কর্‌বে! আজ কতদিন হ'ল গোপালের পূজা হয় নি। শত্রুরা এত কঠিন, দিনান্তে একবার আমাকে গোপাল পূজা কর্‌বারও অবসর দেয় না। গোপাল! গোপাল! তুমি হয় ত কত রাগ কর্‌ছ। কি কর্‌ব, আমার হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, আমি কেমন ক'রে তোমার পূজা কর্‌ব? গোপাল! তুমি রাগ ক'রো না তোমার কৃপায় আবার যদি কখন শত্রুহস্ত হ'তে মুক্ত হ'তে পারি, তবে তোমাকে দিবানিশি বনফুলে পূজা কর্‌ব। গোপাল! হতভাগিনীর এক অভাগিনী মা ছিল, শত্রুর নির্দ্দয়তায় সেও অসময়ে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এখন আমি তোমার মুখ দেখেই বেঁচে আছি। এ শত্রু-পুরীতে এক তোমাকে ভিন্ন আর আমার বল্‌তে কেহ নাই। যতদিন জীবিত থাক্‌ব, ততদিন তোমায় বুকে ক'রে রাখ্‌ব; কঠিন শত্রুর নির্দ্দয় ব্যবহারে যেদিন আমার জীবন-লীলার অবসান হবে, সেইদিন

আমি তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে নয়নযুগল মুদ্রিত ক'রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হব।

অদূরে কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। পাষাণ! দেখ দেখি, কোমলকায়া বালিকা অন্ধকার কারাগারে শত্রুর কঠিন বন্ধনে কিরূপ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে! নারদ যা বলেছিল, তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। ঐ দেখ, হতভাগিনী বদ্ধহস্তেও গোপালকে নিয়ে নয়ন-জলে ভাস্‌ছে। যাও হরি, শীঘ্র বন্ধন মোচন কর, আমি বালিকার এরূপ দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পার্‌ছি না!

শোভা। কারেই বা জানাব, কে-ই বা শুন্‌বে! এখানে আমার মুখ চাইতে আর কে আছে! দিবারাত্রি বিধাতাকে মনের ব্যথা প্রাণের যন্ত্রণা জানাচ্ছি, তিনি অন্তর্যামী, তা'ত জেনেও জান্‌ছেন না! বুঝ্‌তে পেরেছি, শত্রুহস্তে মৃত্যুই আমার পরিণাম। পাপমতি মন্ত্রী আমাকে যতই যন্ত্রণা দিক্, আমি কিছুতে তাকে আত্মসমর্পণ কর্‌ব না। সে যদি অসহায়া ভেবে আমার প্রতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হয়, তবে আমি সেইক্ষণেই শিরে এই বন্ধনীর আঘাত ক'রে জীবনত্যাগ কর্‌ব। নির্দ্দয় বিধি! আমার ভাগ্যে কি তা-ই লিখেছ? আমি সদাসর্ব্বদা কাতরপ্রাণে তোমায় এত দুঃখ জানাচ্ছি, তোমার পাষাণহৃদয়ে কি কিছু-মাত্র দয়া হচ্ছে না? এ অনাথ বালিকার নয়ন-জলে তোমার কঠিন প্রাণে কি একটুও ব্যথা লাগ্‌ছে না? কঠিন বিধি! আর আমায় এমন ক'রে কত কাঁদাবে।

কৃষ্ণ। শোভা! শোভা! আর তোমায় কাঁদতে হবে না, এই আমি তোমার বন্ধন মোচন কর্‌তে এসেছি। [শোভার বন্ধন মোচন]

শোভা। রূপে কারাগার আলোকিত হ'ল—তোমরা কে! আমাকে বন্ধন হ'তে মুক্ত কর্‌লে?

কৃষ্ণ। আমরা কে, পরে তার পরিচয় পাবে; তুমি এখন শীঘ্র এই কারাগার হ'তে স্থানান্তরে গমন কর।

শোভা। প্রভো! তুমিও কি পাপী মন্ত্রীকে ভয় কর?

কৃষ্ণ। আমি জগতের কারেও ভয় করি না। তোমায় যা' বল্‌ছি, তা' শোন; এখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে, এই অন্ধকারে তুমি অন্যত্র গমন কর।

শোভা। তোমরা দয়া ক'রে যখন আমার বন্ধন মোচন করেছ, তখন আর আমি চিন্তা করি না, এখনিই স্থানান্তরে পলায়ন কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। নারায়ণ! ও বালিকা, পথে যদি ওর কোন বিপদ্ ঘটে?

কৃষ্ণ। লক্ষ্মি! তুমি আমি যার সহায়, তার আর বিপদের ভয় কি? এখন চল, আমরা একবার হতভাগ্য সগরকে দর্শন দিয়ে আসি। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অনশনে, অশয়নে, সে অহোরাত্র আমায় ডাক্‌ছে। এইবার তার দুঃখ দূর ক'রে তাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। কান্তে! কান্তে! নিমে! নিমে! একি, উভয়েই নিদ্রাগত! দুজনেরই নাসিকাগর্জ্জনের শব্দে কারাগার শব্দায়মান। দুরাত্মগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, নিতান্ত অধার্ম্মিক। কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে নিয়ত নিদ্রা উপভোগ কর্‌ছে। শোভা! শোভা! কারও সাড়া শব্দ নাই! শোভা! শোভা! অন্ধকার—কিছু দেখ্‌তেও পাচ্ছি না। শোভা বোধ হয়, ভয়ে উত্তর দিচ্ছে না। শোভা! তোর ভয় নাই, আমায় উত্তর দে, আমি তোরে কিছুই বল্‌ব না। কৈ, কারও উত্তর পাচ্ছি না! শোভা

কি তবে কারাগার হ'তে পলায়ন কর্‌লে না কি! যাই—আলো নিয়ে এসে দেখি। [প্রস্থান ও ক্ষণপরে আলোকহস্তে প্রবেশ করিয়া] শোভা! শোভা! কৈ, কেউ ত নাই! কারাগার শূন্য, দ্বার বিমুক্ত, হস্তপদের শৃঙ্খল বিমুক্ত অবস্থায় পতিত, নিশ্চয়ই শোভা পলায়ন করেছে। এই দুর্ব্বৃত্তগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হ'লে, সে নিজেই হ'ক্ বা কারও সাহায্যেই হ'ক্, কোনরূপে বন্ধন মোচন ক'রে স্বচ্ছন্দে পলায়ন করেছে। এই দুরাত্মগণের শৈথিল্যেই আমার চির আশালতা উন্মূলিত হয়েছে। মূর্খগণকে আর জাগ্রত হ'তে দেবো না, পদাঘাতেই শমন-পুরে প্রেরণ করি।

[কান্তে ও নিমেকে উপর্য্যুপরি পদাঘাত ও কান্তে ও নিমের উত্থান]

কান্তে। [চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে] মহারাজ! অভিবাদন।

নিমে। নমস্কার।

মন্ত্রী। পাপাত্মগণ! শোভা কোথায়?

কান্তে। আজ্ঞে, কারাঘর শোভা ক'রে আছে।

নিমে। ঐ ঘরের ভিতর।

মন্ত্রী। কৈ, দেখাবি চল্।

কান্তে। [আলো লইয়া চারিদিক্ দেখিয়া] আজ্ঞে,—নিমে! কৈ রে?

মন্ত্রী। নিমে কৈ রে—মূর্খ! তুই কি কর্‌ছিলি? [পদাঘাত]

কান্তে। আমার শরীর অসুস্থ ছিল, তাই একটু ঘুমুচ্ছিলুম।

নিমে। আজ্ঞে, আমি ঘুমুইনি, একটু ঝিমুচ্ছিলুম। তা' না হ'লে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে পাহারা দিয়েছি।

মন্ত্রী। দুর্ব্বৃত্ত! যদি সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়েছিস্, তবে পালাল কিরূপে?

কান্তে। আজ্ঞে, যাবে কোথা, ধরে এনে দিচ্ছি, ধরে—

নিমে। বোধ হয়—বোধ হয়—

মন্ত্রী। পাপিষ্ঠগণ!– আমার বোধ হয়, তোরাই তাকে মুক্তি করেছিস্।

কান্তে ও নিমে। আজ্ঞে, আমরা আপনার হাতে পা দিয়ে দিব্যি কর্‌তে পারি।

মন্ত্রী। [সক্রোধে] তোরা অনাস্থায় আমার বড় আশায় ভস্ম নিক্ষেপ করেছিস্; এই অপরাধে আমি তোদের প্রাণদণ্ড বিহিত কর্‌ব।

নিমে। আজ্ঞে, আমার কোন দোষ নেই, এই শালাই ঘুমুবার কথা বার কর্‌লে।

কান্তে। আজ্ঞে, ঐ শালা ঘুমুতে বল্‌লে।

মন্ত্রী। মূর্খগণ! এই কার্য্যাবহেলার জন্য আজ তোদের জীবনদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। যাই, আমি কুটিলকে নিয়ে নিজেই একবার রাজ্যময় অন্বেষণ ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

নিমে। কান্তে!

কান্তে। নিমে!

নিমে। এইবারেই নেবে যমে। শালা! কেন ঘুমুবার কথা তুল্‌লি! এখন চল্, একটু খুঁজে-খাঁজে দেখি, পাই ত ভাল, না হ'লে আমরাও এই সুযোগে গা ঢাকা দেবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সরযূ-তীর

অমরসিংহের প্রবেশ।

অমর। না, কিছুতেই এ অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি পেলাম না। পাপক্রিয়া স্মৃতিপথে যতই উদিত হচ্ছে, ততই যেন অন্তর অনুতাপে পরিপূর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে। মনে করি, সব ভুলে যাই, অতীত কর্ম্ম ভেবে আকুল হব না, কিন্তু তা' কিছুতেই পারি না। আমার সেই সব অর্ব্বাচীনতা, লোভের কৃতঘ্নতা, ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে সমুদিত হ'য়ে আমাকে যেন ক্রমে অধিকতর আকুল ক'রে তুল্‌ছে। দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী আর দুরাত্মা কুটিলের বাক্যে আমি যে অধর্ম্ম করেছি, তাতে আমার এ ঘৃণিত মুখ জন-সমাজে প্রকাশ কর্‌তেও লজ্জা হয়। প্রতিপালকের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা, শিক্ষাদাতা গুরুর জীবননাশে সহায়তা, ওঃহো! আমার এ দুষ্কৃতির কি নিষ্কৃতি আছে! ধরণি! তুমি কেমন ক'রে এ দুরাত্মার পাপ-ভার ধারণ কর্‌ছ? দ্বিধা হ'য়ে শীঘ্র আমায় গ্রাস কর। আকাশ! তুমি ভগ্ন হ'য়ে ভীষণ গর্জ্জনে এ পাপাত্মা অমরের শিরে পতিত হও! না, আর আমি এ পাপ প্রাণ রাখ্‌ব না। এরূপ অনুতাপ ভোগ করার চেয়ে আজ এই সরযূ-জীবনে জীবন পরিত্যাগ কর্‌ব। হে নদি! হে পুণ্য-সলিলা সরযু! তোমার শীতল সলিলে প্রবেশ ক'রে আজ অনুতাপিত অমর চিরশান্তি লাভ কর্‌বে। তুমি আপন গর্ভে অনেক জীবকে আশ্রয় দিয়েছ, দয়া ক'রে এ অমরকেও স্থান দাও। পাতকিতারণ! শান্তিময়! জীবনান্তে এ অভাগার হৃদয়ে শান্তিবারি বিতরণ ক'রো। বিশ্ববাসি!

এতদিনে হতভাগ্য অমরের জীবন-লীলা শেষ হ'ল। যাই, ভগবানের নাম স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে নদীর জলে ঝাঁপ দিই।

পশ্চাদ্দিক্ হইতে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। অবোধ অমর! ক্ষান্ত হও, জীবন বিসর্জ্জন ক'রো না।

অমর। কে আমাকে জীবন পরিত্যাগে নিবারণ কর্‌ছ? [কৃষ্ণকে দেখিয়া] আ মরি, মরি! কি ভুবনমোহন রূপ! কালরূপেই যেন জগৎ আলো ক'রে দিয়েছে! শিরে শিখীপাখা, নয়ন দুটী ঈষৎ বাঁকা, বক্ষে পদ-রেখা, পরণে পীতধড়া, মরি! মরি! কি সেজেছে! যেন একখণ্ড পীতমেঘে নীল গগনকে আবৃত করেছে! আর নবনীরদের অঙ্গে সর্ব্বদা বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত গলদেশ হ'তে ত্রিবলীবিলম্বিত রত্নহার নিয়ত ঝলমল কর্‌ছে। আকাশে এক চাঁদ, কিন্তু এঁর কর-নখরে দশ সুধাকরের উদয় হয়েছে। গগনে এক রবি, এঁর কোকনদপদ-নখে যেন দশ-রবিচ্ছবি প্রকাশ পাচ্ছে। আর প্রভাতী রবির দেহে কিরণমালা যেন সুন্দর শোভা ধারণ করে এঁর রাতুল পদে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নও তেমনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ কর্‌ছে। ঘুচে গেল—এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে আমার ত্রিতাপজ্বালা ঘুচে গেল; মানব-জন্ম ধন্য হ'ল! জানি না, ইনি কে, এমন মোহনরূপে দেখা দিয়ে আমার নয়নযুগল সার্থক কর্‌লেন।

গীতকণ্ঠে লহরীবালাগণের উত্থান।

লহরীবালাগণ—　　　　গান।

নবনীরদগঞ্জন, নয়ন-মনোরঞ্জন,
না জানি এ কোন্‌জন, দেখা দিল এ কোন্ রূপে।
বঙ্কিম সুচারু কিবা ভঙ্গিম ত্রিভঙ্গ ঠাম,
অনঙ্গমোহন-অঙ্গ লাবণ্যলালিত শ্যাম,

উজলিত তৃপ্তিকর দীপ্তি অতি অনুপম,
নিখিল একি ! অখিল দেখি, আলো করিল কালরূপে ॥
বাঞ্ছিতত্রিলোক লোহলাঞ্ছিত তিলক ভালে,
তরুণ অরুণচ্ছবি যেন নীলজলধি ভালে,
কিম্বা রক্তোৎপল যথা শোভে সলিলে ;—
শিরে রাজিত শিখী-পাখা মন্দানিলে আন্দোলিত,
সুনীল ভূধরে যেন রঙ্গিল মেঘ মিলিত,
রদনে মুকুতা পাঁতি, বদনে সুধা গলিত,
আশাতোষিণী ভাষা ললিত, বিনাশে চিরসন্তাপে ॥
ত্রিবলীলম্বিত গলে রত্নাবলিগাঁথা মালা,
পীতাম্বর দেহে যেন ক্ষণপ্রভা করে খেলা,
কিম্বা তারাবলী যথা জ্বলে উজলা,
আকাশেতে প্রকাশিতে দেখি এক প্রভাকরে,
দশরবি পদযুগে সমভাবে শোভা করে,
শনিকর কর-নখরে, সুধাকর-কর ক্ষরে,
নয়ন-চকোর হেরে, হরষে ভাসে ভাব-কূপে ।

[সরযূ-বক্ষে নিমজ্জন ।

কৃষ্ণ। অমর, তুমি কি জন্য আজ জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছ ?

অমর। এ জীবনে অনেক পাপ করেছি ; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যই আজ এই সরযূ নীরে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব। প্রভো ! আপনি কে, দয়া ক'রে আমায় পরিচয়-দানে কৃতার্থ করুন।

কৃষ্ণ। পরিচয় পরে দিচ্ছি, তুমি আমার কথা শোন, জীবন-বিসর্জ্জনে ক্ষান্ত হও।

অমর। এ জীবন রেখে আর আমার গৌরব কি ? লোকে যার

নাম কর্‌তে ঘৃণা বোধ করে, যার মুখ দর্শন কর্‌তে জনসমাজ অবজ্ঞা-প্রদর্শন করে, তার জীবন রাখার চেয়ে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল।

কৃষ্ণ। অমর! তুমি পরের প্রলোভনে প'ড়ে আপনার জীবনকে অশান্তিময় করেছ, তা' আমি জানি; কুহকীর কুহকেই তোমার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটেছিল, তাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এখন নিজের দুষ্কর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরে পাপ-সঙ্গ পরিত্যাগ করেছ, এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছ, তাতেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। সমল ধাতু যেমন দগ্ধ হ'য়ে অমল হয়, আমার নিকট অপরাধ স্বীকার করায় তুমিও তেমনি পাপমুক্ত হয়েছ।

অমর। আপনি কে, প্রভো! দয়া ক'রে অধমকে পরিচয় দিন্।

কৃষ্ণ। তুমি এতক্ষণ কাতরকণ্ঠে যার নিকট শান্তি-বারি প্রার্থনা কর্‌ছিলে, আমি সেই শান্তিদাতা হরি।

অমর। প্রভো! প্রভো! আজ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি স্বয়ং এসে দর্শন দিয়েছেন! দাসকে পদধূলি-দানে কৃতার্থ করুন।
[কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ]

কৃষ্ণ। অমর, জীবনবিসর্জ্জনের বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মন অতি পবিত্র জেনেই আমি তোমাকে আত্মহত্যা পাপ হ'তে রক্ষা কর্‌তে এসেছি; নতুবা কেউ আজন্ম তপস্যা ক'রেও আমার সাক্ষাৎ লাভ কর্‌তে পারে না।

অমর। আমার অন্তর সর্ব্বদা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তাপহারি! কোথায় গিয়ে সে তাপের জ্বালা নিবৃত্তি করি?

কৃষ্ণ। সুধা-সরোবরের কাছে থেকেও, অমর, তুমি ক্ষুধায় কাতর হয়েছ? অজ্ঞান! পাপতাপের জ্বালা জুড়াবার জন্যই ত আমি তোমার নয়ন-পথে উদিত হয়েছি। অমর, আর অনুতাপ করো না;

যে উপকারীর অপকার ক'রে নিজের জীবনকে অনুতপ্ত করেছ, যাও, আবার তাদেরই উপকার ক'রে চির-শান্তিলাভ কর গে। লোকে যেমন বৃশ্চিকের জীবনসংহার ক'রে তার দংশন-যন্ত্রণা ভুলে যায়, যে পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় তুমি পাপকর্ম্মে মনোযোগী হয়েছিলে, সেই পাপীকে বিনষ্ট ক'রে, তুমিও তেমনি পাপতাপের দাহন বিস্মৃত হও গে।

অমর। দয়াময়! একবার যাঁদের শত্রুতা করেছি, তাঁরা 'আর কি আমায় ভৃত্যরূপে গ্রহণ করবেন ?

কৃষ্ণ। অমর, কয়েক দিন হ'ল, সগর গোপনভাবে সুনন্দাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেছে; অভাগিনী সুনন্দা সগরের শোকে দিবানিশি ধূলায় পতিত আছে; এই সময় তুমি গিয়ে তাকে মা ব'লে ডাকলে, তোমার কথা শুনে সে অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করবে। তাকে ব'লো—সগর তার নিরাপদে আছে, তার জন্য যেন রোদন করে না। সে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট পূর্ণ ক'রে কুটীরে প্রত্যাগমন করবে। নিকটে ঔর্ব্বমুনির তপোবন, সেই বনেই তাদের কুটীরাশ্রম; যাও অমর, আর বিলম্ব ক'রো না।

অমর। শান্তিময়! আপনি গিয়ে একবার তাঁকে দর্শন দিলে ত অভাগিনী শান্তিলাভ করত।

কৃষ্ণ। আমার দর্শনলাভ করবে, তার এখনও সে সময় হয় নি। তবে অতি শীঘ্রই আমি তাকে দর্শন দেবো। অমর, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, যাও!

[অমর সিংহের প্রস্থান।

দুরাত্মা মন্ত্রী শোভার অনুসরণ করেছে; যাতে আর সে শোভাকে বিপদে ফেলতে না পারে, আমি তাই করি গে।

[প্রস্থান।

শোভার প্রবেশ।

শোভা। অনেক কষ্টে শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে এলাম। সম্মুখে অপার নদী বিস্তৃত, এখন এ নদী পার হই কিরূপে! আমি পালিয়ে আসায় শত্রুগণ নিশ্চয়ই আমার অন্বেষণ করছে। এই সময়ে শীঘ্র শীঘ্র নদীর পারে না যেতে পার্‌লে এখনি তারা এসে আমায় বন্দী করবে। কারাগারে—জানি না তারা কে, আমায় দয়া ক'রে উদ্ধার করেছেন, এখন এখানে কে-ই বা এসে আমাকে এ নদী পার ক'রে দেবে! আমার মনে হয়, খুব অল্প পথই অতিক্রম করেছি। শত্রুরা আমার অনুসরণ কর্‌লে, এখনি নিকটে এসে পড়্‌বে। এবার যদি তাদের হাতে পড়ি, তা' হ'লে আর তারা আমায় জীবিত রাখ্‌বে না; যাই—একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখি, এখানে পাটনী কেউ আছে কি না।

অদূরে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। শোভা! শোভা!

শোভা। সর্ব্বনাশ! নাম কর্‌তে কর্‌তে দুরাত্মা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর আমার নিস্তার নাই। হে বিপদবারণ মধুসূদন! এই বিপদে আমায় রক্ষা কর।

মন্ত্রী।　　পলাবি কোথায়, মূঢ়ে! মোর গ্রাস হ'তে?
　　কোনরূপে কারা হ'তে বিমুক্ত হইয়া
　　ভেবেছিস্ অনায়াসে বঞ্চিলি আমায়?
　　না জানিস্, অল্পবুদ্ধে! ডুবিলে সাগরে,
　　উঠিলেও সুমেরুর উত্তুঙ্গ শিখরে,
　　পশিলেও দুরগম্য সিংহের গুহায়—
　　না পাবি নিস্তার তুই মোর হাত হ'তে।

পক্ষীর শাবকে ধরি' নিষাদ যেমন
সহজে আবদ্ধ করে পিঞ্জর ভিতরে—
যেখানেই যাস্ তুই, আমিও তেমনি
বলেতে ধরিয়া তোরে আনিব স্ববশে।
ভাল চাস্ স্থিরভাবে সঙ্গে আয় মোর।

শোভাবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মন্ত্রি! মন্ত্রি! তুমি শোভাভ্রমে কার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছ?

মন্ত্রী। [কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া] কি আশ্চর্য্য! এরও যে ঠিক শোভার মত আকৃতি দেখ্‌ছি! শোভা ত একজনই আছে, তবে আমার সম্মুখে যুগল শোভার আবির্ভাব কিরূপে? এখন আমি কাকেই বা শোভা ব'লে চিনে নিই!

কৃষ্ণ। মন্ত্রী, তুমি কি ভাব্‌ছ?

মন্ত্রী। তুমি কে?

কৃষ্ণ। আমি শোভা!

মন্ত্রী। [শোভাকে দেখাইয়া] এ তবে কে?

কৃষ্ণ। ও কেউ নয়, ও মায়াবিনী। তোমার জীবন সংহার কর্‌বার জন্য মায়া-জাল বিস্তার ক'রে আমার রূপ ধারণ করেছে। মন্ত্রী, তুমি ওর প্রলোভনে ভুলো না; চল, শীঘ্র এখান থেকে পালিয়ে যাই, নতুবা এখনি আমাদের বিপদ্ ঘট্‌বে। এখানে বিস্তর মায়াবী-মায়াবিনীর বাস, ওদের হাতে পড়্‌লে আর আমরা পরিত্রাণ পাব না।

মন্ত্রী। বিষম সন্দেহ, বিষম সংশয় উপস্থিত! তবে কি সত্য-সত্যই আমি মায়াবিনীর হাতে পড়েছি? শোভা! আমি তোরে

অনেক কষ্ট দিয়েছি, তত্রাচ তুই এই সঙ্কটে এসে আমার সাহায্য কর্‌ছিস্, এই ভেবে আমি আশ্চর্য্য বোধ কর্‌ছি।

কৃষ্ণ। মন্ত্রী, কষ্ট দিলেও আমার সাক্ষাতে একজন মায়াবিনীর হাতে তোমার জীবন-হানি ঘট্‌বে, তা' আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? তখন বুঝ্‌তে পারি নি, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি—তুমি আমাকে আমার মঙ্গলের কথাই বলেছিলে।

মন্ত্রী। শোভা! শোভা! আমায় নিজগুণে ক্ষমা কর! তুই আমায় মনে মনে এত ভালবাসিস্ তা' আমি জানি না। তা' জান্‌লে কখনই তোকে এত কষ্ট দিতাম না। বল্ শোভা, এবার আমায় ভালবাস্‌বি?

কৃষ্ণ। ভাল না বাস্‌লে—আমি পালিয়েই গিয়েছিলাম, তবু তোমার নিকট আস্‌ব কেন? এখন চল, আমরা এরূপ ভয়ানক স্থান হ'তে শীঘ্র পলায়ন করি।

মন্ত্রী। তোর কথাই শিরোধার্য্য।

[কৃষ্ণ সহ প্রস্থান।

শোভা। এ কার খেলা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! লোকে যেমন সবিস্ময়ে বাজীকরের বাজী দেখে, আমিও তেম্‌নি এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে সেই মায়াবিনীর মায়া দেখ্‌ছিলাম। জানি না, উনি কে, হত-ভাগিনীকে রক্ষা করবার জন্য আমার রূপ ধারণ ক'রে লুব্ধ মন্ত্রীকে অপ-সারিত কর্‌লেন। যাই, আমিও এই সুযোগে দ্রুতবেগে নদীর তীরে তীরে পলায়ন করি।

[প্রস্থান।

[দৃশ্যান্তর]

অগ্রে শোভাবেশী কৃষ্ণ ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রীর দ্রুতপদে প্রবেশ।

মন্ত্রী। শোভা! শোভা! দেখা দিয়ে তোর এ ছলনা কেন? নিকটে আছিস্, তবু আমায় ধরা দিচ্ছিস্ না যে? তোর দেহে এত শক্তি! আমি যে প্রাণপণে ছুটেও তোকে ধর্‌তে পার্‌ছি না।

কৃষ্ণ। তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, আমিও তোমাকে কিছুক্ষণ ভোগাব।

মন্ত্রী। শোভা! তোর পশ্চাতে দৌড়ে, এই দেখ্, আমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়েছে। শোভা, ধরা দে, আর আমি তোকে অযত্ন কর্‌ব না।

কৃষ্ণ। এস, আরও একটু চ'লে এস, তবে ধরা দেবো।

মন্ত্রী। শোভা! ধরা দে—ধরা দে—

গান করিতে করিতে কৃষ্ণ ও তৎপশ্চাৎ
মন্ত্রীর পরিক্রমণ।

কৃষ্ণ।— গান।

যে ধর্‌তে পারে ধরা দিই তারে।
ধরার ধারা যে জন জানে ধরে সে মোরে।
সাধনার শক্ত ফাঁদে, যে ধরে মুক্ত সাধে,
ধরা পায় অবিষাদে, ভক্তির জোরে॥
যারে দিই ধরা নিজে, সেই ত ধরে ধরা মাঝে,
অনিত্য আশায় ম'জে, নইলে কে ধরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শোভার প্রবেশ।

শোভা। অনেক দূর ছুটে ছুটে শরীর অবসন্ন হ'য়ে এসেছে, আর চল্‌তে পার্‌ছি না, এই বৃক্ষতলে ব'সে একটু বিশ্রাম করি। এবার

যদি দুরাত্মা মন্ত্রী এসে উপস্থিত হয়, তবে গোপালকে বক্ষে ক'রে এই নদীর জলে ঝাঁপ দেবো।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। শোভা, দুরাত্মা মন্ত্রীকে আমি ছলনায় অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছি। তোমার আর এখানে অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

শোভা। দয়াময়! তুমি কে, দয়া ক'রে পরিচয় দাও।

কৃষ্ণ। পরিচয় পরে দেবো, এখন তুমি শীঘ্র নদীর পরপারে গিয়ে ঔর্ব্বঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ কর।

শোভা। এরূপ বিস্তৃত নদী, আমি বালিকা, কিরূপে উত্তীর্ণ হব?

কৃষ্ণ। চল, আমিই তোমাকে তরণীদ্বারা নদী পার ক'রে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[দৃশ্যান্তর]

ক্ষণপরে নৌকা বহিয়া শোভাকে লইয়া গান
করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রবেশ।

গান।

কর্ম্ম-নদীর অপার পারে কে কে যাবি আয় রে আয়।
যত পাপী তাপীর খেয়া নিয়ে আমার দয়ার তরী ব'য়ে যায়॥
পারাপারের ভার লয়েছি, আপনি কর্ণধার হয়েছি,
কর্ণ ধ'রে ব'সে আছি, ডাক্‌ছি সবে উভরায়;—
তুলে দেছি স্নেহের বাদাম, চাই না কারেও পারের দাম,
ডাক্‌লে নে যাই কৈবল্যধাম, ঘুচাই যাতায়াতের দায়॥
ঢেউ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়, বিশ্বাসে বাঁধ অধীর হৃদয়,
(আমি) সভয় জনে বিলাই অভয়, উপায়হীনে দিই উপায়॥

অদূরে নারদের প্রবেশ।

নারদ। না, আর থাকৃতে পার্‌লাম না। লীলাময়ের লীলা-লহরী দেখে, না এসে আর থাকৃতে পার্‌লাম না। জগতবাসি! একবার লক্ষ্য কর, মোক্ষদাতা হরি আজ ভক্তিতে প’ড়ে স্বয়ং কর্ণধার হ’য়ে বালিকা শোভাকে ক্ষুদ্র সরযূ পার ক’রে দিচ্ছেন। কাতরভাবে প্রার্থনা কর্‌লে উনি সকলকেই এইরূপভাবে বিপজ্জলধি পার ক’রে দেন্। শোভা—শোভা! ধন্য তোর সৌভাগ্য! কতশত সাধক অনন্তকাল সাধনা ক’রেও চক্ষে একবার যাঁর দর্শন লাভ কর্‌তে পারে না, সেই সুদর্শনধারী হরি, তোকে নদী পার ক’রে দেবার জন্য স্বয়ং এসে তোর কর্ণধার হয়েছেন। বড় সুযোগ পেয়েছিস্, এ ত সামান্য নদী, তোর সম্মুখে এর চেয়েও এক ভীষণ নদী পতিত আছে, এই পতিতপাবন ভিন্ন সে নদী পার কর্‌তে আর কেউ নাই, এই বেলা ঐ কর্ণধারকে ব’লে অপার ভব-জলধি পার হ’য়ে যা! আর তোর সঙ্গে এই নিরুপায় নারদেরও উপায় ক’রে দে। হরি হে! অন্তিমসখা হে? ঐ শোভার মত আমিও যেদিন আকুল হ’য়ে কূলে ব’সে তোমায় ডাক্‌ব, সেইদিন দীনবন্ধু! এমনি ক’রে এই অভাগা নারদের কর্ণধার হ’য়ে অপার সংসার-সিন্ধু পার ক’রে দাও। শ্রীকণ্ঠ হে! আমি উচ্চকণ্ঠে তোমার গুণগান কর্‌তে কর্‌তে বৈকুণ্ঠধামে গমন কর্‌ব।

গান।

সেইদিনে হে কমলাখি! নেহার অপাঙ্গে।
হ’য়ো হে ত্রিভঙ্গ! অন্তরঙ্গ শমন-প্রসঙ্গে॥
অপার কাল সাঙ্গ, হবে যবে অবশাঙ্গ,
(যে দিন মহাযাত্রায় যাব হরি,

নারদ। শোভা—শোভা! ধন্য তোর সৌভাগ্য! [সগরাভিষেক, ৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক—২০৬ পৃষ্ঠা।

(আমার পথের সাথী কেউ র'বে না)
জলদাঙ্গ! থেকো তুমি সঙ্গে। (তখন)
গিয়ে ভব সিন্ধুকূলে ডাক্‌ব দীনবন্ধু ব'লে,
(আমি নিরুপায় হ'য়ে অকূলে,
(মায়ামুগ্ধমমতা সকল ভুলে)
দীন অতুলে রেখো সে আতঙ্কে। (হরি হে)

কৃষ্ণ। তরী কূলে এসেছে, অবতরণ কর।

[শোভার তরী হইতে অবতরণ।]

নারদ। অভাগিনি! সত্যসত্যই নেবে এলি? এমন অকূল-পারের তরণী ছেড়ে কি কূলে অবতরণ কর্‌তে হয়? হরি হে! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য! তুমি ভক্তকে বিপদ্-সাগরে এইরূপে উদ্ধার কর ব'লেই লোকে তোমাকে ভক্তবৎসল বিপদ্‌হারী বলে।

কৃষ্ণ। নারদ! তুমি এমন সময়ে এখানে এলে যে?

নারদ। থাকৃতে পার্‌লাম না; মেঘের উদয়ে শিখীর মন যেমন আনন্দে নৃত্য ক'রে ওঠে, তোমার ভক্তবাৎসল্য দেখে আমার প্রাণও তেমনি ভাবাবেশে বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে। সেই বিহ্বলতায়, পত্র যেমন স্রোতের টানে আপনিই ভেসে যায়, আমিও তেমনি আপনিই এখানে ছুটে এলাম।

কৃষ্ণ। এসেছ—ভালই হয়েছে; তুমি শোভাকে নিয়ে সুনন্দার কুটীরে রেখে এস!

নারদ। শোভা! ইনি কে, চিন্‌তে পার কি?

শোভা। আমি অনেকবার অনুরোধ করেছি, উনি আমায় পরিচয় দেন্ নি—নামও বলেন নি।

নারদ। নামের পরিচয়ে চিন্‌বে কি, ওঁকে কাজের পরিচয়ে চিন্‌তে হয়। ভক্তের দুঃখ দেখ্‌লে স্নেহ-পারাবার উথ্‌লে ওঠে, জগতে এমন দয়াল কি আর আছে! শোভা তোমার ঐ গোপালের আকৃতির সঙ্গে এই কৃপালের অনুকৃতি মিলিয়ে দেখ দেখি, ঠিক এক কি না?

শোভা। সত্যই ত, আমার গোপালের রূপ যে এঁরই মতন! আমি যে উভয়ের আকৃতিতে কিছু প্রভেদ দেখ্‌ছি না।

নারদ। তোমার জ্ঞানের আঁখি উন্মীলিত হয়েছে, এখন তুমি একই দেখ্‌বে। শোভা, আমি সগরকে যার মধুর নাম প্রদান করেছি, ইনিই সেই মধুসূদন হরি। এঁরই দৃশ্যরূপের বিশ্ববিমোহন ছবি নিয়ে, তোমার হাতের পুতুল ক'রে দিয়েছি। তুমি চিন্‌তে পার নি—তোমার অকৃত্রিম ভক্তিপূজায় স্বয়ং মুক্তিদাতা এসে তোমাকে দারুণ সঙ্কট হ'তে উদ্ধার করেছেন। বালিকে! এতদিনে তোমার পুতুলপূজা সার্থক হয়েছে। তোমার মত গুণবতী শিষ্যাকে উপদেশ প্রদান ক'রে আমিও ধন্য হয়েছি। শোভা, যাঁর পদরেণু লাভ কর্‌বার আশায় ব্রহ্মা শিব উদাসী, শুক সনকাদি বিরাগী, সেই ব্রহ্মাশিবারাধ্য ভগবান্ তোমার সম্মুখে; ভৃঙ্গ যেমন মহানন্দে ফুল্ল অরবিন্দ হ'তে মকরন্দ পান করে, তুমিও তেমনি ভাবপুলকে গোলোকবিহারীর পদ-বিন্দু গ্রহণ কর।

শোভা। [কৃষ্ণের পদধূলি লইয়া] হরি হে! তোমার পদরেণু গ্রহণ ক'রে আজ আমি ধন্যা হ'লাম। দেবর্ষি! এ পদরেণু আমি কোথায় স্থাপন করব?

নারদ। এইবার বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করেছ। তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার গুরুকেও বুঝি আবার কিছুদিন শিক্ষা করতে হয়। শোভা, তুমি যখন ভগবানের সামীপ্য লাভ করেছ, তখন তুমি ব্রহ্মময় হ'য়ে গেছ। কেন না, কেবলমাত্র এক মনে "আমাতে

ব্রহ্মশক্তি নিহিত আছে, আমি ব্রহ্মবলে চালিত হচ্ছি, পূর্ণব্রহ্ম হরি আমার অন্তরে আত্মারূপে অবস্থান কর্‌ছেন”, এ কথা ভাব্‌লেও যখন আপনাকে ব্রহ্মময় ব’লে বোধ হয়, স্বয়ং দারুব্রহ্ম নারায়ণ যখন তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছেন; লোকে যেমন নিজের অঙ্গকে আঘাতভয় হ’তে রক্ষা করে, উনিও যখন তোমাকে সেইরূপ নানা বিপদ্ হ’তে উদ্ধার কর্‌ছেন, তখন তুমিও যে হরিময় হয়েছ, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে এখন ঐ হরিপদরেণু তোমার ঐ হরিময় দেহের কোথায় বা স্থাপন কর্‌তে উপদেশ দিই? আর যখন তোমাকে পদরেণু গ্রহণ কর্‌তে উপদেশ দিয়েছি, তখন, গৃহীত অমূল্য বস্তু পরিত্যাগ কর্‌তেই বা কিরূপে বলি? তবে এ দুর্লভ পদবিন্দু তুমি কোথায় স্থাপন কর্‌বে? শোভা, আমি তোমায় তন্ময়ভাবে পুতুল পূজা কর্‌তে শিক্ষা দিয়েছিলাম, সেই শিক্ষার গুণেই আজ তুমি চিন্ময়কে নয়ন-পথের পথিক কর্‌তে পেরেছ; কিন্তু কৈ, তুমি ত এ পর্য্যন্ত গুরুদক্ষিণা দাও নাই! আমি প্রার্থনা কর্‌ছি, ঐ ত্রিলোক প্রার্থিত, ব্রহ্মাশিবপ্রত্যাশিত গোলোকবিহারির পদবিন্দু আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর, আমি মস্তকে ধারণ ক’রে ধন্য হই। [পদরেণু গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ] শোভা, এতদিনে তুমিই আমাকে যথার্থ গুরুদক্ষিণা প্রদান কর্‌লে। তোমার নিকট হ’তে দক্ষিণা গ্রহণ ক’রে আমিও ধন্য হলাম।

কৃষ্ণ। নারদ! যাও, তুমি এখন শোভাকে নিয়ে সুনন্দার কুটীরে যাও। উভয়ে মিলে হতভাগিনীকে সান্ত্বনা দাও গে। আমি এখন সগরের মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌তে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

শোভা। দেবর্ষি! আপনি না এলে আমি আমার আরাধ্যদেবকে চিন্‌তে পার্‌তাম না।

নারদ। শোভা, এবার বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি কি জন্ম তোমায় পুতুলপূজা কর্‌তে বলেছিলাম? এখন চল, তোমাকে ছোটরাণীর নিকট নিয়ে যাই। তোমার মুখের 'মা' বাণী শুন্‌লে সে সগরের শোক অনেকটা ভুলে যাবে।

শোভা। কেন, সগরের কি হয়েছে, দেবর্ষি?

নারদ। পাপাত্মা মন্ত্রী বনে তোমার পিতার জীবনসংহার করায়, সগর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ, আর মায়ের দুঃখ দুর কর্‌বার জন্ম হরি-অন্বেষণে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেছে?

শোভা। [সরোদনে] কি বল্‌লেন, শত্রুরা বাবার জীবন সংহার করেছে?

নারদ। শোভা, ধৈর্য্যধারণ কর। তোমার গুণবান্ ভ্রাতা সগর পুণ্যবলে অতি শীঘ্রই সকল শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বে। কামার যেমন যজ্ঞপশুকে অনায়াসে হত্যা করে, দৈববলে বলী হ'য়ে সগরও তেমনি হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুর উচ্ছেদ সাধন ক'রে জগতে ধর্ম্মের চিরবিজয় ঘোষণা কর্‌বে। দয়াময় হরি তার বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্মই তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে সগরের নিকট গমন কর্‌লেন। এখন চল, তোমায় গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। তাই ত, শোভা কোন্ দিকে গেল! আর যে তাকে মোটেই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সে কি তবে আমায় ছলনা ক'রে কোথায়

লুকালো! না দূরে ফেলে পলায়ন কর্‌লে? সে এইদিকেই গেছে, আমি আরও একটু জোরে দৌড়ে যাই।

কুটিলের প্রবেশ।

কুটিল, শোভাকে দেখ্‌লে?

কুটিল। কৈ না, আপনি এতদূর এসে পড়েছেন?

মন্ত্রী। শোভার পাছু পাছু ছুটে এসেছি। সে এই আমার সম্মুখে ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় অদৃশ্য হ'ল।

কুটিল। তাই ত, ছুটে ছুটে আপনার দেহ যে ঘেমে গেছে।

মন্ত্রী। আমি এত জোরে ছুটেও ত তাকে ধর্‌তে পারি নি।

কুটিল। কি আশ্চর্য্য! সে বালিকা, তার গায়ে এত বল?

মন্ত্রী। কুটিল! অলৌকিক ঘটনা! আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হয়েছি।

কুটিল। আজ্ঞে, তাই হবে।

মন্ত্রী। আগে শোন, তবে বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমি শোভার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছি, এমন সময়ে শোভাবেশিনী আর এক বালিকা আমার পশ্চাৎ হ'তে বল্‌লে, 'মন্ত্রী! তুমি কার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছ? আমি যুগল শোভা দর্শন ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

কুটিল। বলেন কি! আপনি কি তবে শোভার ঝাঁকে গিয়ে পড়েছিলেন না কি?

মন্ত্রী। তার পর শেষ শোভার মিষ্ট বাক্যে আমি তাকেই প্রকৃত শোভাজ্ঞানে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে আস্‌ছিলাম; সে আমাকে কথায় কথায় এতদূরে এনে ফেলেছিল, কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

কুটিল। এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন ঘটনা ত আমি কোথাও শুনি নি। আহা, এমন জান্‌লে আমিও যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যেতাম! দু'জন থাক্‌লে একটা শোভাও পালাতে পার্‌ত না! [জনান্তিকে] আমের বনটা দেখে একটু পেছিয়ে প'ড়ে সব মাটি ক'রে ফেলেছি।

মন্ত্রী। কুটিল, এখন কি উপায়ে তাকে পুনর্ব্বার দেখ্‌তে পাই? চল, দুজনে আবার তার অন্বেষণে গমন করি। আমাকে বঞ্চনা ক'রে সে কোথায় পালাবে?

কুটিল। তাই ত মন্ত্রী [জিভ্‌ কাটিয়া] রাজামশায়! সে একটা সামান্য বালিকা হ'য়ে আপনাকে ফাঁকি দিলে!

মন্ত্রী। এবার তাকে ধর্‌তে পার্‌লে আর তার চাতুরী-বাক্যে ভুল্‌ব না, চল, আমরা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি।

কুটিল। স্থানটা বড় গরম, নিশ্চয়ই এখানে অপদেবতা আছে।

মন্ত্রী। শোভাও তাই বলেছে, কোন মায়াবিনী ছল ক'রে শোভা-রূপ ধারণ করেছিল।

কুটিল। আপনার এমন সুন্দর রূপলাবণ্য দেখে, ঠিক কোন বেটী পেত্নীর মন ভুলে গেছ্‌ল। আমি বলি, এ স্থান পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। শেষকালে শোভার জন্যে কি জীবনটা হারাবেন?

মন্ত্রী। এ কথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কুটিল, যে শোভার জন্য আমি এত কর্‌লাম, সেই শোভাই আজ আমার বড় সাধে বাদ সেধে আশ্চর্য্য ছলনায় প্রতারিত কর্‌লে। মৃগ যেমন মরুস্থানে জলাশয় ভ্রমে জলপান কর্‌তে গিয়ে হতাশ হ'য়ে ফিরে আসে, আমারও আজ ঠিক সেই দশা ঘট্‌ল।

কুটিল। আর মৃগ যেমন তখন অন্য সরোবরে গিয়ে পিপাসা

শাস্তি করে, আপনিও তেমনি অন্য রমণী দ্বারা শোভার সাধ পূর্ণ করবেন। প্রাণ থাক্‌লে শোভার চেয়ে কত শোভাময়ী আপনার পায়ে লুটোবে। এখন চলুন, পালিয়ে যাওয়া যাক্, স্থানটায় থাক্‌তে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।

মন্ত্রী। চল, আর ভেবেই বা কি হবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

[ঐকতান বাদন]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

সগরের প্রবেশ।

সগর। হরি হে! দেখা দাও; আমি অনেক দুঃখে মাকে ছেড়ে তোমার অন্বেষণে অরণ্যে প্রবেশ করেছি। হতভাগিনী মা আমার, আমাকে হারা হ'য়ে দিবানিশি নয়ন-ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করছে। এ সংসারে আমি ভিন্ন তাকে 'মা' ব'লে ডাকতে আর কেউ নাই। এত শোক-দুঃখেও দুঃখিনী আমার মুখ দেখে বুক বেঁধে আছে। আমাকে না দেখে মা হয় ত এতদিন জীবন ত্যাগ করেছে। হরি হে! আমি আমার দুঃখের জন্য বলি না, তুমি মায়ের দুঃখ দুর ক'রে দাও; আমি মায়ের দুর্দ্দশা আর দেখ্‌তে পারি না। শুনেছি, তোমাকে একমনে কেঁদে ডাকলে, তুমি না এসে থাকতে পার না; আমি ত তোমায় কেঁদে কেঁদে এত ডাক্‌ছি, হরি! আমার কাতর আহ্বান কি তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হচ্ছে না? পাষণ্ড শত্রুগণ নির্ম্মম ছলনায় আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে, পিতার জীবন সংহার ক'রে, মাকে বিধবা সাজিয়েছে, এই শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে! শান্তিময়! তুমি তাতে শান্তি-বারি দান কর। লোকে ডাকলেই শোন ব'লে তোমাকে লোকনায়ক বলে, সুখদায়ক! আজ যদি এই অনাথ বালকের কাতর বাক্যে কর্ণপাত না কর, তা' হ'লে কেউ আর তোমাকে 'অনাথনাথ'

বল্‌'বে না; কেউ আর দুঃখে প'ড়ে তোমাকে দুঃখভঞ্জন মধুসূদন ব'লে ডাক্‌বে না! তোমার 'ভক্তবৎসল দয়াময়' নামে কলঙ্ক হ'বে।

মোহ ও জ্ঞানের প্রবেশ।

গান।

মোহ।— জননীর বক্ষ ত্যজে, দুর্গম বনমাঝে,
এসেছিস্ কোন কাজে যারে ফিরে অজ্ঞান।

জ্ঞান।— এসেছ এসেছ যদি, নির্ভয়ে নিরবধি,
সংযমে বাঁধ হৃদি, সাধ কাজ মতিমান্॥

মোহ।— ভ্রমিছে ভয়াল পশু, দেখ্ চেয়ে, ওরে শিশু!
বিপদ্ ঘটিবে আশু, নাহি পাবি পরিত্রাণ।

জ্ঞান।— পশুপতিপূজ্যধনে, পাবে যদি আরাধনে,
'ধৈর্য্য ধরি' কর মনে বিপদে সম্পদ জ্ঞান॥

মোহ।— অদর্শনে অভাগিনী মাতা ফেলে অশ্রু-ধার,
রাখ্ শিশু! হিতবাণী, যা ত্বরা নিকটে তার,

জ্ঞান।— মায়ায় মোহিত হ'লে না হবে সাধনা আর,
মুক্তি-পথে অন্তরায় আছে বহু, সাবধান।

মোহ।— ক্ষুধায় আকুল হ'লে একা কি করিবি বল,
এহেন বিজন বনে কে তোরে যোগাবে ফল,

জ্ঞান।— সুধামাখা হরিনাম পান করো অবিরল,
দূরিবে সকল ক্ষুধা, পূরিবে পুলকে প্রাণ।

মোহ।— শঙ্কায় হবে যবে কম্পিত কলেবর,
কে তোরে অভয় দেবে ভাব্ শিশু পূর্ব্বাপর,

জ্ঞান।— ভয়হারী হরি ব'লে ডেকো ডেকো উচ্চৈঃস্বরে,
মুছাবে বদন আসি ভক্তাধীন ভগবান্॥

[মোহ ও জ্ঞানের প্রস্থান।

সগর। আমি কারও কথা শুন্‌ব না, কুটীরে ফিরে যাব না। প্রাণ যায় তাতে ক্ষতি নাই; আমার দুঃখময় জীবনে আর সুখ কি? যদি প্রাণপাত ক'রেও মায়ের কষ্ট ঘুচাতে পারি, তা' হ'লে আমার পুত্রজন্ম সার্থক হবে।

ব্যাধবালক ও ব্যাধবালিকাবেশে কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

কৃষ্ণ। হাঁরে ছাবাল্! তু কেকো ঢুঁড়িস্ রে, কেকো ঢুঁড়িস্ রে?

সগর। আমি আমার হরিকে খুঁজ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তার্‌কে দেখা পাইলে তু কি কর্‌বিক্?

সগর। আমার মনের কষ্ট, প্রাণের যন্ত্রণা জানাব।

কৃষ্ণ। সে বড়ই কঠিন আছে রে! তার্‌কে দেখা পাইবিক্ না, তু ঘর্‌কে ফির্ যা।

সগর। না, আমি যখন এসেছি, তখন তাঁর দেখা না নিয়ে ফিরে যাব না। অনাহারে, অনিদ্রায় দিবানিশি তাঁকে ডাক্‌ব; তাতেও যদি তাঁর দয়া না হয়, তবে তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে এই ভীষণ বনমধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব।

কৃষ্ণ। ছাবাল্! তু বোকা আছিস্; পর্‌কে লাগে আপন পরাণ কাঁহে নাশ কর্‌বিক্ রে?

সগর। এ প্রাণ ত তাঁরই দেওয়া, তাঁরই দেওয়া ধন তাঁকেই ফিরে দেবো।

কৃষ্ণ। তোর হরির্‌কে উপর বড়ই বিশোয়াস আছে! ছাবাল্ হামার্‌কে বাৎ শুন্, তার্‌কে ভরসা ছোড়্‌কে তু আপন মায়ীকে পাশ ফির্ যা।

সগর। না, অমন কথা ব'লো না। মায়ের দুঃখ দূর কর্‌তে না পার্‌লে আর আমি তার কাছে এ পাপ মুখ দেখাব না। ভাই রে!
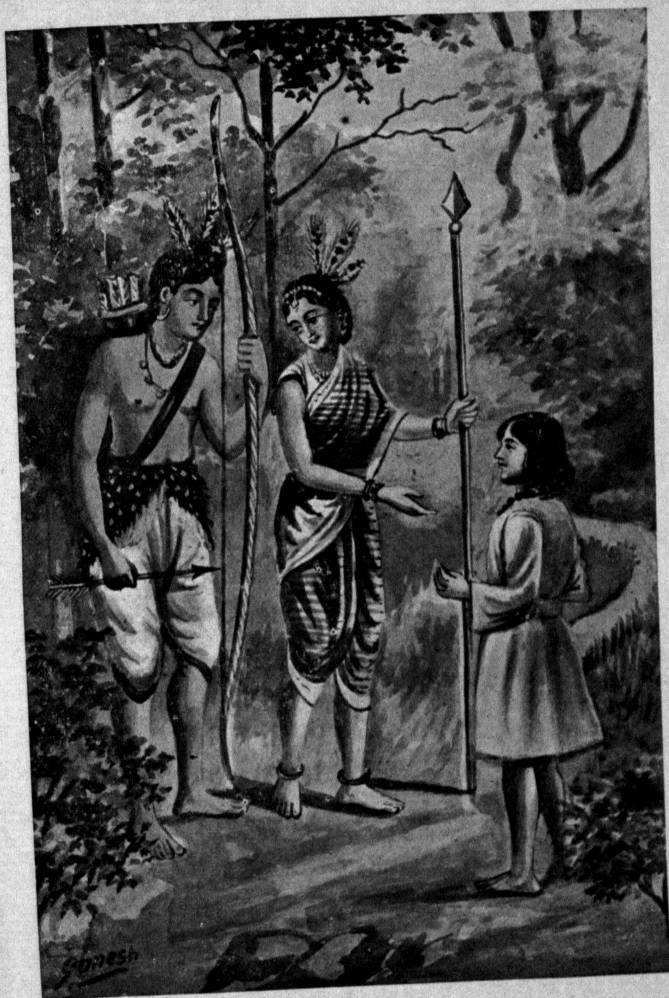
সাগর। আমি আমার হরিকে খুঁজ্‌ছি।

[সগরাভিষেক, ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—২১৬ পৃষ্ঠা।

Sulov Press, Jorasanko

যা আমার রাজরাণী ছিল, আজ বনের দুটো ফল মূলও খেতে পায় না, তা' কি আমার প্রাণে সহ্য হয় ?

লক্ষ্মী। খাওয়া বেগর্ তোর মু শুখ্ গেইছে; হামি চারটে ফল আনিয়েছে, খাইবিক্ ?

সগর। না, আমি যতক্ষণ হরির দেখা না পাই, ততক্ষণ কিছুই খাব না। এতদিন ত অনশনেই কেটে গেছে, না হয় আরও কিছুদিন কাটাব।

লক্ষ্মী। খা রে খা; ইয়ে ফল কইকো ভাগে মিলেক না রে! মিলেক না। তোরকে নাকি হামি সব ভালবাসে, তাহর লাগে আনিয়েছে।

সগর। না, এখন আমি এ ফল খাব না।

কৃষ্ণ। তভে রাখিয়ে দে। তোর মায়িকে দুটা দিবিক্, তু দুটা খাবিক্।

সগর। এখন রেখেই বা কি কর্‌ব, কতদিনে হরির দেখা পাব, তা ত জানি না।

লক্ষ্মী। জল্‌দি মিল্‌বেক্, হরিরকে দেখা জল্‌দি মিল্‌বেক্। ইয়ে ফল যেত্তো দিন খুসী রাখিয়ে দে, শুখ্‌বেক্ না।

সগর। দাও, তবে রেখে দিই। [লক্ষ্মীর নিকট হইতে ফল গ্রহণ]

লক্ষ্মী। হাঁরে ছাবাল্! তু হামারদের ঘরকে যাবিক্ ?

সগর। তোমাদের ঘরে গেলে কি হবে, সেখানে কি হরির দেখা পাব ?

কৃষ্ণ। হরিরকে দেখা পাইবিক্ না, হরি তুকে দেখা দিবেক্ না।

সগর। সত্যসত্যই কি হরির দেখা পাব না? এত কষ্ট দেখেও কি তাঁর প্রাণে দয়া হবে না ?

কৃষ্ণ। হোবেক্ না—দয়া হোবেক্ না, তু ঝুটে-মুটে র'য়ে র'য়ে বুল্‌বিক্।

সগর। আমায় যদি তিনি দয়া না করেন, তবে লোকে তাঁকে দয়াময় বল্‌বে কেন? দিবানিশি ত হরি হরি ব'লে কাঁদ্‌ছি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত এইরূপেই কাঁদ্‌ব; এইরূপেই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব। দেখি তিনি কত কাঁদান্; তাতেও তিনি আসেন কি না।

কৃষ্ণ। সগর! সগর! আর তোমায় কাঁদ্‌তে হবে না, এই আমি এসেছি।

[কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর ব্যাধবেশ পরিত্যাগ করণ]

সগর। প্রভো! দয়াময়! এতদিনে কি দয়া হয়েছে? এতদিনে কি দাস ব'লে মনে পড়েছে? যদি দয়া ক'রে এসেছ, উভয়ে পদধূলি দানে কৃতার্থ কর। [কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া] ধন্য হলাম! তোমাদের মোহন মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক হ'ল।

কৃষ্ণ। সগর, তুমি কি চাও?

সগর। আমি আর কিছু চাই না, আমার মায়ের দুঃখ দূর ক'রে দাও। মা আমার বনবাসে বড় কষ্টে জীবন যাপন কর্‌ছে।

কৃষ্ণ। সগর, অতি শীঘ্রই তোমাদের দুঃখ-তিমির অন্তর্হিত হবে। যে সকল শত্রু তোমাদের এই দুর্দ্দশা করেছে, তাদিগকে অগ্রে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য। যাও, তুমি শিবারাধনা ক'রে তাঁর নিকট হ'তে অস্ত্র গ্রহণ কর গে। আমি অমরসিংহকে তোমার মায়ের নিকট প্রেরণ করেছি, তুমি তার সঙ্গে একযোগে শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার কর গে।

সগর। দয়াময়! আমার মাকে গিয়ে একবার তোমাদের যুগল-রূপ দেখাবে চল।

কৃষ্ণ। তোমার রাজ্যাভিষেকের সময় আমরা উভয়েই অযোধ্যায় গমন কর্‌ব।

সগর। কিরূপভাবে শিবারাধনা কর্‌তে হয়, তা'ত জানি না?

লক্ষ্মী। শ্মশানে গিয়ে নিয়ত মুখে হরিনাম কর্‌লেই, নাম-প্রয়াসী উদাসী শিব আপনিই এসে তোমায় দেখা দেবেন।

সগর। দয়াময় যদি দাসের প্রতি সদয় হয়েছ, দেখো, তোমার করুণা-সুধা হ'তে আর যেন অধমকে বঞ্চিত ক'রো না।

কৃষ্ণ। সগর, একবার ভক্তিতে বাঁধা পড়্‌লে আর আমরা যে বাঁধা এড়াতে পারি না। যাও, তুমি স্বকার্য্য সাধন ক'রে অযোধ্যায় ফিরে যাও; আমরা সেইখানেই তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন দেবো। চল লক্ষ্মি! এখন গোলোকে যাই।

[কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর-অন্তর্দ্ধান।

সগর। আমিও যাই, শ্রীহরির অনুমতি মত শিবারাধনায় মনোনিবেশ করি গে। দৈবসহায় হ'লে শত্রুবিনাশে আর চিন্তা কি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। রোজ রোজ এত ফুলই বা পাই কোথা? নূতন রাজার মন যোগাতে প্রাণ যে হায়রাণ হ'য়ে গেল! তা' আবার যেমন তেমন ফুল মনে ধরে না, কেবল চাঁপা গোলাপ চাই। বলি, ফুল ত আর গাছের পাতা নয় যে, হুকুম কর্‌লেই নাড়া দিয়ে ঝোড়াখানেক পৌছে দেবো! গাছে জল দেবার বন্দোবস্ত নেই, খালি ফুলের সঙ্গে দরকার। এবার থেকে আমিও এক চালাকী আরম্ভ কর্‌ছি। মালীর মেয়ে, আমাদের ফন্দী বুঝে কে, মালা গাঁথ্‌বার সময় ভিতরে ভিতরে খুব বাসি ফুল ঠেল্‌ব। মালা তা' হ'লে দেখ্‌তেও খুব মোটা হবে, রাজার মন ভুলে যাবে। আজকাল লোক ত আর ভিতর দেখে না, বাহিরের চিকণচাকণেই ভুলে যায়। তায় মালিনীর চাতুরী ধরা যেমন-তেমন লোকের কাজ নয়। যাক্, এখন চারটি তলার ফুল-কুড়িয়ে কত যোগাড় কর্‌ব, ঝেঁটিয়ে জড় করি। [ঝাঁটাইয়া ফুল জড়করণ]

কুটিলের প্রবেশ।

কুটিল। মালিনি! ও মালিনি!

মালিনী। ঐ যে পোড়ামুখো আজও এসেছে।

কুটিল। বলি, মুখে হাসি নাই যে! চন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনী কি বিষণ্ণ থাকে? একবার প্রসন্ন হও।

মালিনী। তুমি আমার অমাবস্যার চাঁদ কিনা, তাই তোমাকে এত ভালবাসি।

কুটিল। অকালের ফলকে সবাই ভালবাসে। আমি যে তোর অকালের ফল, তাই ত তোর এত স্নেহ!

মালিনী। তুমি আজ আস্‌বে না ব'লে এলে যে?

কুটিল। থাক্‌তে পার্‌লুম না, তোর ঐ ড্যাফলপারা মুখখানি মনে প'ড়ে প্রাণ আমার কেমন ক'রে উঠ্‌ল। দেখ, বৎস যেমন ধেনুকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, আমিও তেমনি তোর কাছে না এসে থাক্‌তে পারি না।

মালিনী। আহা, কেমন উপমা দেখ না! ধারাপাত পড়া বাব কি না, তাই অলঙ্কারের এত গুরুত্ব!

কুটিল। অলঙ্কার! আমার পেটে অলঙ্কারের বেঁস্তন বেরিয়ে গেছে। তুই বলিস্ ত, পা থেকে তোর ঐ খাঁদা নাক পর্য্যন্ত ভ'রে দিতে পারি।

মালিনী। আহা কি মধুর রসালাপ! আমি কি গয়নার কথা বল্‌ছি?

কুটিল। আমিও কি গয়নার কথা বল্‌ছি? উপমা, উপমা! পা থেকে নাক পর্য্যন্ত কি শুন্‌বি?

মালিনী। শুনি না।

কুটিল। পা'টী যেন তোর জল-নালা।

মালিনী। আমাকে বুঝিয়ে দাও?

কুটিল। তুই পা ফেল্‌লে, তোর পায়ের তলায় মাঝখানে যে ফাঁক পড়ে, দেখ্‌লে ঠিক জল-নালা ব'লে বোধ হয়।

মালিনী। আচ্ছা, তারপর?

কুটিল। কি কি বল্‌ব ?

মালিনী। যা' তোমার ইচ্ছা।

কুটিল। উরু দুটী যেন হাড়কাঠ।

মালিনী। সে কি রকম বুঝিয়ে দাও ?

কুটিল। কোমর থেকে উরু দুটী ঠিক হাড়কাঠের মত নেমে এসেছে।

মালিনী। আচ্ছা, আর ?

কুটিল। নিতম্বটী যেন হংস পেছন।

মালিনী। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দাও।

কুটিল। হাঁসের পেছন যেমন সাম্‌নে থেকে ক্রমশঃ সরু হ'য়ে গেছে, তোর সুন্দর নিতম্বটীও তেমনি উপর থেকে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে গেছে।

মালিনী। আচ্ছা, আর ?

কুটিল। পিঠটী যেন কচ্ছপের খোলা! কচ্ছপের খোলা যেমন মেটে ঘরের চালের রাগের মত মাঝখানটী উঁচু হ'য়ে দুদিকে ধনুর মত নামা, তোর পিঠটীও ঠিক সেই রকম। গলাটী যেম সাপের চক্র। সাপের চক্র যেমন [অঙ্গভঙ্গি করিয়া] এমন হ'য়ে থাকে, তোর গলার গঠনটীও সেইরূপ। হাঁ'টী যেন শামুকের মুখ। শামুকের মুখ যেমন মাঝখানে নীচু আর দুধার ক্রমশঃ উঁচু, তোর বদন-গহ্বরের মুখটীর আকৃতিও তদনুরূপ। আর নাকটী যেন ডোঙ্গার খোল। ডোঙ্গার খোল যেমন [হস্তদ্বারা দেখাইয়া] পেছন থেকে এসে এসে মাথাটীর কাছে কিঞ্চিৎ উঁচু হ'য়ে যায়, তোর নাসিকাখানির গঠনও তেমনি অপরূপ। দেখ্‌লি মালিনি! কেমন অলঙ্কার দিয়ে জলবৎ বুঝিয়ে দিলুম

মালিনী। বেশ, এত বিত্তে না হ'লেই বা অত বুদ্ধি হবে কেন? এখন বলি, আমার হার এনেছ?

কুটিল। রাজামশায়ের মনটা বড় চঞ্চল, আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর্।

মালিনী। কথায় কথায় এতদিন অপেক্ষা করেছি, আজ আর আমি কোনও ওজর শুন্‌ব না। হয় হার দাও, নৈলে তোমার সঙ্গে অপ্রণয় হবে।

কুটিল। তোর তা' হ'লে দরকষা পিরীত বল্।

মালিনী। তবে কি মাগ্‌না?

কুটিল। তুই যে এত ভালবাসিস্‌গা! তোর কি আর দু'দিন দেরী সয় না?

মালিনী। দেখ ভণ্ড! আজ যদি হার না দাও, তবে বামুন ব'লে বাধ্‌ব না, এই শতমুখী তোমার কপালে আছে।

কুটিল। [ক্রোধভরে] অ্যাঁ—আমি অযোধ্যারাজ্যের মন্ত্রী, তা' তুই জানিস্? ইচ্ছা কর্‌লে এখনি তোকে সাজা দিতে পারি।

মালিনী। বটে, দেখি কে কাকে সাজা দেয়। [কুটিলকে ঝাঁটা প্রহার]

কুটিল। আহা,—ঝাঁটাটা মারিস্ নে, অকল্যাণ হবে। তুই সত্যি মনে ক'রে রেগে গেলি না কি?

মালিনী। আজ ঝাঁটার চোটে তোমার পা ভেঙে দেবো', আর এখানে আস্‌তে পার্‌বে না। [ঝাঁটা প্রহার]

কুটিল। আর মারিস্ নে—আর মারিস্ নে, একটুখানি দরদ্ হয়েছে, সরষের তেল দিলেই সেরে যাবে এখন।

[মালিনীর কুটিলকে উপর্য্যুপরি ঝাঁটা প্রহার]

কুটিল। এইবার সত্য সত্যই ভেঙে গেছে।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। কুটিল!

কুটিল। [খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে] আসুন।

মন্ত্রী। খোঁড়াচ্ছ যে?

কুটিল। এইখানে মালিনী বেটী একটা ফুলের গোড়ে ফেলে রেখেছিল, সেইটেতেই উচোট লেগে কোমরে দরদ হ'য়ে গেছে।

মন্ত্রী। এ যে বড় অসম্ভব কথা!

কুটিল। আজ্ঞে. আপনার অনুগ্রহে আজকাল আমি এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছি যে, ফুলের আঘাতও আমার দেহে সহ্য হয় না। তা' আপনি এমন সময় উপবনে এলেন যে?

মন্ত্রী। দিন দিন অশান্তি প্রবল,
চিন্তা ভয়ে হৃদয় অধীর,
না পারি তিষ্ঠিতে কোথা চঞ্চল উদ্বেগে।
প্রাসাদ নেহারি সদা অরণ্য সমান;
উপবন তাও যেন ভীষণ শ্মশান।
মুদিত করিলে আঁখি, নিরখি সম্মুখে—
উন্মুক্ত কৃপাণ করে, আরক্তলোচনে,
শত্রুতার প্রতিশোধ-গ্রহণ মানসে,
আসিছে সগর যেন নাশিতে আমায়।
কি ক'ব, কুটিল লাজে বলিনে কারেও—
ভয়ে কভু নিদ্রাগত না হই নিশিতে।
বিষম সন্দেহে ভাবী বিপদ্-শঙ্কায়,
দিন দিন ক্ষীণদেহ অন্তর আকুল।

এ হেন অধর্ম্ম-আচরণে, বলে, ছলে,
কুটিল, লভিনু রাজ্য, হলাম ভূপতি,
হতভাগ্য আমি কিন্তু ক্ষণেকের তরে
পেলাম না দিনেকও শান্তি-সুবিমল ;
ঘুচিল না কোন রূপে চাঞ্চল্য আমার।

কুটিল। ওটা চাঞ্চল্যই বটে ; নর্ত্তকীগণকে ডাকাই, তারা গান শোনালেই নষ্ট হ'য়ে যাবে এখন। মালিনি! যা'ত বেটি! শীঘ্র ক'রে নর্ত্তকীগণকে ডেকে দেত ; মন্ত্রীমশা—[জিভ্ কাটিয়া] রাজা-মশায়ের মনটা খারাপ হয়েছে, তারা এসে নাচগান করুক।

[মালিনীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি করি, কুটিল, যাই কোথায় চলিয়া ?
না পারি বুঝিতে কিছু—কিসে শান্তি পাই।

কুটিল। ঐ যে গায়িকাগণ আস্‌ছে, ওদের গান শুন্‌লেই প্রাণে শান্তি পাবেন এখন।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

কার কাছে চাও ভালবাসা জীবন-বিনিময়।
ক'জনা বুঝে বল অমূল্য প্রণয় ॥
নিজ প্রাণ স'পে পরে, সকাতর পরের তরে,
ধর তায় সমাদরে, সেই ত প্রেমময়।
নতুবা আঁখির নেশায়, ভ্রমে যে অসার আশায়,
সে ত সই ভালবাসায়, মুগ্ধ কভু নয়।

মন্ত্রী। হতভাগ্যে সকলি অসুখ!
গায়িকার মধুর সঙ্গীত,
করিতেছে কর্ণে যেন অগ্নি-বরিষণ।
যাও সবে নিজ নিজ স্থানে,
সঙ্গীত শ্রবণে আর নাহিক বাসনা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কুটিল, উপেক্ষি' মোরা বালক সগরে,
করিয়াছি অজ্ঞানের কাজ!
তখন তাহারে যদি পিতৃসহ তায়
পাঠাতাম যমপুরে, এখন এ ভাবে
ভাবিতে হ'ত না মোরে দিবস যামিনী!

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! প্রমাদ বিষম!
মন্ত্রী। বল্ দূত! কোন্ ভয়ে কম্পিত রে তুই?
দূত। সাবেক রাজার পুত্র সেনাপতি সহ
করিয়াছে ভীমবেগে রাজ্য আক্রমণ।
মন্ত্রী। সেনাপতি— কেবা সেই, বল্ শুনি মোরে!
দূত। আপনার সেনাপতি অমর যার নাম,
সে-ই আসিয়াছে আজ প্রতিপক্ষ হ'য়ে।
আমাদের সৈন্যগণ চিনিতে পারিয়া,
সশস্ত্রে মিলেছে গিয়া সঙ্গেতে তাদের।
অতি ভীমবেগে তারা প্রবল প্রতাপে
নির্ব্বিবাদে করিয়াছে রাজ্যেতে প্রবেশ।

মন্ত্রী। কুটিল, সঙ্কট বড় দেখি হে এবার!
মিশেছে অমর, শোন, সগরের সহ।
অমরের বাক্যে মম সৈন্য সমুদায়
হইয়াছে অগ্রসর সাহায্যে তাদের।
কুটিল, প্রস্তুত হও বিপক্ষ দলনে,
তিলমাত্র বিলম্বেতে না হয় উচিত।
অবশিষ্ট সৈন্যগণে অস্ত্রশস্ত্র ল'য়ে,
যা দূত, ত্বরায় বল সাজিতে আহবে,
ভীষণ সংঘাত আজি সম্মুখে মোদের।

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

কুটিল। মালিনি! বড় সঙ্কট উপস্থিত! ঘরে খিল দিয়ে ব'স্। দোর খুলিস্ নে, কেউ ঢুকে যাবে। আমি হয় ত এখনি আসছি; নয় ত—

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।

মালিনী। আবার দেখ্‌ছি, রাজ্যে একটা বিষম অনর্থ উপস্থিত হ'ল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপথ।

[রণবাদ্য]

যুদ্ধ করিতে করিতে মন্ত্রী ও অমরসিংহের প্রবেশ

মন্ত্রী। অমর ! এবার তোর মরণ নিশ্চয় ।
জীবনের মায়া যদি করিস্, অজ্ঞান !
রণ-আশা পরিহরি যা ত্বরায় ফিরে।

অমর। পাপের পাদপে তব না ফলায়ে ফল,
নাহি যাব ফিরে আজ প্রতিজ্ঞা আমার।
অসহায় মহারাজে করিয়া সংহার,
কৌশলে অমরসিংহে করি স্থানান্তর,
ভাবিয়াছ, নরাধম ! নিশ্চিন্ত হইলে ?
এইবার দেখ, পাপি ! মিত্রগণ সহ
কিবা দশা ঘটে তব অমরের করে।
যে হৈহয় তালজঙ্ঘে সন্ধি-সূত্রে বাঁধি,
নির্ভয়ে পরম সুখে যাপিছ জীবন ;
দৈববলে বলীয়ান্ সগরের করে,
নিক্ষিপ্ত সকলে তারা কালের কবলে।
জন কত মাত্র ভয়ে গিয়াছে পলায়ে ;
তারাও নিস্তার নাহি পাবে কোনরূপে।

মন্ত্রী। প্রজ্বলিত হুতাশনে মরণের কালে
পতঙ্গ আপনি যথা আসি ঝাঁপ দেয়,
নির্ব্বোধ অমর! তুইও আসন্ন সময়ে
এসেছিস্ দুরাশায় সম্মুখে আমার।
এখনও বলি তোরে, শোন্ বীতজ্ঞান!
অমূল্য জীবন ল'য়ে পলা স্থানান্তরে।
নহে মরণের পথে হ'তে অগ্রসর,
এইবার স্মর্ তোর ইষ্ট দেবতায়।

[যুদ্ধ ও অমর কর্ত্তৃক মন্ত্রীকে বন্ধন]

সগরের প্রবেশ।

অমর। সগর! পাপিষ্ঠ এবে ধৃত মম করে,
বল এরে কোন্ শাস্তি করিবে প্রদান?

সগর। এ হেন পাপীর প্রাণ করিয়া সংহার,
না চাহি করিতে মম হস্ত কলঙ্কিত।
জল্লাদগণেরে ডাকি কর অনুমতি—
বধ্যভূমে ল'য়ে গিয়ে সকলের মাঝে,
করুক্ পশুর সম জীবন সংহার।

অমর। সগর! এখনো আছে অরাতি অনেক,
তারা যেন রাজ্য হ'তে না পারে পলাতে।
যাও, তুমি দেখ কোথা পাপাত্মা কুটিল;
এ দুর্ব্বৃত্তে সমর্পণ করিয়া ঘাতকে,
আমিও এখনি যাব পশ্চাতে তোমার।

[সগরের প্রস্থান।

মন্ত্রী। অমর ! ভাবিস্ যদি আপন মঙ্গল,
এখনও বলি তোরে ছেড়ে দে আমায়।

অমর। করিয়াছি বহু পাপ কুহকে তোমার,
ঘাতকে সমর্পি' তোমা ঘুচাব বেদনা।

[মন্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান।

[রণবাদ্য]

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কুটিল ও তৎপশ্চাৎ
সগরের প্রবেশ।

কুটিল। মারিস্ নে বাবা ! আমায় মারিস্ নে। একে কোমর ভাঙা, তার উপর আঘাত কর্‌লে প্রাণে বাঁচ্‌ব না।

সগর। ভেবেছ দুর্ব্বৃত্তগণ ! চক্রান্তে হরিয়া
সরলমতি রাজার অতুল সম্পদ্
করিবে সুখেতে ভোগ মিত্রগণ সহ ;
ভাগ্যবিড়ম্বিত ত্যক্ত সিংহের গহ্বরে—
শৃগাল তোমরা সবে করিবে বসতি ?

কুটিল। চাই না—বাবা ! থাক্‌তে চাই না ! তোদের রাজ্য তোরা নে, আমাকে মালিনীর সঙ্গে দেশান্তরী ক'রে দে।

সগর। নাহিক নিস্তার কারো, বড় যন্ত্রণায়,
বড় দুঃখে প্রাণ মোর জ্ব'লে অহোরহ—
হ'রে ল'য়ে রাজ্য-পদ আশা না মিটিল,
কাননে করিলে গিয়া পিতারে সংহার !
পিতৃ-অরিগণে আমি করিয়া উচ্ছেদ—
ঘুচাইব যত মম প্রাণের যাতনা।

কুটিল। সগর! আমি কিছু করি নে, বাবা! সেই পাপিষ্ঠ মন্ত্রী বেটাই যত নষ্টের গোড়া! সে আমাকে যা বলেছে, আমি ভয়ে প'ড়ে তা-ই করেছি। তা' না হ'লে আমি ব্রাহ্মণ, আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই!

সগর। ধনলোভে, স্বার্থবশে, অর্থলালসায়
হয়েছ, ব্রাহ্মণ, তুমি চণ্ডাল-অধম।
কর্ম্মের উচিত ফল পাবে এইবার।

অমরসিংহের প্রবেশ।

অমর। এই যে কুটিল হেথা অবরুদ্ধভাবে!
কি কুটিল! কতসুখে রয়েছ হে সবে?

কুটিল। কে ও অমর! এসেছ, ভালই হয়েছে। তুমি না এলে আমার জীবন রক্ষা হ'ত না।

সগর। উন্মুক্ত কৃপাণ ধৃত শিরোপরি তব,
এখনো প্রাণের আশা কর, দ্বিজাধম?

কুটিল। অমর! অনুরোধ কর! ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষায় অনুরোধ কর, তোমার মঙ্গল হবে। একসঙ্গে অনেকদিন বাস করেছি, তুমি ত সবই জান, আমি স্বহস্তে কারও জীবনসংহার করি নি।

অমর। সংহার কর নি, কিন্তু সাহায্য করেছ।

কুটিল। ভয়ে প'ড়ে—সেটা ভয়ে প'ড়ে। নৈলে সগর! অমরও জানে, আমি তোর বাপের সখা হই।

সগর। সখ্যতার প্রতিদানে তাই বুঝি, পাপি!
করিয়াছ সর্ব্বনাশ পিতারি আমার?

অমর। সগর! কি শাস্তি এরে দিতে চাও তুমি?

সগর। ব্রাহ্মণ ধনের লোভে করেছে কুকাজ,
জীবন নাশিলে ওর হবে কিবা ফল?

নচেৎ শাস্ত্রের মতে সাহায্যকারীর
দুষ্কৃতের সম শাস্তি ; কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণে—
মস্তক মুণ্ডন করি, তক্র মাখাইয়া
রাজ্যের বাহির করি' দাও অচিরায়।

কুটিল। তাই কর্, বাবা! তাই কর্। আমি একলা থাক্‌তে পার্‌ব না, মালিনীকেও আমার সঙ্গে দে।

সগর। হৈহয়গণের যারা রয়েছে জীবিত,
শুনিনু শরণ নেছে বশিষ্ঠ গুরুর ;
যাই আমি বিনাশিতে সে সব শত্রুরে ;
সেনাপতি! তুমি কর রাজ্য অধিকার।

[প্রস্থান।

অমর। সগরের দয়াগুণে পাইলে জীবন,
এইবার চিরতরে যাও নির্ব্বাসনে।

[কুটিলকে লইয়া অমরসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

মন্ত্রীকে লইয়া ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ।

মন্ত্রী। ঘাতকগণ! তোরা একবার আমার বন্ধনশৃঙ্খল খুলে দে; আমি পালাব না, কেবল মানবকে গোটাকতক আমার মনের কথা ব'লে যাব। ওরে! আমি অনেক পাপ করেছি; সাগরের বালুকার বরং সংখ্যা আছে, আমার পাপ-কর্ম্মের সংখ্যা নাই। ঘাতক রে! সেই সব কথা স্মরণ ক'রে এখন আমার প্রাণে বড় অনুতাপ আসছে; তোরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি যাবার সময় মানবকে পাপীর জীবনের শেষ যন্ত্রণা ব'লে যাই। চণ্ডালগণ! উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কর্ম্ম-গুণে আমি তোদের অপেক্ষাও অধম হয়েছি। তোদেরও স্থান আছে, কিন্তু এ নারকীর বোধ হয়, নরকেও স্থান নাই। মানবগণ! আজ স্বচক্ষে পাপের পরিণাম দর্শন কর। এই অন্তিম সময় এই নরাধম তোমাদিগকে কয়েকটী কথা ব'লে যাবে, পাপীর কথা ব'লে অগ্রাহ্য ক'রো না, স্থিরমনে শ্রবণ কর, তাতে তোমাদের অনেক উপকার হবে। আজ থেকে তোমরা আমাকে আর আমার দুষ্কর্ম্মকে আদর্শ ক'রে পাপ-কর্ম্ম হ'তে বিরত হও। মধু যেমন পান করতে স্বাদু হ'লেও পরিণামে যন্ত্রণাদায়ক, পাপও তেমনি আপাতঃমধুর হ'লেও তার পরিণাম বড় শোচনীয় দুঃখময়। ভুলেও কেউ কখন কুপ্রবৃত্তিকে মনে স্থান দিও না। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় লোক সহজেই অধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়।

মদ্যপ যেমন প্রথমতঃ অল্প মাদকদ্রব্য পান ক'রে মত্ততার বিহ্বলতায় উত্তরোত্তর অধিক পান করে, মানুষও তেমনি সামান্য পাপে আসক্ত হ'য়ে ক্রমে সকল গুরুপাপেই অগ্রসর হয়। প্রথমে হয় ত মিথ্যা, তারপর প্রবঞ্চনা, তারপর চৌর্য্য প্রভৃতি লঘু অধর্ম্মে রত হ'য়ে শেষে বিশ্বাস-ঘাতকতা, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপের সংঘটনা করে। আমি কথার কথা বল্‌ছি না, আমার জীবনে যা' ঘটেছে, তাই সকলকে জানাচ্ছি। রাজ্যহরণ কর্‌বার জন্য প্রথমে মিথ্যা কথাদ্বারা সকলকে বশীভূত ক'রে বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাজকে সহজেই রাজ্য হ'তে অপসারিত করেছিলাম ; কিন্তু পাপের এমনি মোহিনীশক্তি, তাতেও আমি পরিতৃপ্ত না হ'য়ে নির্জ্জন কাননে গিয়ে তাঁর জীবনসংহার করেছি ; সেই পাপেই আজ আমার এই শাস্তি ! এখন এই আসন্ন সময় পাপের ক্রিয়াসকল একে একে উদিত হ'য়ে আমার এই পাপ-কলুষিত হৃদয়ে যে কত অনুতাপ উপস্থিত হচ্ছে, তা' আমি মুখে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছি না। মানবগণ ! তোমরা সকলেই আমার জীবনকে দর্পণ ক'রে মানস-আধারে রক্ষা কর। যখন কেউ কোন পাপকর্ম্মে অগ্রসর হ'তে যাবে, তখন সেই দর্পণে আমার এই দুর্দ্দশার প্রতিচ্ছায়া দর্শন ক'রে, এই শোচনীয় পরিণাম স্মরণ ক'রে, সহজেই সকলে পাপে ক্ষান্ত হবে। ভাই রে ! ভিক্ষা ক'রে দুঃখে জীবনযাপন কর্‌তে হয়, তাও ক'রো, তথাপি লোভে কেউ কখনও অধর্ম্মে ধন্‌বান্ হ'য়ো না। নিষ্পাপ দরিদ্রের জীবনও পাপকারী নৃপতির জীবন অপেক্ষা নির্ম্মল শান্তিময়। মানবগণ ! আজ দুরাচারী মন্ত্রী তোমাদের দুষ্কর্ম্মের আদর্শ হ'য়ে ধরাধাম হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌ছে ; তোমরা সকলেই আমায় ক্ষমা কর। ঘাতকগণ ! আমার বলা শেষ হয়েছে, এইবার তোরা তোদের কর্ত্তব্য পালন কর্।

অদূরে পুণ্য ও পাপের প্রবেশ।

পুণ্য। দেখ্ পাপ! দেখ্ তোর ভক্তের দুর্দ্দশা,
মশানে পশুর সম করিতে সংহার,
এনেছে ঘাতকগণ সগর-আদেশে!
করেছিল ভক্ত তোর বাহুরাজে নাশ,
সেই ক্রোধে রাজপুত্র আপন বিক্রমে
বধেছে বিদ্রোহিগণে অগণ্য সংখ্যায়।
শাণিত কৃপাণ ধরি অরাতি-শোণিতে
করিয়াছে অরিহত পিতার তর্পণ।
এ দুর্বৃত্ত মহাপাপী, নিজে না বিনাশি
দিয়াছে চণ্ডাল করে বধিবার তরে।
বল পাপ! এইবার কি বলিবি তুই?
কাহার আদর এবে হয়, রে অধম?
যতই দেখাস্ বল, যতই কুহক,
পাপের যতই বৃদ্ধি হউক্ ভূতলে,
একথা জানিস্ স্থির নির্লজ্জ কলুষ!
পরিণামে ধরমের অবশ্যই জয়।
সম্মুখে স্বচক্ষে দেখ্ ভক্তের মরণ,
হেন কলুষিত স্থানে র'ব না'ক আর।

[প্রস্থান।

পাপ। সকলেই লইতেছে পুণ্যের আশ্রয়;
নাহি জানি কিবা দশা হবে মোর ভবে!

মন্ত্রী। কে, পাপ! দূর হ'; তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'। পুণ্য! পুণ্য! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

১ম ঘা। ওরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিস্ কি, শেষ কর্।

২য় ঘা। আমি ধর্‌ছি, তুই কাট্।

পাপ। ওহো, না পারি দেখিতে আর ভক্তের দুর্দ্দশা!

[প্রস্থান।

সগর ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। জল্লাদ! ক্ষান্ত হ'। সগর! ক্ষমাই নরের প্রধান ধর্ম্ম। যে নৃপতি পাপীর প্রতি সর্ব্বদা ক্ষমাবান্, সেই জগতে পরম কীর্ত্তিশালী। আমি বলি, পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট ক'রে কাজ নাই। কেন না, ওকে যদি সংহারই করা যায়, তা' হ'লে ওর পাপের শাস্তিভোগ হ'ল কৈ? তার চেয়ে বরং নরাধমকে চিরতরে নির্জ্জন কারাগারে রক্ষা কর। সেখানে পাপী আপনার পাপকর্ম্ম স্মরণ ক'রে দিবানিশি ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হ'ক্। আর এরূপ ঘোর শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করায় তোমার এই কীর্ত্তি-সৌরভ গৌরব-পবনে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হ'য়ে তোমার মহত্ত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হ'ক্।

সগর। আপনার উপদেশে আমি পাপাত্মার প্রতি এই শাস্তিই বিধান কর্‌লাম। যাও ঘাতকগণ! পাপাশয়কে চিরতরে নির্জ্জন-কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখ গে।

[মন্ত্রীকে লইয়া ঘাতকদ্বয়ের প্রস্থান।

নারদ। ধন্য সগর! এ জগতে তুমিই ধন্য! তোমার এই অলৌকিক ক্ষমাগুণ চিরকাল জগতে আদর্শরূপে প্রতিকীর্ত্তিত হবে। এখন চল, তোমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সভামণ্ডপ।

কাষ্ঠভারশিরে বাহকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম বাহক! বলি হাঁরে! রাজপুত্র ত রাজা হবে, শুন্‌ছি, অনেক দেবতাও আস্‌বে, তা' এখানে এত কাঠের আয়োজন কেন বল্‌ দেখি? দেবতাদের তামাক-টামাক খাবার জন্যে না কি?

২য় বাহক। শালার অনুমান দেখেছ! বলি, দেবতারা কি তোর মত সকালবেলা মাঠে ধান কাট্‌তে যায় যে, আগে থাক্‌তে তামাক খাবার যোগাড় ক'রে রাখ্‌তে হবে?

১ম বাহক। তবে ব্যাপারটা কি বল্‌ দেখি?

২য় বাহক। চল্‌-না আগে সব ব'য়ে আনি, তারপর বল্‌ব এখন।

১ম বাহক। জানিস্‌ ত বল্‌-না, ভাই?

২য় বাহক। ওরে! রাজপুত্র রাজা হবে, দেবতারা সাম্‌নে থাক্‌বে, সেই সময় ছোটরাণী-মা চিতারোহণ কর্‌বেন!

১ম বাহক। বলিস্‌ কি রে! এত লোকের সাম্‌নে আগুনে ঝাঁপ দেবে?

২য় বাহক। লোকের নয় রে শালা, দেবতার।

১ম বাহক। হাঁ, তাই হ'ল।

২য় বাহক। সে কথায় তোর আমার দরকার কি? আমরা যা' আদেশ পেয়েছি, করি গে চল্‌।

১ম বাহক। আচ্ছা দেবতারা দেখ্‌তে কেমন বল্‌ দেখি।

২য় বাহক। আমি কি দেখেছি, যে বল্‌ব।

১ম বাহক। আমাদের মতন হাত পা আছে, কেমন ?

২য় বাহক। আছে, বৈ কি।

১ম বাহক। ল্যাজ-ট্যাজ নেই ত ?

২য় বাহক। দূর শালা আহম্মুক ! ল্যাজ ত বাঁদরের থাকে।

১ম বাহক। সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এই রকম গোঁপ-টোপ আছে ?

২য় বাহক। আমি কি দেখেছি ?

১ম বাহক। তারা কাছা-টাছা দেয় ত, না খোলাই থাকে ?.

২য় বাহক। কেমন ক'রে জান্‌ব ?

১ম বাহক। এলেই দেখ্‌তে পাব-এখন।

২য় বাহক। ও চোখে দেখার কাজ নয়।

১ম বাহক। তবে কি চোখে দেখ্‌ব ?

২য় বাহক। জ্ঞান-চোখ।

১ম বাহক। সে আবার কেমন ! আজকাল যে পাথরের চোখ উঠেছে, তাই বুঝি।

২য় বাহক। না রে শালা ! না।

১ম বাহক। তবে সে কেমন চোখ, কোন্ দিকে থাকে, সাম্‌নে না পেছনে ?

২য় বাহক। না রে মুখ্যু ! আমাদের চোখ পাপে বুজে আছে, আমরা দেবতাকে দেখ্‌তে পাব না।

১ম বাহক। ও, এই কথা ; তা' তুই না হয়, সেই সময় আমার চোখদুটো একটু রগ্‌ড়ে দিস্, ঝাপ্‌সা কেটে যাবে এখন।

২য় বাহক। তাই হবে, এখন যা' কর্‌ছি, তাই করি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

সগর, সুনন্দা, অমরসিংহ, শোভা ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। সগর! আজ তোমার অভিষেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিদেবই আগমন কর্‌বেন। নারায়ণের সঙ্গে মা কমলাও আস্‌বেন।

সুনন্দা। সগর! তোমাকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে দেবগণকে সম্মুখে রেখে, আমি সেই সময় পরমসুখে চিতারোহণ নিশ্চয় কর্‌ব।

সগর। মাগো! অল্পবয়সে পিতাকে হারিয়েছি, আজ কি আবার তোমায় হারা হ'য়ে, মাতৃ-স্নেহ হ'তেও জন্মের মত বঞ্চিত হব? না, মা! তোমার চিতারোহণ ক'রে কাজ নাই।

সুনন্দা। সগর! বাধা দিস্ নে; এমন আনন্দের দিনে নয়ন-জল ফেলে আর আমাকে মায়াচ্ছন্ন করিস্ নে। সগর রে! আমার পরম সৌভাগ্য! এমন সুযোগ কারও ভাগ্যে ঘটে না। আমি আজ দেবগণের সম্মুখে মানবলীলা সম্বরণ ক'রে মহানির্ব্বাণ লাভ কর্‌ব।

শোভা। ছোট-মা! মাকে হারা হ'য়ে, তোমায় মা ব'লে ডেকে মাতৃশোক ভুলেছিলাম, আজ তোমার চিতারোহণের কথায় আমার পূর্ব্ব শোক জেগে উঠ্‌ল।

সুনন্দা। শোভা! দিদির জন্যই তোর, আমার, সকলেরই দুর্দ্দশা হয়েছে। অভাগিনী বুঝ্‌তে পারে নি, নিজের পায় আঘাত ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেছে। তা' না হ'লে আজ আমাদের আনন্দ দেখে কে! শোভা, আর কাঁদ্‌লে কি হবে, সবই ভাগ্য! তুই পুণ্যবতী, নিজের পুণ্যে চিরসুখিনী হ'বি। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোর জীবন পরম শান্তিময় হবে।

নারদ। ঐ বুঝি তাঁরা আগমন কর্‌ছেন, তোমরা সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর।

ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, শিব ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

[সগর, শোভা, সুনন্দা ও অমরসিংহের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণ]

লক্ষ্মী। সগর, তোমার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌বার জন্য আজ ত্রিদেব একত্র হয়েছেন। তোমার কথানুসারে আমিও এসেছি। ভবিষ্যতে তোমার নামে এক বিরাট্ অশ্বমেধ* মহাযজ্ঞ সমাধানের জন্য জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হবে।

সগর। আপনাদের আগমনে আমাদের পুরী পবিত্র হ'ল।

সুনন্দা। দাসীর পরম সৌভাগ্য। তাই এই নির্ব্বাণদিনে গীর্ব্বাণ-দাতা দেবগণের দর্শনলাভ ঘটল। দয়াময়ী কমলাও প্রসন্না হ'য়ে পদার্পণে দাসীকে ধন্যা কর্‌লেন।

ব্রহ্মা। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, রাজ-টীকা প্রদান করা হ'ক্।

শিব। নারায়ণ! অনুমতির অপেক্ষা কি?

কৃষ্ণ। স্বয়ং বিধিই সগরকে রাজ-টীকা প্রদান করুন।

[ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সগরকে রাজ-টীকা প্রদান]

ব্রহ্মা। যাও সগর! এইবার রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

[সগরের রাজসিংহাসনে উপবেশন]

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।— গান।

হেম-আসনে রাজে রাজরাজেশ্বর সগর।
সুনীল গগন-ক্রোড়ে উদিত শশধর।
বিষাদের তমঃ নাশি, ছুটিল কৌমুদীরাশি,
দেখে চাঁদমুখের হাসি, উথলে সুখ-সাগর।

---

* যাঁহারা সগরের শেষজীবনের অতি অপূর্ব্ব ঘটনাবলী পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "সগর-যজ্ঞ বা অংশুমান্" পাঠ করুন, সে এক সগর-জীবনের বিরাট্ অভিনয়।

পাপ ও পুণ্যের প্রবেশ।

পাপ। পুণ্য! পুণ্য! আমায় ক্ষমা কর।

পুণ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সম্মুখে, যাও, ওঁদের নিকট ক্ষমা গ্রহণ কর। ওঁদের নিকট আশ্রয় চাও।

পাপ। নারায়ণ! অধমকে ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ। তোমাকে ক্ষমা কর্‌বার সাধ্য এখন আমার নাই।

পাপ। প্রজাপতি! আমায় আশ্রয় দিন্।

ব্রহ্মা। তোমার আশ্রয়দাতা এখন ব্রহ্মা নয়।

পাপ। দেবদেব মহেশ্বর! আপনি আমায় আশ্রয় দিন্।

শিব। আমার নিকট তোমার আশ্রয় হবে না।

পাপ। মা কমলে! অভাগার প্রতি সকলেই বিমুখ হয়েছেন, আপনি আমায় আশ্রয় দিন্।

লক্ষ্মী। কমলার নিকট আশ্রয়-ভিক্ষা অনর্থক।

পাপ। দেবর্ষি! আপনি আমায় আশ্রয় দিন্।

নারদ। তুমি পরম দুষ্ট, আমা হ'তে তোমার আশ্রয় হবে না।

পাপ। পুণ্য! তুমি আমায় আশ্রয় দাও।

পুণ্য। পাপ! এখন তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়, তোমাকর্ত্তৃক উৎপীড়িত সগরের ইচ্ছা। যাও, তুমি সগরের নিকট ক্ষমা গ্রহণ ক'রে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

পাপ। সগর! সগর! আমায় ক্ষমা ক'রে আশ্রয় দাও।

সগর। যাও, আজ থেকে আমার রাজ্যে তোমার পশুদেহে স্থান হ'ল। তুমি অজ্ঞাতসারে পশুকে আশ্রয় ক'রে থাক।

নারদ। তোমার যেমন গুণ, এই তার উপযুক্ত শাস্তি।

[পাপের প্রস্থান

সুনন্দা। সগর! এই আমার উপযুক্ত সময়। আর আমি অপেক্ষা কর্‌ব না। অমর! তোমার করে আমি সগর ও শোভাকে সমর্পণ ক'রে গেলাম। তুমি সগরকে নিজ ভ্রাতৃসম শত্রু-ভয় হ'তে সর্ব্বদা রক্ষা ক'রো। [করযোড়ে] দেবগণ! অনুমতি করুন, আমি চিতা-প্রবেশ করি।

শিব। ধন্যা সাধ্বী সুনন্দা! এ জগতে তুমিই ধন্যা! আমরা আনন্দান্তঃকরণে অনুমতি দান কর্‌লাম।

সগর। নারায়ণ! মায়ের অন্তিম-সময় মা কমলাকে বামে নিয়ে একবার যুগলরূপে দাঁড়ান্। সকলে মিলে মা'কে আশীর্ব্বাদ করুন।

[কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর যুগলরূপ]

সুনন্দা। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! [চিতাপ্রবেশ]

সকলে। স্বস্তি! স্বস্তি!

সগর। [সিংহাসন হইতে উঠিয়া সরোদনে] মা! মা!

[অমর কর্ত্তৃক সগরকে ধারণ]

উন্মত্তভাবে অনীতার প্রবেশ।

অনীতা। চল্‌লি, সুনন্দা! তুইও চল্‌লি? এ পাপপূর্ণ শোক-দুঃখময় সংসার ছেড়ে অনন্তধামে চিরশান্তি লাভ কর্‌তে তুইও চল্‌লি? মনে কর্‌লি, আমায় ফাঁকি দিবি, তা' পার্‌বি না। তোকে স্বামীসঙ্গ-সুখ একা ভোগ কর্‌তে দেবো না। তোর সুখের অংশ গ্রহণ কর্‌বার জন্য আমিও তোর অনুগামিনী হব। দেবগণ! এ পাপিনী অনীতাকে ক্ষমা করুন। শোভা! শোভা! তোর চিরপাপিনী হতভাগিনী মা, জন্মের মত ধরা ছেড়ে চল্‌ল; জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! [চিতায় ঝম্প প্রদান]

সকলে। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

শোভা। [সরোদনে] মা! মা!

[নারদ কর্ত্তৃক শোভাকে ধারণ]

অপ্সরাগণের গীত।

নৃপকুলরত্নভূষণ, সবার প্রিয়দরশন, অরি দর্পহর।
প্রজাগণের দুঃখনাশন, (জয়) রাজকুল ধুরন্ধর।
পুণ্যবান্ তুমি অযোধ্যা রাজন,
পুণ্যময় তব শান্তি নিকেতন,
চারিদিক্ দেখি বিমল শোভন,
অমল ভাতি শোভে নরেশ্বর।

[যবনিকা পতন।

ঐক্যতান বাদন।

সগরাভিষেক।

(অতিরিক্ত গীতাবলী)

১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—পুণ্যের উক্তি, "বিমুক্ত সে ভক্ত মোর ফিরে নাহি চা'বে।" পংক্তি বা লাইনের পরে নিম্নোক্ত গানটী হইবে। [৫ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি দেখ]

১নং গীত।

পুণ্যপথে পথিক যে জন, বিবেকী সুজন।
গণ্য নিজ কর্ম্মফলে, মান্য সে অবনীতলে
হয় পুণ্যবান্ সকলের ধন্যবাদভাজন॥
অন্য মানবে ঘৃণ্য স্বভাবে, পূর্ণ অহঙ্কারে ভিন্ন না ভাবে
জঘন্য অনাচারে, কাঠিন্য অবিচারে,
না দেয় অন্য অন্তরে ব্যথা কদাচন॥
পাশরি কুরঙ্গে সাধুজন সঙ্গে, হবে সে সদত কাল পুণ্য-প্রসঙ্গে,
নিষ্ঠা-দয়া হৃদে ধরে, বিষ্ঠাসম হতাদরে,
দুষ্টমতি পাপ তোরে করে বিসর্জ্জন॥

---

* এই নাটক শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ ভাণ্ডারী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-সম্প্রদায়ে অভিনীত হয়। সেজন্য জুড়ী ও বালকদলের জন্য অতিরিক্ত যে সকল গীত রচিত হইয়াছিল, নাটকের সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিবার জন্য সে গীতগুলি স্বতন্ত্রভাবে এই স্থানে মুদ্রিত হইল। বালকদিগের গানগুলিতে § চিহ্ন দেওয়া হইল।

১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে—প্রতর্দ্দনের উক্তি "মহারাজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন কর্‌বে।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১২ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি দেখ]

২নং গীত।

শোন সত্য কহি হে রাজন।
নহে প্রবঞ্চন ;—অলীক সন্দেহ, মনে না স্থান দেহ,
নিন্দেয় গুণে তব সৈন্য নহে কোন জন॥
অতি অবহিত, ভীতি বিরহিত, উদ্যম সহিত, উৎসাহ মোহিত,
জানি তা সম্যকে, অরাতি সম্মুখে, ধায় রণমুখে,
সময় হ'লে প্রয়োজন॥
তীক্ষ্ণ ধনু ধরি, বিঘ্ন তুচ্ছ করি, রঙ্গে ধায় সুখে, ল'ঙ্ঘে উচ্চ গিরি,
বিন্ধি খর শরে, দ্বন্দ্বী অরিবরে, বন্দী করি করে,
আনিতে পারে অনুক্ষণ॥

১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে নারদের উক্তি "এক অলৌকিক কাণ্ডের সংঘটনা হবে।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১৯ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি দেখ]

৩নং গীত §

বুঝেছি লক্ষণে, সুমঙ্গল ক্ষণে, জন্মিল কুমার এ ভবে।
(সে) অসাধ্য সাধিবে, আয়ত্তে বাঁধিবে, অরাতি বধিবে প্রভাবে॥
অর্জ্জিত আছিল পরম সুকৃতি, চরমে লভিবে সন্তান সুকৃতী,
(তোমার) বাসনা ব্রততী, হ'ল ফলবতী,
(তুমি) ভাগ্যবান্ প্রতি বিভবে॥

পুণ্যকর্ম্ম ফলে, পূর্ণ ধর্ম্মবলে ফুটেছে তনয়-কুসুম এমন,
(তোমার) স্নেহ-উপবনে, সোহাগ পবনে,
দুলিছে দিবানিশি খেলিছে কেমন।
চন্দ্র যথা দিবে অন্ধকার হরে, অরবিন্দ জীবে সুগন্ধ বিতরে,
সর্ব্বসুখী সগর করিবে তোমারে,
(তুমি) ধন্য হবে গণ্য গৌরবে।

৪নং গীত। §

১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে—অনীতার উক্তি "আমার প্রাণের জ্বালা আর কত বল্‌ব।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৩০ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি দেখ]

অবিরত কত জ্বালা সহি লো।
প্রকাশি কারে কহি লো ;—
কত না যাতনা বিষে, তাত না বুঝে কভু সে,
বিষম দ্বেষে যারে এসে, দংশে নি কাল অহি লো॥
আসিল কুরাহুরূপে সপত্নী চির কৈরবী,
নাশিল আনন্দরাশি গ্রাসিল মোর সুখ-রবি
করিল শত্রুতা অতি হরিল শান্তি সুরভি,
হারায়ে সকল গৌরবই, (আমি) দুঃখের ছবি বহি লো
তাপিনী করিয়া মোরে সাপিনী সম বিক্রমে,
সঞ্চিত সোহাগ হ'তে বঞ্চিত করিল ক্রমে,
ছেদিল হরষে পশি আশা-সরস-কুসুমে,
(আমি) জড় হেন বড় দুঃখে মনাগুনে দহি লো॥

১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে—বাহু রাজার উক্তি "এতদিনের পর আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৩৪ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি দেখ]

৫নং গীত §

পূর্ণ বাসনা মম এতদিন পরে হ'ল।
বিষাদের তমোরাশি তমোহর সম নাশি,
শোভাতে সগর-শশী, শুভযোগে সমুদিল॥
আছিল সংসার-মরু, পুত্র-কন্যা দুটী তরু,
প্রীতি-নীরে স্নেহালোকে, বাড়িল অতি পুলকে,
নাশিতে সন্তাপ গুরু, অনুরাগে জনমিল ;—
আমা সম এ ভূলোকে, এত সুখী কেবা বল॥

২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে—অমর সিংহের উক্তি "ছিঃ ছিঃ মন্ত্রি! এ প্রবৃত্তি পশুতেই সাজে।" পরে নিম্নোক্ত গান। [৭৭পৃষ্ঠা শেষ পংক্তি দেখ]

৬ নং গীত।

এ অধর্ম্ম এমন কর্ম্ম নরে কি শোভে।
ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি মর্ম্মে ব্যথা দিব সবে॥
ছিঃ ছিঃ দাও একি মন্ত্রণা, ভাব না শেষের যন্ত্রণা,
ভ্রান্ত কামনা ;—
অন্যে করি প্রবঞ্চনা, কত সুখী কেবা ভবে।
ক্ষুধায় যে দিয়েছে আহার, রাজ্য-অপহরণ তাহার
একি ব্যবহার ;—
আশার মোহে নিরয়গামী অসার বৈভব-লোভে।

২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে—বাহু রাজার উক্তি "নৃপতির শত্রুতাকেও কিছুমাত্র ভয় করি না।" পরে নিম্নোক্ত গান। [৯৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি দেখ]

৭ নং গীত।

এ বিশ্বে করিবে কেবা মম শত্রুতা।
বাহুতে বাহুর যোগ্য বল কে ধরে যোগ্যতা।
যে আসে প্রতিদ্বন্দ্বীতায়, অনায়াসে করি বন্দী তায়,
অবশ্য বান্ধি বশ্যতায়, ঘুচাই তার চির মূর্খতা॥
সিংহ যথা ফেরুগণে না গণে মনে,
যত ভীরু ভূপে আমি ভাবি তেমনে;—
ধরি ধনু প্রতর্দ্দন, অরি সব করি মর্দ্দন,
বীর গরিমা-বর্জ্জন, মুহূর্ত্তে সাধি সর্ব্বথা॥

৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—অমর সিংহের উক্তি "কর এ পাপীর হৃদে শান্তিবারি দান।" পরে নিম্নোক্ত গান। [১৫৩ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি দেখ।]

৮নং গীত। §

এ পাপতাপিত হৃদে কর প্রদান শান্তি-বারি।
অনুতাপে আকুল হ'য়ে ডাকি তোমায় ভ্রান্তি-বারি॥
পাশরি পুণ্য আচরণ, না স্মরি তব শ্রীচরণ,
অধর্ম্মপথে বিচরণ, (করি) অন্ধসম অনিবারি॥
অহিত সম্পদবশতঃ, সহিত যত অসৎ,
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, শত শত রূপে;—
নিন্দিত হ'য়ে ত্রৈলোক্য, করেছি পাপ লক্ষ লক্ষ,
এবার দীনে কর লক্ষ্য, (ওহে) মোক্ষদাতা দানবারি॥

৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—বাহুর উক্তি "যাই ত্বরা ফল ল'য়ে তাদের কারণ।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১৫৫ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি দেখ।]

৯নং গীত।

কেন আর বারম্বার, করি দুঃখের আন্দোলন।
ভাগ্য-লিখনক্রমে এখন সম্পদ-সম্ভোগ সমাপন ॥
ছিলাম সুখে হর্ম্ম্য-তলে, পর্ণগৃহে কর্ম্মফলে,
মর্ম্মভেদী দুঃখানলে, জ্বলে কলেবর এখন ॥
অতীত গৌরব নষ্ট, কার্য্যদোষে রাজ্যভ্রষ্ট,
পত্নী পুত্র কত কষ্ট, সহে অনুক্ষণ;—
অপহৃত ধনরাশি, এখন বনে বনবাসী,
বনফলের প্রত্যাশী, ত্রাসিত ত্রাসে জীবন ॥

৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে—মন্ত্রীর উক্তি "ভীষণ সংঘাত আজি সম্মুখে মোদের।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [২২৭ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি দেখ।]

১০ নং গীত।

(এলে) সম্মুখে অরাতি প্রচণ্ড।
হ'য়ে সৈন্ত, ভয়শূন্য,
চল সত্বরে শত্রুরে দিতে যথা দণ্ড ॥
ত্যস্ত, অরাতি কর অস্ত্র-বিনিক্ষেপে,
কম্পিত হ'ক্ ধরা বীর-পদ-বিক্ষেপে,
সাধ স্বকাজ ত্বরা কৌশলে সংক্ষেপে,
বিপক্ষপক্ষকুল কর লণ্ডভণ্ড।
সন্ধি-সুযোগক্রমে দ্বন্দ্বীগণ অগ্রসর,
আন বন্দী করি হান সু-উগ্রশর,
প্রাণ বাঁচাতে নাহি দাও ত্রাণ-অবসর,
মান রাখ্‌রে মম করি অরি খণ্ড।

সমাপ্ত।

“নীলবসনা সুন্দরী”—ছবির নমুনা

“সাবধান। উঠিবার চেষ্টা করিলেই মরিবে—” [নীলবসনা সুন্দরী—২৯০ পৃষ্ঠায়।

সকল উপন্যাস—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়!

Vedanta Press, Calcutta.

"মায়াবী"—ছবির নমুনা

মোহিনী ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ে আঘাত করিতে লাগিল। [মায়াবী—১৭৬ পৃষ্ঠা।

সকল উপন্যাস—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়।